BANGLA POST Year: 20 ◆ Issue: 957 ◆ Friday 03 March - Thursday 09 March 2023

FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

লন্ডনে প্রতিবাদে সোচ্চার কমিউনিটি

বিমানের ভাড়া বৈষম্য

এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল : লন্ডনে বাংলাদেশ বিমানের ভাড়া নৈরাজ্যের প্রতিবাদে সোচ্চার কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেনী ও পেশার মানুষজন। সম্প্রতি বাংলাদেশ বিমান লন্ডন-ঢাকা রুটের ভাড়া, লন্ডন-সিলেট রুটের ভাড়ার চেয়ে অনেক কম নির্ধারণ করায় কমিউনিটির নেতারা প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছেন। পাশাপাশি বিমানে আসন থাকার পরও সব আসন পূর্ণ বলে যাত্রীদের সাথে রীতিমতো প্রতারণা করে যাচ্ছে সরকারের এই সংস্থাটি এমন অভিযোগ তাদের।

অনেক প্রবাসী অভিযোগ করে বলেছেন, বিমান লন্ডনে সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে। তাদের নির্ধারিত লোকের কাছে অতিরিক্ত টাকা ধরিয়ে দিলেই আসন পেতে সমস্যা হচ্ছেনা। তবে লন্ডনের একাধিক ট্রাভেল এজেন্সি মালিক জানিয়েছেন, বিমানের টিকেট বুকিং তাদের সিস্টেমের মাধ্যমেই হয়ে থাকে, তাই এখানে

কোন দুই নাম্বারির সুযোগ নাই।

এদিকে মঙ্গলবার ম্যানচেষ্টার থেকে ছেড়ে যাওয়া বিমানের একটি ফ্লাইটের যাত্রী শুন্যতা দেখে হতাশ হয়েছেন কমিউনিটির নেতৃত্বদানকারী প্রথম শারির কয়েকজন নেতা। তাদের একজন ফোন করে জানান, প্রথম শ্রেনীর আসনে যেমন যাত্রী শুন্যতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে ইকোনমি আসনে যাত্রী শুন্যতা। ওই নেতা প্রশ্ন রেখে বলেন, বর্তমান সময়ে অন্যান্য বিমানগুলো তাদের কাঙ্খিত যাত্রী নিয়ে নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা করলেও বিমান কেন ইচ্ছা করে কম যাত্রী নিয়ে চলাচল করছে?

বিমান সূত্রে জানাগেছে, লন্ডন-সিলেট-ঢাকা রুটে আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত সকল টিকিট বুকিং রয়েছে। এপ্রিলের কিছু আসন এখনো খালি রয়েছে। তবে লন্ডন-সিলেট রুটের ভাড়ার চেয়ে লন্ডন-ঢাকা রুটের ভাড়ার তারতম্য রয়েছে প্রায় চারশত পাউন্ডের। এ বিষয়ে জানতে, বিমান অফিসের সাথে যোগাযোগ করা হলে এ নিয়ে দায়িত্বশীলরা কোন কথা বলতে রাজি হয়নি।

অপরদিকে লন্ডনে বিমানের ভাড়া নৈরাজ্যসহ নানা ইস্যুতে কমিউনিটিতে দেখা দিয়েছে ক্ষোভ আর এই ক্ষোভের বহি:প্রকাশ যে কোন --১৬ পৃষ্ঠায়

অগ্নিঝরা মার্চ শুরু

পোস্ট ডেস্ক : বাঙালির দীর্ঘ স্বাধীনতাসংগ্রামের চূড়ান্ত পর্বের অগ্নিঝরা মাস মার্চের শুরু। ১৯৭১ সালের উত্তাল, ঘটনাবহুল এই মাসেই বাংলাদেশের ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণের সূচনা হয়। এ দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের শুরু এই মার্চে। স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এই মাসেই বাঙালি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, 'যুদ্ধই উদ্ধার'।

১৯৭১ সালে এসে যে রাজনৈতিক সংঘাত চরম রূপ নেয় তার গোড়াপত্তন অবশ্য হয়েছিল --১৬ পৃষ্ঠায়

টাওয়ার হ্যামলেটসের নতুন বাজেট অনুমোদন

স্টাফ রিপোর্টার: টাওয়ার হ্যামলেটসের নতুন এবং উন্নত গণখাতের সার্ভিসগুলোতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির চলমান সংকটের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাসিন্দাদের রক্ষা করা, তরুণদের উন্নত জীবনের সুযোগ দেওয়া এবং কমিউনিটি নিরাপত্তা, আবাসন, অবকাশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহ ভবিষ্যত --১৬ পৃষ্ঠায়

সিলেট কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ভাড়ার সিদ্ধান্ত মেয়রের!

সিলেট অফিস : অর্থের বিনিময়ে সিলেট কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ভাড়া দেয়ার ব্যাপারে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর নেয়া সিদ্ধান্ত প্রতিহত করার ডাক দিয়েছে বাম গণতান্ত্রিক জোট। বুধবার রাতে দেয়া এক বিবৃতিতে সিলেট জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ বলেছেন, --১৬ পৃষ্ঠায়

ব্রিটেন-ইইউ সম্পর্কে নতুন অধ্যায়

পোস্ট ডেস্ক : ব্রেক্সি পরবর্তী উত্তর আয়ারল্যান্ড বিষয়ক প্রটোকল নিয়ে দীর্ঘ বিরোধের অবসান ঘটাতে চুক্তি হয়েছে। একে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্কের নতুন এক অধ্যায় বলে প্রশংসা করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। চার মাস ধরে তীব্র সমঝোতার পর মঙ্গলবার উইন্ডসোরে যৌথ সংবাদ সম্মেলন করেন ঋষি সুনাক ও ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন। তারা এই চুক্তিকে সুচিন্তিত মাইলফলক বলে অভিহিত করেছেন। এই চুক্তিকে 'উইন্ডসোর ফ্রেমওয়ার্ক' হিসেবেও আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন গার্ডিয়ান। ঋষি সুনাক

বলেছেন, এই পরিবর্তনের ফলে ব্রিটেন নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবে। তিনি আরও বলেন, এই চুক্তি লেখা হয়েছে আইন ও চুক্তির ভাষায়। কিন্তু এটা তার চেয়েও বেশি কিছু। এটা হলো উত্তর আয়ারল্যান্ডের স্থিতিশীলতার বিষয়ে। বিষয়টি প্রকৃত জনগণ এবং প্রকৃত ব্যবসার। আমাদের এই ইউনিয়ন শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে আছে এবং তা টিকে থাকবে, এই চুক্তি তাই দেখাচ্ছে। ওদিকে ভন ডার লিয়েন জোর দিয়ে --১৭ পৃষ্ঠায়

রোহিঙ্গাদের মানবিক সাহায্য কমাচ্ছে দাতারা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রোহিঙ্গাদের জন্য বিদেশি সাহায্য কমিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন দাতা দেশ ও সংস্থা। রোহিঙ্গা ঢলের শুরুতে তাদের জন্য ব্যয়ের ৭২ শতাংশ দাতাদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। ২০২২ সালে পাওয়া গেছে ৬২ শতাংশ। চলতি বছরে সাহায্যের পরিমাণ আরও কমার শঙ্কা আছে। জাতিসংঘ ইতোমধ্যে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা কর্মসূচি কাটছাঁট করেছে। ফলে তাদের খাদ্য ও অপরাপর মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার দাতাদের জরুরি বৈঠক ডেকেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। আগামী ৭ মার্চ বাংলাদেশ সরকার ও রোহিঙ্গাদের সহায়তা কার্যক্রমে জড়িত --১৬ পৃষ্ঠায়

ইতালিতে সাগরে ৬৪ অভিবাসীর মৃত্যু

পোস্ট ডেস্ক : ইতালির দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলে নৌকাডুবিতে অন্তত ৬৪ অভিবাসীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেঠে। ইতালির মিডিয়াকে উদ্ধৃত করে বার্তা সংস্থা এএফপি বলেছে, ওই বোটটিতে অতিরিক্ত --১৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে টমেটোর বাজারে আগুন

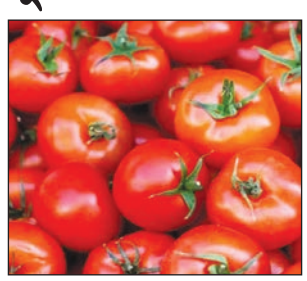

পোস্ট ডেস্ক : পর্যাপ্ত সরবরাহ স্বল্পতার কারণে তীব্র সবজি সংকট দেখা দিয়েছে যুক্তরাজ্যে। এর ফলে যেমন দাম বেড়েছে, তেমনি কে কতটা সবজি নিতে পারবে সেই হিসাবও বেধে দেওয়া হচ্ছে। দেশটির স্থানীয় কিছু সুপারমার্কেটে গ্রাহকদের প্রয়োজনের অধিক টমেটো না কিনতে নিষেধ করেছে। এ ছাড়াও গোলমরিচ, বেগুন, ফুলকপি, শসা ও লতার সংকটেও পড়েছে দেশটি। ইউরোপ ও আফ্রিকায় চলমান খারাপ আবহাওয়া, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধিসহ নানা কারণে উৎপাদন ও সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় এই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। খবর গার্ডিয়ান, সিসিটিভি, রয়টার্সের।

বাধ্য হয়েই দেশটির প্রধান প্রধান সুপার মার্কেটগুলো গ্রাহকদের কেনাকাটা সীমিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশটির তৃতীয় বৃহত্তম সুপার মার্কেট আসদা মঙ্গলবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে --১৬ পৃষ্ঠায়

চ্যানেল এস'র ফাউন্ডার মাহি ফেরদাউস জলিলের মাতার ইন্তেকাল : দাফন সম্পন্ন

স্টাফ রিপোর্টার : বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব মোহাম্মদ রইছ মিয়ার স্ত্রী ও চ্যানেল এসের ফাউন্ডার মাহী ফেরদাউস জলিলের মা মোছাম্মত ছায়া খানম মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় ভোর ৫ টায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে মরহুমা ছায়া খানম ছেলে মাহি ফেরদাউস জলিল, চ্যানেল এস'র ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল হক ও সামসুল হকসহ চার ছেলে ও দুই মেয়ে, নাতি নাতনীসহ বহু --১৬ পৃষ্ঠায়

রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিস ইউকের মাসিক সাহিত্য সভা ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

গত ২৭ শে ফেব্রুয়ারী সোমবার রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিস ইউকের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও রেনেসাঁর মাসিক সাহিত্য সভা পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি কে এম আবুতাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক কবি শিহাবুজ্জামান কামালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওত করেন মাওলানা নুরুল হক। আলোচনায় অংশ নেন -অধ্যাপক মোঃ ইয়াওর উদ্দিন, মাওলানা নুরুল হক, মাওলানা আব্দুল মালিক, খান জামাল নুরুল ইসলাম, বদরুজ্জামান বাবুল, হাজী ফারুক মিয়া, আলহাজ্ব নুর বকশ, জামান সিদ্দীকী, গোলাম কাদের চৌধুরী শামীম, আব্দুল আউয়াল, সাদেকুল আমিন প্রমুখ।

কবিতা আবৃত্তি ও নাশিদ পরিবেশন করেন -সাংবাদিক রেজাউল করিম মৃধা, আবৃত্তিকার ও সাংবাদিক নাজমুল হোসেন, কবি শাহ এনায়েত করিম, শিহাবুজ্জামান কামাল ও কে এম আবুতাহের চৌধুরী।

সভায় আলোচকবৃন্দ -ভাষা আন্দোলনের সকল শহীদদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন ও আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। বক্তারা -ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রকৃত ইতিহাস রচনার আহ্বান জানান। বৃটেনের প্রতিটি বাঙালীর ঘরে ঘরে বাংলা ভাষায় কথা বার্তা বলা ও বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব আরোপ করে টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র কর্তৃক আবারো কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ চালুর ঘোষণাকে অভিনন্দন জানানো হয়।

সভায় রেনেসাঁ বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করায় সংগঠণকে ধন্যবাদ জানানো হয় ও উপস্থিত সদস্যরা আর্থিক অনুদান প্রদান করেন।

সভায় বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদের মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ দোয়া করা হয় ।এছাড়া বার্মিংহামের সাংবাদিক ও কলামিষ্ট শেবুল চৌধুরী ও লণ্ডনের কমিউনিটি নেতা ইফতেখার হোসেইন চৌধুরীর সুস্থতার জন্য দোয়া করা হয়।

দোয়া পরিচালনা করেন বায়তুল আমান মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা আব্দুল মালিক।

আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা সভা

বাংলাদেশের জাতিয় শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসকে সামনে রেখে একটি আলোচনা সভা করেছে নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশী টিভি রিপোটার্স এসোসিয়েশন নেবট্রা। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি বুধবার গ্রেটার ম্যানচেস্টার বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের হল রুমে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশী টিভি রিপোটার্স এসোসিয়েশন এর সিনিয়র সহ-সভাপতি এম জি কিবরিয়া। সংগঠনের সাধারন সম্পাদক তৈয়বুর রহমান শ্যামলের পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলেওয়াত করেন সাংবাদিক খালেদ আহমেদ। এরপর ভাষা শহীদদের স্বরনে এবং তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভুমিকম্পে নিহতদের জন্যে দাড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

সভায় আরন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব ও তাথপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন সাংবাদিক ফারুক যোশী, গণি চৌধুরী, এম আফজালরাব্বানী, শিপার আহমেদ, এম আহমেদ জুনেদ, মওদুদ আহমেদ, দিলওয়ার হোসাইন শিবলী, শাহকাইয়ুম, শাহ মোবাশ্বির আলী, সৈয়দ মিজান, মোহাম্মদ শামীম, খালেদ আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সুমন প্রমুখ। সভায় সকলের মতামতের ভিত্তিতে কবি ও লেখক এমডি লিয়াকত আলী খান, সাংবাদিক নুরুল আমিন এবং জামাল আহমদকে সংগঠনের নতুন সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সভার সভাপতি এম জি কিবরিয়ার সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

ব্র্যাডফোর্ডে যথাযোগ্য মর্যাদায় একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন

সারওয়ার হোসেইন, ব্র্যাডফোড: গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল নর্থের উদ্যোগে যুক্তরাজ্যের ব্র্যাডফোর্ডের স্থানীয় কুইনহাউজ হলে গত ২১ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একুশের তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জিএস সি সেন্ট্রাল নবনিযুক্ত ভাইস চেয়ারম্যান কাউন্সিলার নেছার আলীর সভাপতিত্বে জিএস সি নর্থ সেক্রেটারি জয়নুল আবেদীন বাবুলের সঞ্চালনায় সভার শুরুতে মহাগ্রন্থ আল কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কারী আব্দুর রহিম লোদী।

সংগঠনের ট্রেজারার সারওয়ার হোসেইন এর স্বাগত বক্তব্যের পর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন জিএস সি সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ মেম্বার হাজী আব্দুল হান্নান, সংগঠনের উপদেষ্টা আনোয়ার আলী জিতু, এম সিএ নর্থ প্রেসিডেন্ট মনজুর আহমদ, জিএস সি নর্থ ভাইস চেয়ারম্যান হাজী তৈমুছ আলী, হাজী আব্দুস সালাম, হাজী বাবুল আহমেদ, নূরে আলম রব্বানী, শিবলী শামস চৌধুরী, মনির মিয়া, ইউনুস মিয়া, নাজিরুল ইসলাম খান, মানিক মিয়া,মুন্সির আহমদ চৌধুরী, শেখ জালাল, শানু মিয়া, আদনান মিয়া, বোরহান উদ্দিন, মোঃ সুমন মিয়া,সাঈদ খান সহ প্রমুখ।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন, বাংলাই পৃথিবীর একমাত্র রাষ্ট্রভাষা যে ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য অসংখ্য ভাষা সৈনিকদের জেলেপুড়ে দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলন করতে হয়েছে, জীবন দিতে হয়েছে রফিক সালাম, বরকত, জব্বার সহ নাম অজানা অসংখ্য বাংলার দামাল ছেলেদের। তাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার, পেয়েছি বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা।

দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ। ভাষা আন্দোলনের অভূতপূর্ব ফলাফল প্রত্যক্ষ করে ১৯৯৯ সালের ১৭ ই নভেম্বর ইউনেস্কো প্যারিসে বাংলাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত ১৯০ দেশে একুশে ফেব্রুয়ারিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে যাচ্ছে। সারা বিশ্বে ৩০ কোটির অধিক লোক বাংলা ভাষায় কথা বলতেছে। এ বিজয় সমগ্র বাঙালি জাতির,এই বিজয় ভাষা সৈনিকদের।

সভাপতি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, ১৯৫২সালের ভাষা আন্দোলনের একাত্তর বছর পেরিয়ে গেলেও বাংলাদেশে এখনো সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসার ঘটানো সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ সহ সকল দেশপ্রেমিক -ভাষা প্রেমিক জনগোষ্ঠীকে সর্বস্তরে বাংলাভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করে যুগের পর যুগ বাংলা ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে হলে অন্য ভাষার উপর নিজের মায়ের ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে সামনে এগোতে হবে। বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে এবং ব্রিটেনে আমাদের নতুন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রচলন ঘটাতে হলে প্রতিটি ঘরে সন্তানদের সাথে বাংলা ভাষায় কথা বলার অভ্যাস ও বাংলা অধ্যুষিত এলাকায় বাংলা ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে, না হয় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা কোন এক সময় আপনার আমার মুখের ভাষা ভুলে যাবে।

সভায় হামদ,নাথ,দেশের গান ও কবিতা আবৃত্তি করেন ব্রডফোর্ড কালচারের গ্রুপের শিল্পী সৈয়দ আজগর আলী, আলম মিয়া, দেলোয়ার ও কামরুল ইসলাম শামীম।

পরিশেষে ভাষা আন্দোলনে নিহত সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত ও জীবিত ভাষা সৈনিকদের দীর্ঘ হায়াত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে সবার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

রুশনারা আলী এমপির সাথে বাংলাটাউন প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

গত ২৭ ফেব্রুয়ারী রুশনারা আলী এমপি, বাংলাটাউন থেকে হাউস অফ কমন্সে একটি প্রতিনিধিদল গ্রহণ করেন। শামসুদ্দিন শামস ও পারভেজ কোরেশী বিইএমের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলকে রুশনারা আলী এমপি কেন্দ্রীয় লবিতে স্বাগত জানান।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন স্থানীয় কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আনসার আহমেদ উল্লাহ, পারভেজ কোরেশি বিইএম, ব্রিক লেন ফিউনারেল সার্ভিসের ডিরেক্টর, আলতাব আলী ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শামসুদ্দিন শামস, মনসুন ও জয়পুর রেস্তোরাঁর মালিক, ব্রিক লেনের প্রাচীনতম তাজ স্টোরের আব্দুল খালিক জামাল, স্থানীয় বাসিন্দা ও সঙ্গীতশিল্পী দিলী মিয়া এবং স্থানীয় বাসিন্দা সিরাজ মিয়া।

সকালের নাস্তা শেষে রুশনারা আলী এমপি হাউস অব কমন্স প্রতিনিধি দলকে ঘুরিয়ে দেখান এবং সংসদের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে সংসদ, সরকার কী করছে তা পরীক্ষা করে, নতুন আইন প্রণয়ন করে, কর নির্ধারণের ক্ষমতা রাখে এবং সাম্প্রতিক বিষয়গুলি নিয়ে বিতর্ক করে। হাউস অফ কমন্স এবং হাউস অফ লর্ডস প্রত্যেকেই সংসদের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের প্রধান কাজ হল সরকারের কাজ যাচাই করা এবং চ্যালেঞ্জ করা, আইন প্রণয়ন করা, দিনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিতর্ক করা এবং সরকারি খরচ অনুমোদন করা।

রুশনারা আলী হাউস অফ কমন্সে প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেন, যেখানে প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নের সময় পর্যবেক্ষণ করে, এই সময় প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক এমপি বিরোধীদলীয় নেতা স্যার কেয়ার স্টারমার এমপি সহ সংসদ সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

এরপর প্রতিনিধিদলকে মধ্যাহ্নভোজ করেন রুশনারা আলী এমপি। মধ্যাহ্নভোজ বৈঠকের সময়, প্রতিনিধি দল স্থানীয় বাসিন্দা এবং ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, যার মধ্যে জীবনযাত্রার সংকট নিয়েও আলোচনা হয়। রুশনারা আলী এমপি বলেন যে তিনি উত্থাপিত বিষয়গুলি সম্পর্কে খুব সচেতন এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সম্মিলিতভাবে কাজ করার উপর জোর দেন ।

UK Government

Help for Households

In the time it takes you to read this, you could...

Turn your flow temperature down to 60°

off lights and you're not using,

replace an old for a new energy-saving

or keep the warmth in by closing all the at night

They all add up and could save you hundreds of pounds on your energy bill

Scan for more energy-saving tips or **visit gov.uk/saveenergy**

লন্ডনে শাহী ঈদগাহ প্রবাসী সমিতি ইউকের অভিষেক

গেল ২৬শে ফেব্রুয়ারী রোববার ইষ্ট লন্ডনের মাদানি সেন্টারে শাহী ঈদগাহ প্রবাসী সমিতি ইউকের ২০২২-২০২৪ খৃষ্টাব্দের নতুন পরিচালনা কমিটির অভিষেক অনুষ্টান এক অনাড়ম্বর আয়োজনের মধ্যো দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে বিদায়ী সভাপতি আলীমুজ্জামানের সভাপতিত্বে এবং বদরুন সেলিনা চৌধুরী, এমাদুর রহমান ফরহাদ ও শাহরিন কোরেশীর যৌথ সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বেথনাল গ্রিন ও বো এলাকার এম পি রোশনারা আলী, বিশেষ অতিথি ছিলেন - ব্রিটিশ বাংলাদেশি জাজ সপনারা খানম, লন্ডন এসেম্বলি মেম্বার উনমেশ দেশাই, সাবেক কাউন্সিলর আব্দুল হাই ,কাউন্সিলর বদরুল চৌধুরী, কেমডেনের সাবেক কাউন্সিলর বারিষ্টার রবার্ট লাতাম, টাওয়ার হেমলেটসের সাবেক স্পীকার আহবাব হোসেন, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মারুফ চৌধুরী, সৈয়দ সুরুক মিয়া ও সাংবাদিক আনসার আহমেদ উল্লাহ। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিশুরা অতিথি বৃন্দকে ফুল দিয়ে বরন করেন।

ইউসুফ চৌধুরীর পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নতুন কমিটির সভাপতি সিদ্দেক চৌধুরী মজনু, এর পর কমিটির পক্ষে সহ সভাপতি সেলিম উদ্দীন, উপদেষ্টা সৈয়দ হাসান, মোয়াজ্জেম খান জুনেদ, সিদ্দেক আহমেদ, আব্দুল মালিক দুলাল, কালিমুজ্জামান, বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আহমেদ কোষাধ্যক্ষ পারভেজ কোরেশী। নতুন কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দীন চৌধুরী সুমন, যুগ্ম সম্পাদক আরিফুর রহমান চৌধুরী টিপু, কোষাধ্যক্ষ বেলাল আহমদ, সাইফুর রহমান চৌধুরী লিটন, আসাদুজ্জামান টিপু আবু হামিদ চৌধুরী নিপু ও হাসনাত চৌধুরী ইপু। নবপ্রজন্মের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- মাইশা কোরেশী, তানজিনা জামান, তাজকি সাইম চৌধুরী ও রিজওয়ানা রহমান মাইশা।

অনুষ্ঠানের দিত্বিয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী মজনু। বিদায়ি সভাপতি আলীমুজ্জামান নতুন কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন। পরে নতুন কমিটির পক্ষ থেকে বিদায়ী সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষকে সম্মাননা ক্রেস্ট উপহার প্রধান করা হয়। অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে ছিলো রাফেল ড্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে সংগীত পরিবেশন করেন বিলেতের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রওশন আরা মনি ও প্রিতম শাহ। শাহী ঈদগাহ প্রবাসী সমিতি ১৯৯৫ সাল থেকে ব্রিটেনে কাজ করে আসছে। ব্রিটেনে বেড়ে উঠা নতুন প্রজন্মের সন্তানদের নিয়ে এধরণের একটি অনুষ্ঠান করায় বক্তারা আয়োজকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে বলা হয় সংগঠনটি নিজ এলাকায় কাজ করার পাশাপাশি ব্রিটেনে বেড়ে উঠা নবপ্রজন্ম যাতে দেশীয় ক্যালচার ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয় এবং শেকড় থেকে বিচ্যুত নাহয় এ লক্ষ্যেই সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে।

কানাইঘাটে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড টেকনিক্যাল কলেজ প্রতিষ্টার লক্ষে লন্ডনে সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের কানাইঘাটে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড টেকনিক্যাল কলেজ প্রতিষ্টার লক্ষে যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের আয়োজনে লন্ডনে এক সভা অনুষ্টিত হয়েছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মাইলেন্ডর একটি রেস্টুরেন্টে কানাইঘাটের ৭নং দক্ষিণ বাণীগ্রাম ইউনিয়নের নাগরিকদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বশিরুল ইসলাম। ব্যাপক আলোচনা শেষে সভায় উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে দক্ষিণ বাণীগ্রাম ইউনিয়নে ইন্টার ন্যাশনাল স্কুল এন্ড টেকনিক্যাল কলেজ নামে আন্তজার্তিক মানের একটি শিক্ষা প্রতিষ্টান করার সিদ্বান্ত গৃহিত হয়।

প্রফেসর আব্দুল মালিক এর পরিচালনায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ইজ্জত উল্লাহ, ফারুক আহমদ, নজির আহমদ, সামসুজ্জামান বাহার, আনিসুল হক, মুজিবুর রহমান, কামাল উদ্দিন, ইউসুফ আহমদ, আব্দুর রহমান (বুলবুল), তাজুল ইসলাম, মোস্তফা কামাল, শামীম আহমেদ, আবুল হারিছ,নাজমুল ইসলামসহ ইউনিয়নের যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসীরা।

সুইনডন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন এর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

সুইন্ডন থেকে এম এ আউয়ালঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন সুইন্ডনের আয়োজনে ঐতিহাসিক ফারিংডন পার্কে নির্মিত স্থায়ী শহীদ মিনারে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্টান অনুষ্ঠিত হয।

প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে মাতৃভাষার টানে কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক উপস্থিতিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় ভাবগাম্ভীর্য্যের সাথে ভাষা শহীদদের অমর স্মৃতির প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো হয়।

২৬ শে ফেব্রুয়ারি, রবিবার সকাল ১১ ঘটিকায় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মোস্তাক আহমেদের সভাপতিত্বে ও বিশিষ্ট সংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শাহানুর চৌধুরী রানার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সুইন্ডন বারার মেয়র কাউন্সিলর আব্দুল আমিন। অনুষ্ঠানে শুরুতে সকল ভাষা শহীদদের সম্মানে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

বিশেষ অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি মজম্মিল আলী, সুইন্ডন সাউথ এর এম পি রবার্ট বাকলেনড, সাবেক ডেপুটি মেয়র অফ লন্ডন হাদি আলেকজানডার, ডেপুটি লেপ্টেনেন্ট আংগুস মাসপারসন, হাই সরীফ লেডী লানসডাউন, সুইন্ডন পেরিস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ক্রিস ওটাস, ডেপুটি পুলিশ ও ক্রাইম কমিশনার রাসেল হলানড, কাউন্সিলার ইমতিয়াজ শেখ, সুইন্ডন ইন্ডিয়ান কমিউনিটি লিডার প্রদিপ ভারদবাজ, নেপালি কমিউনিটি লিডার গেইয়ান গাগন, গোয়ান কমিউনিটি লিডার নেলসন, শারদ কমিটটির চেয়ারম্যান অরিন্দম রয় চৌধুরী।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এসোসিয়েশনের সহ সাধারণ সম্পাদক সাহিত্যিক রুহুল আমিন সুমন, প্রতিভাবন তরুন কমিউনিটি নেতা মেহরান চৌধুরী, শিক্ষাবিদ সুমন দাস, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বপন রয়, একাউন্টেট সুমন রয়, সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক আমিরুল হক বাবলু, মহিলা সংগঠক মিসেস শেখ ও সামিয়া আহমেদ।

অতিথিদের বক্তব্যে বক্তারা বলেন, প্রবাসে নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে সবাই মিলে আরো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

ভাষা আন্দোলনের রক্তক্ষয়ী দিনটি এখন আর শুধু শোক ও বেদনার দিন নয়। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের সব ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার এক সর্বজনীন উৎসবের দিন। একুশ আমাদের আত্মমর্যাদার, একুশের পথ ধরেই আমরা পেয়েছি লাল সবুজ পতাকা। অমর একুশে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। মহান একুশের গৌরবের সুর বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আজ বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মানুষের প্রাণে অনুরণিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য উদ্যমেী কিছু বাংলা প্রেমী কানাডা প্রবাসীরা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। যার ফলে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দেয়। একুশের চেতনা আজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অনুপ্রেরণা জোগায়।

অনুষ্টান কবিতা আবৃত্তি করেন জনপ্রিয় আবৃত্তিকার মনি মালা একুশের চেতনায় অপরূপ নৃত্য পরিবেশন করেন দেবাঞ্জলি।

গান পরিবেশন করেন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী আশরাফ চৌধুরী, চম্পা সাহা, বিথী সাহা,কাকলী দাস, স্নেহা ঘোষ, মুশফিক সালেহীন সহ আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্য এম এ আউয়াল বাংলদেশ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানকে সফল করতে অংশগ্রহণকারী উপস্থিত সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সংস্কৃতিক সংগঠন বাঙালিয়ানা সুইন্ডন এর সার্বিক পরিবেশনায় অনুষ্টিত অনুষ্টানের বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন ইয়াছমিন চৌধুরী মনি।

সাসেক্স বিএনপির সভাপতি কাউন্সিলার তফজ্জুল হোসেনের মাতার মৃত্যুতে যুক্তরাজ্য বিএনপির শোক

যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সদস্য, সাসেক্স বিএনপির সভাপতি এবং মিড সাসেক্স ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ও বারজেস হিল কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার তফজ্জুল হোসেনের মমতাময়ী মাতার মৃত্যুতে (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে যুক্তরাজ্য বিএনপি। আজ এক শোকবার্তায় যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ বলেন, ''কাউন্সিলার তফজ্জুল হোসেনের মাতার মৃত্যুতে মরহুমার পরিবারের মতো যুক্তরাজ্য বিএনপির নেতাকর্মীগণ গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। মরহুমা তাঁর নিজ এলাকার মানুষের কাছে একজন ধার্মিক, মহিয়সী ও রত্নগর্ভা নারী হিসাবে অত্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন। তিনি সমাজ সেবার অংশ হিসেবে দুঃখী ও অসহায় মানুষকে সাহায্য করতেও ছিলেন উদারহস্ত।''

শোকবার্তায় নেতৃদয়, মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করে পরকালে জান্নাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবর্গ, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

লন্ডনে একুশের প্রভাতফেরিঃ শিশুকিশোরদের কলকাকলিতে মুখর সারাদিন

লন্ডন, ২৭ ফেব্রুয়ারি: বিলেতে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে তার শেকড়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া একান্ত প্রয়োজন এই চিন্তা থেকে একুশে প্রভাতফেরি আয়োজন পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত প্রভাতফেরি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুখর ছিল পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্ক ও ব্রাডি আর্টস সেন্টার। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় আলতাব আলী পার্কে অনুষ্ঠিত হয় প্রভাতফেরি এবং দুপুর ১২টা থেকে শুরু হওয়া শিশুকিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ হয় বিকাল ৫টায়। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শিশুদের পুরস্কার প্রদান ও ভাষাসৈনিক ও গুণীজন সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান ছিল উল্লেখযোগ্য।

আমাদের জাতীর ভাষা বাংলা,ভাষা আন্দোলন,সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য মন্ডিত সংগ্রামমুখর ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে পারলে তারা ও গর্ব করার মত অনেক বিষয় খুঁজে পাবে। নিজ শেকড়ের সাথে অটুট সেতুবন্ধন তৈরি হবে যা তাদের গর্বিত আত্মপরিচয়ের সন্ধানে সাহায্য করবে। উপস্থিত সুধীজন এসব মন্তব্য করেন অনুষ্ঠানে।

একুশে প্রভাতফেরি আয়োজন পরিষদ যুক্তরাজের উদ্যোগে লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে প্রভাতফেরী পরবর্তী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা লোকমান হোসেন। সভা ও সমাবেশ পরিচালনায় ছিলেন আয়োজন পরিষদের সদস্য সচিব জামাল আহমেদ খান।

দুপুরে ব্রাডি আর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হওয়া শিশুকিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,গুণীজন সম্মাননা প্রদানও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা লোকমান হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিষদের সদস্য সচিব জামাল আহমেদ খান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী যুক্তরাজ্য সংসদ, সত্যেন সেন স্কুল অফ পারফর্মিং আর্টস এবং লন্ডনের স্থানীয় শিল্পীরা। 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করে ক্ষুদে শিল্পী আর্শি, অনিন্দি, তোড়া, মাইজা ও মিশেল এবং 'আমার মুখে ভাষা কাইড়া নিতে চায়' গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করে ৬ বছরের ক্ষুদে শিল্পী মাইজা হক আর্শি। একুশের ইতিহাসভিত্তিক রচনা পাঠ করে সাবিহা ও মুসা আমান হক। আবৃত্তি করে অন্বেষা ও অনুভা। শিশুদের পরিবেশনায় উপস্থিত সুধীজন মুগ্ধ হন।

সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আয়োজন পরিষদের প্রাক্তন সদস্যসচিব আমিনা আলী ও সহযোগিতা করেন ইফতেখারুল ইসলাম পাপলু। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরবর্তী সমাপনী অধিবেশনে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের মাঝে করতালির মাধ্যমে পুরস্কার ও 'একুশে প্রভাতফেরি লেখা' মেডেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় আকরাম, দ্বিতীয় সাবিহা আহমদ ও তৃতীয়স্থান লাভ করে স্বর্ণালী ধর। এ প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সংখ্যক শিশুকিশোর অংশগ্রহণ করে।এবারেরবিশেষত্বের মধ্যে ছিল প্রভাতফেরি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বার্মিংহামথেকে আসেন স্ত্রী পুত্রকন্যাসহ ইফতেখারুল ইসলাম পাপলু, সাউথএণ্ড থেকে আসেন বাচিকশিল্পী পুত্র ইলহামকে নিয়ে, আরো ক্যামব্রীজথেকে আসেন শাহরিয়ার বিন আলী ও নাসরীন মঞ্জরী।

এছাড়া প্রভাতফেরী আয়োজন পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলা ভাষার জন্য অবদান রাখা তিন গুণীজনকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় প্রয়াত ভাষাসৈনিক আবদুল গাফফার চৌধুরী, ডা. আহমেদ জামান ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ সুলতান মাহমুদ শরীফকে।

প্রভাতফেরি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মুসা হাসান, লেখক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে মাহমুদ এ রউফ, আবেদ আলি আবিদ, মানবাধিকার আন্দোলন নেতা আব্দুল আহাদ চৌধুরী, উদীচী সভাপতি হারুন অর রশিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, রাজনীতিক নিসার আহমদ,সাংবাদিক নিলুফা ইয়াসমীন হাসান,কবি হামিদ মোহাম্মদ, কবি মিল্টন রহমান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বুলবুল হাসান, কাউন্সিলার সৈয়দা সায়মা আহমেদ, টাওয়ার হ্যামলেটসের সাবেক স্পিকার মোহাম্মদ আহবাব হোসেন, যুবনেতা জামাল আহমদ খান, সাংস্কৃতিক নেত্রী সুলতানা জলি, বাচিকশিল্পী মুনিরা পারভীন, নাট্যকর্মী নূরুল ইসলাম, বাবলু খন্দকার, উদীচীর সেক্রেটারি জুবের আক্তার সোহেল, সাংস্কৃতিক নেত্রী মুনজেরিন রশীদ চৌধুরী, আবৃত্তিকার নাসিমা কাজল, সাংস্কৃতিককর্মী সেলিনা শফি, অসীমা দে, যুবনেতা শাহরিয়ার বিন আলী, আবৃত্তিকার স্মৃতি আজাদ, সাংবাদিক জুয়েল রাজ, যুবনেতা ইফতেখারুল হক পপলু,যুব ইউনিয়নের সাবেক সেক্রেটারি নাসরিন মঞ্জুরী, সাংস্কৃতিককর্মী সুশান্ত দাস প্রশান্ত, আবৃত্তিকার সালাহ উদ্দিন শাহীন ও নাসিমা আলীসহ শতাধিক সংস্কৃতিজন।

উল্লেখ্য বিলেতে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম এবং অপরাপর ভাষাভাষী মানুষের মাঝে অমর একুশের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১৬ সাল থেকে প্রতিবছর লন্ডনে স্কুল বন্ধের দিনে শিশুদের অংশগ্রহণের সুবিধার্থে সকালবেলা প্রভাতফেরির আয়োজন করা হয়ে আসছে। বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন ইউকের আহবানে লন্ডনে ক্রিয়াশীল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে একুশের প্রভাতফেরি আয়োজন পরিষদ যুক্তরাজ্য। করোনা পরিস্থিতির কারণে বিগত দুই বছর ভার্চুয়ালি প্রভাতফেরীর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলেও এবার পুনরায় লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে সশরীরে প্রভাতফেরী অনুষ্ঠিত হয়।

'বাংলাদেশ, অদম্য উন্নয়ন যাত্রা': হাউস অফ লর্ডসে স্টাডি সার্কেলের নতুন প্রতিবেদন

লন্ডন-ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা স্টাডি সার্কেল ২২ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাজ্যের হাউস অফ লর্ডসে 'বাংলাদেশ: অদম্য উন্নয়ন যাত্রা' শীর্ষক এক সেমিনারে দেশটির সর্ব সাম্প্রতিক উন্নয়নের একটি পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সংস্থাটির চেয়ারপার্সন সৈয়দ মোজাম্মেল আলীর সভাপতিত্বে হাউস অফ লর্ডসের অ্যাটলি অ্যান্ড রিড রুমে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী।

সৈয়দ মোজ্জামেল আলী তার সূচনা বক্তব্যে পরিসংখ্যান প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, অনেক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের উদ্যোগে বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি হলেও এই অগ্রগতির খবর বাংলাদেশের বাইরে পৌঁছাচ্ছে না।

প্রধান অতিথি ড. গওহর রিজভী তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমীভাবে ভালো করছে।

স্টাডি সার্কেলের উন্নয়ন পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বেশিরভাগ সেক্টরের পরিসংখ্যানগত তথ্যের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, পরিবহন ও যোগাযোগ, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য, কোভিড-১৯ মোকাবেলা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃষি, আবাসন, কর্মসংস্থান, বাণিজ্য ও শিল্প, ইপিজেড এবং দশটি চলমান মেগা প্রকল্প।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন লর্ড পপট, রুশনারা আলী এমপি, ব্যারনেস উদ্দিন এবং বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম স্বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান মাহমুদ শরীফ টাডি সার্কেল লন্ডনের এর অর্ডিনেটর জামালআহমদখান এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ।

প্রতিবেদনটিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হবে, যার মাথাপিছু আয় হবে ১২ হাজার ৫শ মার্কিন ডলারের বেশি এবং বৈদেশিক বাণিজ্য হবে ৩শ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

যুক্তরাজ্যের সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) এর তথ্য মতে বৃহৎ বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করার ক্ষমতা, ক্রমবর্ধমান আরএমজি চাহিদা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে বাংলাদেশ ২০৩৬ সালের মধ্যে ২৪টি বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে।

স্টাডি সার্কেল সংস্থাটির মতে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, পরিবহন, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যসহ বিভিন্ন খাতে বর্তমান সরকারের সাফল্য অসামান্য। সরকারের এই অগ্রগতি বাংলাদেশকে নতুন ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

সেমিনার প্রতিবেদনে বলা হয়, ১২ ডিসেম্বর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২' উপলক্ষে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর করতে কাজ করছে। তার নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স গড়ে তোলার কাজ হচ্ছে।

স্টাডি সার্কেলের প্রতিবেদন মতে, স্মার্ট বাংলাদেশে সবকিছু নির্ভর করবে প্রযুক্তির ওপর। নাগরিকরা প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে এবং সমগ্র অর্থনীতি প্রযুক্তি দ্বারা পরিচালিত হবে। এ ব্যাপারে সরকার ও সমাজকে স্মার্ট করার প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই হাতে নেওয়া হয়েছে।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE
UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357
Welfare
Orphanage
Madrasah
Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani
CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608
PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor
For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

বিয়ানীবাজার ডেভলাপমেন্ট সোসাইটি ইউকের বার্ষিক সাধারণ সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

বিয়ানীবাজার ডেভলাপমেন্ট সোসাইটি ইউকের বার্ষিক সাধারণ সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় গত ২১শে ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইস্ট লন্ডনের লন্ডন মুসলিম সেন্টারে। অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিয়ানীবাজার ডেভলাপমেন্ট সোসাইটির ইউকের সভাপতি মো: বাবুল।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামানের পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কয়েছ আহমেদ।

সভায় বিগত সেশনের কাজের রিপোর্ট পেশ করেন ট্রেজারার আহমদ হোসেন। পরে বিয়ানীবাজার ডেভলাপমেন্ট সোসাইটি ইউকের বিগত ৩০ বছরের কার্যক্রমের একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর সাফি আহমেদ, ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম আবুল হোসেন, মসজিদের হেড অফ অ্যাসেট আসাদ মুহাম্মদ জামান, সহ সভাপতি আবু বক্কর ও সিনিয়র সাংবাদিক একেএম আবু তাহের চৌধুরী, সুহেল সিরাজী, সাংগঠনিক সম্পাদক আখনু হোসাইন, প্রচার সম্পাদক জাকের চৌধুরী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ, বৈদেশিক সম্পাদক আব্দুললাহ আল মুনিম, সালেহ আহমদ, এমদাদুল হক কাজল ও খালেদ মোশাররফ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বিয়ানীবাজার ডেভলাপমেন্ট সোসাইটি ইউকের পক্ষ থেকে বিয়ানীবাজারের কৃতিসন্তান

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার শাফি আহমদ, কাউন্সিলার কামরুল হোসেন মুন্না, কাউন্সিলার আহমেদুল কবির, কাউন্সিলার বিলাল উদ্দিন, কাউন্সিলার কবির হোসাইন, কাউন্সিলার কবির মাহমুদ, কাউন্সিলার রেবেকা সুলতানা, কাউন্সিলার সাবিনা খান ও এক্সপ্লোর বিয়ানীবাজারের নির্মাতা চ্যানেল এসের স্টাফ রিপোর্টার ফয়সল মাহমুদ কে সংবর্ধিত করা হয়। তাদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

প্রসঙ্গত বিয়ানীবাজার ডেভলাপমেন্ট সোসাইটি ইউকে ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশেষ করে নিজ অঞ্চল বিয়ানীবাজারে শিক্ষা ,মানবিক ও সেবামূলক কাজ করে আসছে। উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে- উপজেলার ১১ টি ইউনিয়নের ১৩ টি গৃহহীন পরিবারকে ২ টি বেডরোম ১ টি বাথরুম ১ টি রান্নাঘর সহ মোট ৪ রুমের একটি ঘর - প্রতিটি পরিবারকে নির্মাণ করে দেয়া হয়।

বিশুদ্ধ পানির সংকট নিরসনে বিডিএস

এর পক্ষ থেকে নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে- ইউনিয়ন ভিত্তিক ১৭টি টিউবওয়েল।

এছাড়াও সংগঠনটি গরিব ও মেধাবি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি, অনারারি শিক্ষক বেতন, স্কুলের শ্রেণীকক্ষ নির্মাণে আর্থিক সহযোগিতা করে আসছে। বিডিএস ধারাবাহিকভাবে পবিত্র রমজান এমন যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় ও দুস্তদের মাঝে খাদ্য ও আর্থিক সহযোগিতা করে আসছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে কার্যকরী পরিষদ, স্থায়ী সদস্য ও শুভাকাঙ্খিদের সকল মানবিক ও সেবামূলক কাজে সহযোগিতার জন্য তাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা উপলক্ষ্যে বার্মিংহাম ওয়েষ্ট মিডল্যান্ড বিএনপির আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

জামাল উদ্দিন : বাংলা মায়ের বাংলা ভাষা, আন্তর্জাতিক মহান মাতৃভাষা উপলক্ষ্যে বার্মিংহাম ওয়েষ্ট মিডল্যান্ড বিএনপির উদ্দ্যোগে বার্মিংহাম ওয়েষ্ট

মিডল্যান্ড বিএনপির সভাপতি সৈয়দ জমশেদ আলীর সভাপতিত্বে, বার্মিংহাম ওয়েষ্ট মিডল্যান্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) আওলাদ হোসেনের পরিচালনায় এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফিজ মাওলানা রায়হান আহমদ।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক সুজাতুর রেজা, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সহ সভাপতি আয়াছ আহমদ, প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন বার্মিংহাম সিটি বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবজার হোসেন, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বার্মিংহাম ওয়েষ্ট মিডল্যান্ড বিএনপির অন্যতম সহ সভাপতি আব্বাস মিয়া।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বার্মিংহাম ওয়েষ্ট মিডল্যান্ড বিএনপির সহ-সাংগঠনিক আব্দুল কবির, বার্মিংহাম ওয়েষ্ট মিডল্যান্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব ও যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ সভাপতি মজনু মিয়া, বার্মিংহাম ওয়েষ্ট মিডল্যান্ড বিএনপির সহ দপ্তর সম্পাদক সারওয়ার আহমদ, বার্মিংহাম ওয়েষ্ট মিডল্যান্ড বিএনপির অন্যতম সদস্য এডভোকেট নজরুল ইসলাম, বার্মিংহাম সিটি বিএনপি নেতা আনছার মিয়া, এমরান আহমদ, বার্মিংহাম ওয়েষ্ট মিডল্যান্ড বিএনপির সদস্য মিজানুর রহমান সুহেল, বার্মিংহাম ওয়েষ্ট মিডল্যান্ড বিএনপির সদস্য শামিম খাঁন, বিএনপি নেতা ইসলাম খান, আবুল কাছ চৌধুরী, বার্মিংহাম সিটি স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম-আহবায়ক মুর্শেদ আহমদ ও জগন্নাথপুর উপজেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক ইমামুল হাসান প্রমুখ।

আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লিভারপুল বিএনপির সাবেক সভাপতি ও লন্ডন মহানগর বিএনপির প্রচার সম্পাদক জামাল উদ্দিন, বার্মিংহাম ওয়েস্ট মিডল্যান্ড বিএনপির সদস্য অলিউর রহমান, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ও বার্মিংহাম ওয়েষ্ট মিডল্যান্ড বিএনপির অন্যতম সদস্য সৈয়দ রুপন আলী, বার্মিংহাম ওয়েষ্ট মিডল্যান্ড বিএনপির অন্যতম নেতা ছফা চৌধুরী, আসকর খান, সাজু আহমদ, সিহাব উদ্দিন, শামীম আহমদ, শাহজাহান মিয়া, জুবের চৌধুরী, আব্দুল বাছিত, সুহেল তালুকদার, কামাল হোসেন, ফুল মিয়া সহ আরো অনেক নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বলেন ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। সেদিন আমাদের মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের জন্য সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার ও মতিউর সহ ছাত্র সমাজ বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল।

বিয়ানীবাজার থানা জনকল্যাণ সমিতি ইউকের নতুন কমিটির অভিষেক জাকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন

সিলেটের বিয়ানীবাজার থানা জনকল্যাণ সমিতি ইউকের নতুন কমিটির অভিষেক। ২৮ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের ইমপ্রেশন হলে দুই পর্বে অনুষ্ঠিত অভিষেক অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে সংগঠনের সদস্যসহ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মেম্বার, বিভিন্ন বারার মেয়র, স্পীকার কাউন্সিলর, সাংবাদিকসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম পর্বে সংগঠনের সভাপতি মামুন রশিদের সভাপতিত্বে ও বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক কাউন্সিরার কামরুল হোসেন মুন্নার পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সরকারী সোহরাওয়ার্দী কলেজ ঢাকার সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা ইব্রাহিম আলী। পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার দেলোয়ার হোসেন, নির্বাচন কমিশনার দিলওয়ার হোসেন ও মাহবুব আহমদ নতুন কমিটির সভাপতি মামুন রশিদ, সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, ট্রেজারার খালেদ আহমদ ডালিমসহ নির্বাচিত সদস্যদের মঞ্চে পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর নতুন কমিটি সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে।

পরে সংগঠনের ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

দ্বিতীয় পর্বে নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুবের আহমদের পরিচালনায় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেথনালগ্রীন এন্ড বো আসনের এমপি রোশনারা আলী, বিশেষ অতিথি ছিলেন ওয়ারথিং বারার লেবার মেয়র হেনা চৌধুরী, বারকিং এন্ড ডেগেনহামের লেবার মেয়র কাউন্সিলর ফারুক চৌধুরী,রেড ব্রীজ বারার লেবার মেয়র কাউন্সিলর জোসনা ইসলাম, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার কাউন্সিলর সাফি আহমদ, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আশুক আহমদ , প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আতিকুর রহমান খান আনা, বাজিদুর রহমান,লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, বিয়ানীবাজার পৌরসভার সাবেক মেয়র আব্দুস শুকুর , বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম ও বিয়ানীবাজার উপজেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি হাজী মোশতাক আহমদ এবং ওয়ারথিংয়ের আড়ুর কনজারভেটিভ পার্টির চেয়ারম্যান কাউন্সিলর আনডি ম্যাক গ্রীগর।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের বিদায়ী কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামরুল হোসেন মুন্না,, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক কবির হোসেন টাওয়ার হ্যামলেটস বারা এবং সহসভাপতি কবির মাহমুদ রেড ব্রীজ বারা থেকে কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ায় এবং লন্ডন টাইগার্সের প্রধান ও প্রতিষ্ঠাতা মেসবাহ আহমদ বৃটেনের রাজা কর্তৃক এমবিই খেতাব অর্জন করায় তাঁদেরকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সভায় নব নির্বাচিত কর্মকর্তারা সংগঠনের উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

ঘর প্যানেল' থেকে 'আনারস প্যানেল

প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানীনগর উপজেলা সমিতি ও ট্রাস্ট আনারস গ্রুপের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

লন্ডন, ০১ মার্চ : প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানীনগর উপজেলা সমিতি ও এডুকেশন ট্রাস্ট আনারস গ্রুপের এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে শামসুল আবেদীন নেসাওর এর সভাপতিত্বে এবং মশিউর রহমান মসনুর পরিচালনায় আনারস গ্রুপের বিপুল সংখ্যক সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিতিতে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা কোন ধরনের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বালাগঞ্জ ওসমানীনগরের সর্বস্তরের জনসাধারণকে আনারস প্যানেলের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে 'ঘর প্যানেল' থেকে কীভাবে 'আনারস প্যানেল' এর জন্ম হলো এর বিস্তারিত তুলে ধরেন। বক্তারা বলেন, সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমিতি ও ট্রাস্টের বিগত কয়েটি নির্বাচনে ঘর প্রতীক নিয়ে অংশগ্রহণকারী আমাদের গ্রুপের নির্বাচনী প্রতীক "ঘর মার্কা" পরিবর্তন করে নতুন নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে "আনারস মার্কা" নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতীক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে বিগত কয়েক বছর ধরে যে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার ইতিবৃত্ত তুলে ধরে বক্তারা আরও বলেন, এ ব্যাপারে কিছু সংখ্যক মানুষ পানি ঘোলা করে মাছ শিকার করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সমাজে ধুম্রজাল সৃষ্টির অপচেষ্টাকারীদের থেকে সতর্ক থাকার জন্য তাঁরা সবার প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা গোলাম কিবরিয়ার পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন - এম এ গফুর, অধ্যাপক মাসুদ আহমেদ, হারুনুর রশিদ চৌধুরী, মোঃ সাহিদ আলী, নেসার আলী সমসু, বদরুল ইসলাম, এম এ কুদ্দুস, আবুবক্কর সিদ্দীক, ইশতিয়াক আহমেদ দুদু, আনসারুল হক, সৈয়দ তাজীর উদ্দিন মান্নান, এম এ কাইয়ুম, রশিদ আহমদ, মিজানুর রহমান মীরু, আহমদ আলী, সানু চৌধুরী, রুহুল আমিন দুলন, সুরুক মিয়া, শামীম উদ্দিন, মশাহিদ আলী, আতাউর রহমান আতা, শাহজাহান আলম, ফয়জুর রহমান ফয়েজ, আশিক আলী, মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, আজাদুর রহমান আজাদ, রুহেল আহমদ, সাইফুর রহমান, রুহেল আলী, মো. তহুর আলী, আরুক চৌধুরী, সৈয়দ ফারুক কামাল সুরুক, ফজলুর রহামন, আলমাস খান আজাদ, সৈয়দ আফরুজ মিয়া, মোহাম্মদ আলী, বাবুল আহমদ কামালী, সাইফুল আমিন হেলাল, খালেদ আহমদ মিনহাজ, মো: আলী হোসেন, সৈয়দ বদরুল ইসলাম, ফয়জুর রহমান, সারজন খান, ইলিয়াস আহমদ, রকিব আলী, সালামত মিয়া সাবুল, মোঃ সুলতান মাহমুদ, মতিউর রহমান, সুহেল আহমদ, হাসান চৌধুরী, সাইফুর রহমান (জফুর), লেবু মিয়া, আবু ফাত্তাহ প্রমুখ।

সভার শেষ পর্যায়ে বালাগঞ্জ ওসমানীনগর উপজেলার প্রায়াত প্রবাসী নেতৃবৃন্দের রুহের মাগফিরাত এবং এলাকার সার্বিক সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

হাকালুকি হাওরে পরিযায়ী পাখি কমেছে ৪৫ শতাংশ!

মৌলভীবাজার সংবাদদাতা : হাকালুকি হাওরে অনিরাপদ পরিযায়ী পাখি। পাখি শিকারিদের কারণে দিন দিন কমছে পাখির সংখ্যা। এতে হাওরের জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়তে পারে বলে মনে করছেন পরিবেশকর্মীরা।

গত ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি হাকালুকি হাওরে পাখি শুমারি পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ বন বিভাগ, বাংলাদেশ বার্ড ক্লাব ও ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব ন্যাচার (আইইউসিএন) পাখি শুমারি করে।

বাংলাদেশের ৭১৮ প্রজাতির পাখির মধ্যে ৩৮৮ প্রজাতির পাখিই পরিযায়ী। শীতকালে পরিযায়ী হয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে ছুটে আসে বাংলাদেশে। তারা বেছে নেয় হাকালুকি হাওরের জলাশয়। প্রায় ১৮১ বর্গ কিলোমিটারের এই হাওরে রয়েছে ছোট-বড় ২৭৬টি বিল। এবারের পাখি শুমারির জরিপে হাকালুকিতে এ বছর এসেছে ২৫ হাজার পাখি। এটা বিগত বছরগুলো থেকে অনেক কম। যা ২০২০ সালে ছিল ৪০ হাজার ১২৬টি পাখি। কয়েক বছর আগে দেশে ৫-৬ লাখ পরিযায়ী পাখি আসতো। এসব পাখি বেশিরভাগ মৌলভীবাজার ও সিলেটের হাওরগুলোকে মুখরিত রাখত।

বাংলাদেশ বার্ড ক্লাব ও ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব ন্যাচারের (আইইউসিএন) পর্যবেক্ষণ বলছে, গত ২০ বছরে সমগ্র বাংলাদেশে ৩৫ শতাংশ কমেছে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা। হাকালুকিতে কমেছে ৪৫ শতাংশ। ২০০০ সালের আগে হাওরে গড়ে বিচরণ করত ৭৫-৮০ হাজার পাখি। যার ৮০ শতাংশই হাকালুকি হাওরে।

পরিযায়ী পাখির সংখ্যা দ্রুত কমার বিষয়ে পাখি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হাওরের জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। নদী দূষণ, জাল বিষটোপ ও পটাশ দিয়ে পাখি শিকার, একসঙ্গে বেশ কয়েকটি বিলে মাছ আহরণ, ইজারাদার দ্বারা বিল শুকিয়ে মাছ নিধন, বিলে দিবারাত্রি পাহারা ও জলজ বৃক্ষ নিধনসহ নানান সমস্যার কারণে পরিযায়ী পাখি কমছে।

পাথারিয়া বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ টিমের সদস্য পরিবেশ কর্মী কামরুল হাসান নোমান সিলেটভিউকে জানান, হাকালুকি হাওরের সঙ্গে যে নদীগুলো মিলিত হয়েছে। এখন এই নদীগুলো ময়লার ভাগাড়। প্লাস্টিক, পলিথিন, দূষিত পানি পাখি কমার অন্যতম কারণ। জাল, বিষটোপ ও পটাশ দিয়ে নিয়মিত পাখি নিধনের পাশাপাশি পাখিদের বিচরণ ভূমি জলাশয়গুলো অরক্ষিত থাকায় দিন দিন কমছে পাখির সংখ্যা। হাওরের পরিযায়ী পাখি রক্ষায় স্থানীয়দের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি প্রশাসনের কঠোর ভূমিকা থাকতে হবে। এতে বাঁচবে আবাসিক ও পরিযায়ী পাখি।

বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী সিলেটভিউকে বলেন, প্রতি বছর হাওরে বিলগুলো ইজারা দেওয়া হয়। এ বছরও হয়েছে। এতে বেশ লোক সমাগম ঘটে। দিনরাত পাহারা দেওয়া হয়। এসব কারণে পরিযায়ী পাখিরা স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারে না। ইজারদার দ্বারা বিল শুকিয়ে মাছ আহরণের কারণে নষ্ট হচ্ছে হাওরের জীববৈচিত্র। ফলে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কমছে।

শাল্লায় ফসল রক্ষায় শঙ্কিত কৃষক

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের শাল্লায় হাওরের ফসলরক্ষা বাঁধে নানা অনিয়ম দেখা গেছে। কোথাও কাদামাটি তুলে মেরামত করা হচ্ছে বাঁধ, আবার কেউ কেউ নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে পুরনো বাঁধের গোড়া কেটে তুলছে মাটি। কেউ তো আবার কেটে ফেলছে নদীরপাড়ও। ফলে টেকসই বাঁধের পরিবর্তে আরও দূর্বল করা হচ্ছে হাওরের বাঁধকে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রকল্প দেয়নি পানি উন্নয়ন বোর্ড।

এরমধ্যে আবার নির্ধারিত সময় ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাঁধের কাজ শেষ না হওয়ায় ঝুঁকিতে রয়েছে উপজেলার ৬টি হাওরের প্রায় ২৪ হাজার হেক্টর বোরোজমির ফসল। এভাবেই বাঁধের কাজে অবহেলা আর নানা অনিয়মের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে কৃষকের সারা বছরের একমাত্র সঞ্চিত খাদ্য ভাণ্ডার সোনালী ফসল বোরো ধান। নানা অনিয়ম ও বাঁধের কাজ সময়মত শেষ না হওয়ায় শঙ্কিত এলাকার কৃষকরা।

২৭ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) উপজেলার ভেড়াডহর হাওর উপ প্রকল্পের ৮৪ ও ৮৫ নং পিআইসির বাঁধে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় এখনও বাঁধে মাটি ফেলার কাজই শেষ হয়নি। তাও কান্দিগাঁও কবরস্থানের ঘা ঘেসে মাত্র এক ফুট উঁচু করে মাটি ফেলা হচ্ছে।

তবে কবরস্থানের পূর্ব অংশে কোনো মাটি না ফেলায় হাওর ঝুঁকিতে রয়েছে বলে জানান নূরে মদিনা মাদরাসার সুপার জুনায়েদ আহমেদ।

তিনি বলেন, কবরস্থানের পূর্বের অংশে মাটি না ফেলায় পানি ঢুকবে হাওরে। ওইসব পিআইসিতে ট্রলি দিয়ে সামান্য মাটি ফেলতে দেখা গেলেও দেখা মেলেনি কোনো পিআইসি কমিটির লোকজনদের। ছায়ার হাওর উপ প্রকল্পের ১৩১ ও ১৩২ নং পিআইসি বাঁধের গোড়া থেকে মাটি কেটেছে। বাকি আছে তাদের বাঁধে মাটি কাটার কাজও। বাঁধের গোড়া ও দাড়াইন নদীরপাড় কেটে বাঁধ সংস্কার করেছে ভান্ডাবিল হাওর উপ প্রকল্পের ৩৮ নং পিআইসিও। মাটির কাজ এখানো বাকি রয়েছে ছায়ার হাওরের ১৫০, ১৫১ ও ১৫২ নং পিআইসির।

অন্যদিকে ২৬ ফেব্রুয়ারি (রোববার) সরেজমিনে দেখা যায়, উপজেলার কালিকোটা হাওরের ১১৯, ১১৮, ১১১,১১২,১১৩, ১১৪, ১১৫, ১০৭ ও ১০৮ নং পিআইসির বাঁধে মাটি ভরাটের কাজও এখনও চলমান রয়েছে। এসব পিআইসির কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হতে আরও ১৫দিন সময় লাগবে বলে জানান স্থানীয় কৃষকরা। অনেক বাঁধে নিয়ম অনুযায়ী কাজও করা হয়নি। কোথাও প্রোফাইল অনুযায়ী করা হয়নি কাজ। আবার কোথাও করা হয়নি সঠিকভাবে কমপেকশন, বেশিরভাগ বাঁধে ঠিক নেই স্লোভও।

এ বিষয়ে শাল্লা উপজেলা কাবিটা স্কীম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটির সদস্য সচিব (এসও) আব্দুল কাইয়ুমকে ফোন দিলে তিনি রিসিভ করেননি।

ফোন রিসিভ করেননি সুনামগঞ্জ জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী শামসুদ্দোহাও।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু তালেব মুঠোফোনে বলেন, আমি ছুটিতে আছি। আপনি জানেন যে, ক'দিন আগেও পিআইসি কমিটি বাঁধের গোড়া থেকে মাটি কাটার অপরাধে তাদের আমি জরিমানা করেছি। একজনকে দিয়ে গোড়া ভরাটও করিয়েছি। আমার ড্রামট্রাক ধরা আছে। বাঁধের গোড়া থেকে মাটি কাটবে কেনো? এখনও যারা নিয়মনীতি উপেক্ষা করে বাঁধের গোড়া থেকে মাটি কাটছে সরেজমিনে তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন না হওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, আগামী ৭মার্চ পর্যন্ত সময় বাড়ানো হতে পারে। তবে অফিশিয়ালি এখনও কোনো নির্দেশনা পাইনি।

আর কান্দিগাঁও গ্রামের কবরস্থানের পাশের বাঁধের বিষয়ে তিনি আরও বলেন, এখানের আর এল কত এসও সাহেবকে আমি জিজ্ঞেস করব। যদি সেখানে আরও মাটির প্রয়োজন হয়, তাহলে সরেজমিনে গিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে হাওরের ১৬০ কিলোমিটার বাঁধ সংস্কারে ১৯৭টি প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৪০ কোটি টাকা। যা গত বছর ৮৭ কিলোমিটার বাঁধ সংস্কারে বরাদ্দ ছিল ২৪কোটি টাকা। প্রকল্প ছিল ১৩৮টি। ২০১৭ সালে হাওরের ফসলহানীর পর থেকে ঠিকাদারি প্রথা বাতিল করে সংশোধিত কাবিটা ২০১৭ নীতিমালা অনুযায়ী গঠন করা হয় ইমপ্লিমেন্টেশন প্রজেক্ট (পিআইসি)। হাওরে জমি আছে এমন স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে ৫ থেকে ৭সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করার নিময় রয়েছে পিআইসিতে।

তাহিরপুরে নাব্যতা সংকট : নদীতে আটকা শত শত নৌকা

তাহিরপুর সংবাদদাতা : সুমানগঞ্জের তাহিরপুরে পাটলাই নদীতে গত এক মাস ধরে নৌজটের কবলে পড়ে আটকে আছে শত শত কয়লা ও চুনাপাথরবাহী নৌকা। নাব্যতা সংকটের কারণে প্রতি বছর এই মৌসুমে নদীতে দেখা দেয় চরম নৌজট। উপজেলার বড়ছড়া, ছাড়াগাঁও এবং বাগলী শুল্কষ্টেশনের কয়লা ডিপো থেকে নৌকা যোগে নির্ধারিত স্থানে কয়লা পাঠাতে না পেরে লোকসানের মুখে পড়ছেন ব্যবসায়ীরা। প্রায় দেড় যোগ ধরে শুষ্ক মৌসুমে পাটলাই নদীর সুলাইমানপুর নামক স্থানে নৌজটের সৃষ্টি হলেও নদী খননের উদ্যোগ নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। এছাড়াও নৌজটের কবলে থাকা কয়লাবাহী নৌকাতে প্রতিনিয়িত হচ্ছে অহরহ চুরি।

জানা যায়, তাহিরপুর উপজেলার দক্ষিণ শ্রীপুর ইউনিয়নের সুলাইমানপুর নামক স্থানের পাটলাই নদীর দুই কিলোমিটার অংশ খুবই সরু ও অগভীর। সরু ও নদীতে পানি কম থাকায় প্রতিদিন দু-তিনটির বেশি কয়লা ও চুনাপাথরবাহী নৌকা সুলেমানপুর এলাকা পাড়ি দিতে পারছে না। বছরের পর বছর পলি পড়ে নদীর তলদেশে ভরাট হলেও কতৃপক্ষের কোন নজর নেই এখানে। গত একমাস ধরে নদীর সুলেমানপুর নামক স্থানে তৈরি হয়েছে বিশাল নৌজট। আর এ সুযোগে একটি চক্র কয়লাবাহি নৌকা থেকে চুরি করছে কয়লা

শনিবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সরেজমি গিয়ে দেখা যায়, নদীতে শত শত কয়লাবাহী নৌকা এলোমেলো ভাবে জট লেগে আছে। প্রতি বছরই নদীর সুলেমানপুর নামক স্থানে এরকম নৌজট সৃষ্টি হয়। প্রতিবছরই কর্মকর্তারা আশ্বাদ দেন নদী খননের। তবে পাটলাই নদী খনন আর হচ্ছে না।

নৌকার মাঝি লাদেন বলেন, গত এক সপ্তাহ ধরে নৌজটের কবলে পড়ে নৌকা নিয়ে এখানে আটকে আছি। সহজে এখান থেকে বের হতে পারছিনা। আর এ সুযোগে গভীর রাতে অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে নৌকার মাঝিদের জিম্মি করে কয়লা লুট করে নিয়ে যাচ্ছে চুরেরা। অন্যান্য নদী খনন হলেও পাটলাই নদী আর খনন হচ্ছেনা। ফলে মাঝিদের দুর্ভোগও কমছে না।

কয়লা আমদানিকারক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন তালুকদার বলেন, উপজেলার তিনটি শুষ্ক স্টেশন দিয়ে কয়লা ও চুনাপাথর আমদানি হয়। সে কয়লা- চুনাপাথর নদী পথে দেশের বিভিন্ন স্থানে যায়। নৌজটের কারণে ব্যবসা পুরোপুরি স্থবির হয়ে পড়েছে। শুষ্ক মৌসুম আমাদের ব্যবসার করার সময়। নৌজটের কারণে আমাদের লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে। প্রতি বছরই আমরা প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলি নদী খননের ব্যাপারে। কিন্তু কোন কাজে আসছে না।

তাহিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ ইফতেখার হোসেন বলেন, কয়লাবাহী নৌকাতে চুরি ঠেকাতে নদী এলাকায় নিয়মিত টহল দিচ্ছে পুলিশ।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মামুন হাওলাদার বলেন, পাটলাই নদী খননের সম্ভাব্যতা যাচাই চলছে। শেষ হলে খননের জন্য নতুন প্রকল্প নেয়া হবে। তখন পাটলাই নদী খনন হবে। খনন হলে নদীর নাব্যতা ফিরে আসবে।

মুকুটসহ তিন বহিস্কৃত নেতাকে দলে নিলো আওয়ামী লীগ

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : ভবিষ্যতে সংগঠনের স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করার লিখিত আবেদনের শর্তে সুনামগঞ্জের আওয়ামী লীগের আলোচিত তিন নেতার অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

১৯ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই অব্যাহতি প্রত্যাহারের আদেশ দেয়া হয়।

এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন তাহিরপুর উপজেলার বালিজুরী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সদস্য ও বর্তমান চেয়ারম্যান আজাদ হোসাইন। তারা হলেন- সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সদ্য ঘোষিত সভাপতি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নুরুল হুদা মুকুট, দিরাই উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র মোশাররফ মিয়া ও তাহিরপুর

উপজেলার বালিজুরী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সদস্য ও বর্তমান চেয়ারম্যান আজাদ হোসাইন।

এর আগে ওই তিন নেতা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং দলীয় নির্দেশনা ভেঙে দলীয় বিদ্রোহী প্রার্থী হয়ে সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদ নির্বাচন করেন নুরুল হুদা মুকুট এবং বিজয়ী হন। দিরাই পৌরসভার নির্বাচনে মেয়র পদে দলীয় বিদ্রোহী প্রার্থী হয়ে মোশারফ মিয়া নির্বাচন করেন এবং পরাজিত হন। আজাদ হোসাইন জেলার তাহিরপুর উপজেলার বালিজুরী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে দলীয় বিদ্রোহী প্রার্থী হয়ে নির্বাচন করেন। তিনি বিপুল ভোট নির্বাচিত হন।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

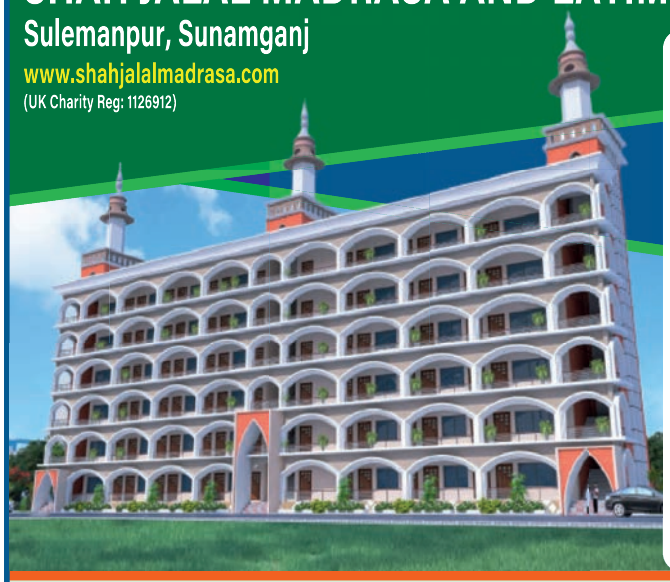

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £19 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

ইবির পাঁচ নেত্রীকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) শাখা ছাত্রলীগের পাঁচ নেতাকর্মীকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বুধবার বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংগঠনবিরোধী, শৃঙ্খলা পরিপন্থী, অপরাধমূলক এবং সংগঠনের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এমন কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সানজিদা চৌধুরী অন্তরা, কর্মী তাবাসসুম ইসলাম, হালিমা খাতুন ঊর্মি, ইসরাত জাহান মিম ও মোয়াবিয়া জাহানকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হলো।

এর আগে গত রোববার 'র‍্যাগিং ও যৌন হয়রানি বিরোধী পদযাত্রা' শেষে সমাবেশে সাদ্দাম হোসেন বলেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মর্মান্তিক ঘটনায় তারা বেদনায় নীল হয়েছেন। ফুলপরীকে তারা স্যালুট জানান।

এদিকে বুধবার সকালে ইবির দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলে শিক্ষার্থী ফুলপরী খাতুনকে নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত থাকায় সানজিদা চৌধুরী অন্তরাসহ পাঁচ ছাত্রীকে সব ধরনের শিক্ষার কার্যক্রম থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে প্রভোস্ট শামসুল আলমকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঘটনাটি নিয়ে দুটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি রাজিক-আল-জলিলের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ কয়েক দফা নির্দেশসহ আদেশ দেন। আদালত আগামী ৮ মের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারকে এ বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলেছেন। সেদিন প্রয়োজনীয় আদেশের জন্য তারিখ রেখেছেন আদালত।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলের গণরুমে সাড়ে চার ঘণ্টা আটকে রেখে ফিন্যান্স বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ফুলপরীকে নির্যাতন করার অভিযোগ করেন। এই ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে আসা প্রতিবেদন যুক্ত করে এবং জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা চেয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও ইবির সাবেক শিক্ষার্থী গাজী মো. মহসীন।

রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ১৬ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট রুল দিয়ে নির্যাতনের ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন, নির্যাতনের শিকার শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিত, নির্যাতনে জড়িত বলে অভিযোগ ওঠা শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসের বাইরে রাখাসহ কয়েক দফা নির্দেশনা দেন।

হাওরের মাছ দিয়ে প্রেসিডেন্টের বাড়িতে শেখ হাসিনাকে আপ্যায়ন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কিশোরগঞ্জের হাওর উপজেলা মিঠামইনে নবনির্মিত সেনানিবাসের উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রেসিডেন্ট মো. আব্দুল হামিদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। যেখানে হাওরের মাছ দিয়ে প্রেসিডেন্টের বাড়িতে প্রধানমন্ত্রীকে আপ্যায়ন।

গত মঙ্গলবার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হামিদ সেনানিবাস উদ্বোধনের পর সরকারপ্রধান কামালপুরে রাষ্ট্রপ্রধানের বাড়িতে যান। এ সময় প্রেসিডেন্টর স্ত্রী রাশিদা খানমসহ পরিবারের সদস্যরা তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। পরে প্রধানমন্ত্রী সেখানে জোহরের নামাজ আদায় করে মধ্যাহ্ন ভোজ সারেন। কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে তিনি মিঠামইনে আওয়ামী লীগের জনসভায় যোগদান করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব (এপিএস) এম ইমরুল কায়েস তার ফেইসবুক পেইজে খাবারের মেনু পোস্ট করেন। তিনি লেখেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সফরসঙ্গীদের আপ্যায়নে মহামান্য প্রেসিডেন্ট মো. আবদুল হামিদের বাড়িতে কিশোরগঞ্জের বিখ্যাত রাতাবোরো চালের ভাত ও হাওড়ের বিভিন্ন প্রকার মাছসহ মধ্যাহ্ন ভোজের মেন্যু। মেনুতে ছিলো সাদা ভাত, রুই মাছ দোপেঁয়াজা, কাতল মাছ দোপেঁয়াজা, চিতল মাছ দোপেঁয়াজা, আইড় মাছ দোপেঁয়াজা, পাবদা মাছ দোপেঁয়াজা, গোলসা টেংরা মাছ দোপেঁয়াজা, কালিবাউশ মাছ দোপেঁয়াজা, শোল মাছ ভুনা, বাইম মাছ ভুনা, চিংড়িমাছ ভুনা, বোয়াল মাছ ভুনা, গ্রাস কার্প মাছ ভুনা, বাছা মাছ ভুনা, রিটা মাছ মাখা মাখা ঝোল, পাঙ্গাস মাছ মাখা মাখা ঝোল, মসুর ডাল এবং সালাদ। সর্বশেষে ছিল রস মালাই।

এর আগে ১৯৯৮ সালের ৩ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমবার মিঠামইন সফর করেন। তখন মো. আবদুল হামিদ কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনের সংসদ সদস্য ও ডেপুটি স্পিকার ছিলেন।

সময়সীমা আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত বর্ধিত
সরকারি হজযাত্রীরা হয়রানির শিকার হজের আগেই

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের নিবন্ধনের সময়সীমা আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। হজযাত্রীদের নিবন্ধন কার্যক্রম ধীরগতিতে চলায় সময়সীমা বর্ধিত করা হয়েছে। এদিকে, হজের পুরো মৌসুম শুরুর আগেই সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীরা চরম হয়রানির শিকার হচ্ছে বলে একাধিক ভুক্তভোগি অভিযোগ তুলেছেন। গত মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৭ হাজার ৪২০ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ২৭ হাজার ১৮৪ জন নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন। সরকারি ব্যবস্থাপনার প্রাক-নিবন্ধনের পূর্বের সিরিয়াল বহাল রেখে ৪৫ হাজার ৫১৪ পর্যন্ত নির্ধারণ এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পূর্বের সিরিয়াল বহাল রেখে ৮ লক্ষ ৪৬৭ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, হজ কোটা পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে নিবন্ধন সার্ভার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন গতকাল এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দেশে এখনো হজের পুরো মৌসুম শুরু হয়নি। কিন্তু তার আগেই সরকারি হজযাত্রীদের হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে সরকারি হজযাত্রীরা প্রত্যেকে নিজ দায়িত্বে ঢাকায় আশকোনা হজ ক্যাম্পে পাসপোর্ট জমা দিয়ে আসতে হবে বলে নির্দেশনা দেয়া হয়। এতে বিপাকে পরে যায় প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ মানুষ। তাদের কেউ কেউ কোনদিন ঢাকা শহর দূরের কথা নিজ জেলা শহরেও কোন দিন যাননি। অথচ ইতিপূর্বে তারা স্থানীয় ইসলামিক ফাউন্ডেশনজেলা অফিস অথবা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দিতেন।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি ঢাকায় আশকোনা হজ ক্যাম্পে পাসপোর্ট জমা দিয়ে আসতেন। এ বছর সরকারি নির্দেশনার কারণে প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ মানুষ ঢাকায় আশকোনা হজ ক্যাম্পে পাসপোর্ট জমা দিতে গিয়ে দুর্ব্যবহারের শিকার হন। তারা লম্বা লাইনে দিনভর দাঁড়িয়ে পাসপোর্ট জমা দেন। এর পর এক সপ্তাহ পর ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে আবার নির্দেশনা দেন হজ্জযাত্রীরা আবার নিজের পাসপোর্ট ফেরত নিতে হবে। এবার আবার ঢাকায় এসে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে তা ফেরত নিতে বাধ্য হন। ৩ দিন পর ধর্ম মন্ত্রণালয় পুনরায় নির্দেশনা দেয় পাসপোর্ট ফেরত নেয়ার প্রয়োজন হবে না। পর পর ৩টি স্ববিরোধী নির্দেশনায় হতাশ সাধারণ হজযাত্রীরা।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায় ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং হজ অফিসের একশ্রেণির কর্মকর্তার গোপনে বেসরকারি হজ ব্যবসায় জড়িত থাকার অভিযোগ পুরনো

তারা এ ধরনের হয়রানির কষ্ট প্রকাশের কোন জায়গা নেই বলে অভিযোগ করেন। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায় ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং হজ অফিসের একশ্রেণির কর্মকর্তার গোপনে বেসরকারি হজ ব্যবসায় জড়িত থাকার অভিযোগ পুরনো। এ চক্রটি সম্প্রতি আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ প্যাকেজে অস্বাভাবিক মূল্য ছাড়াও হজযাত্রীদের সরকারি ব্যবস্থাপনার প্রতি অনীহা সৃষ্টির গোপন মিশনে চক্রটি মাঠে নেমেছে বলে অভিযোগ হজযাত্রীদের। হজ শাখার কর্মকর্তাদের রদবদলের দাবি তাদের। এখনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সউদী আরবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীরা আরো বড় ধরনের হয়রানির শিকার হবেন বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয় সূত্র।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham
H M Ashraf Ahmed

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

বাংলাদেশে প্রসূতি মায়ের সেবা বাড়াতে হবে

বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রেই উন্নতি করছে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাতৃমৃত্যু হার কমানো।বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার কমছে, এটা স্বস্তির খবর। অস্বস্তির খবর হলো এখনো আমরা লক্ষ্য থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। গর্ভধারণকালে, প্রসবের সময় এবং প্রসবের ৪২ দিনের মধ্যে মৃত্যু হলে তা মাতৃমৃত্যু হিসেবে চিহ্নিত। মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে কয়েকটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা; যার মধ্যে আছে রক্তপাত, উচ্চ রক্তচাপ, গর্ভধারণের সময় সংক্রমণ, অনিরাপদ গর্ভপাতের কারণে সৃষ্ট জটিলতা এবং এইচআইভি/এইডস ও ম্যালেরিয়ার মতো শারীরিক জটিলতা। ফলে মাতৃমৃত্যুর বিষয়টি দেখতে হবে সামগ্রিকভাবে নারীর স্বাস্থ্যসেবার অংশ হিসেবে।

'মাতৃমৃত্যুর প্রবণতা: ২০০০ থেকে ২০২০ সাল' শীর্ষক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, ইউএনএফপিএ, বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘের যৌথ প্রতিবেদনে মাতৃমৃত্যুর যেসব তথ্য উঠে এসেছে, তা উদ্বেগজনকই বলতে হবে। ওই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলা হয়: ২০ বছরে দেশে মাতৃমৃত্যু ৭২ শতাংশ কমেছে। এরপরও প্রতিদিন সন্তান জন্মদানজনিত জটিলতায় ১০ মায়ের মৃত্যু হচ্ছে।

প্রতিবেদন বলছে, ২০২০ সালের হিসাবে ১ লাখ শিশু জন্ম দিতে গিয়ে ১২৩ মায়ের মৃত্যু হচ্ছে। দুই দশক আগে, অর্থাৎ ২০০০ সালে এ হার ছিল ৪৪১। বছরে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যু ৬ দশমিক ৫ শতাংশ হারে কমছে। এটাই যথেষ্ট নয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতিতে সারা দেশে কাজ করছে। সাধারণভাবে ইউনিয়ন পর্যায়ে মাতৃস্বাস্থ্যসেবার কাজ করে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর। উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে এই সেবাদানের কাজ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

দুই অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলেছেন, মাতৃমৃত্যু কমাতে তিনটি প্রধান বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়: অনিরাপদ গর্ভধারণ পরিহার, নিরাপদ প্রসব ও জরুরি প্রসূতি সেবা। তিনটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ গত ৫০ বছরে বিশেষ উন্নতি করেছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন, মাতৃমৃত্যু কমানোর জন্য তাঁরা বেশ কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন। এর মধ্যে আছে জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম; ডিমান্ড সাইড ফাইন্যান্সিং (ডিএসএফ) মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম, কমিউনিটি স্কিলড বার্থ অ্যাটেনডেন্ট প্রশিক্ষণ, প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ কর্মসূচি; মাঠপর্যায়ে অন্তঃসত্ত্বা মায়েদের রক্তক্ষরণের কারণে মাতৃমৃত্যু রোধ কার্যক্রম; মাসিক নিয়মিতকরণ ও গর্ভপাত-পরবর্তী সমন্বিত সেবা; অবসটেট্রিক্যাল ফিস্টুলা রিপেয়ার কার্যক্রম। একই ধরনের কার্যক্রম পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকেও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

তারপরও এক লাখ শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে দেশে ১৬৫ জন মায়ের মৃত্যু হচ্ছে। এসব মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ প্রসবজনিত রক্তক্ষরণ। প্রতিবছর যত মাতৃমৃত্যু ঘটে, তার ৩১ শতাংশের পেছনে আছে প্রসবজনিত রক্তক্ষরণ। আর ২৪ শতাংশ মৃত্যু হয় খিঁচুনির কারণে। সরকারকে গ্রাম পর্যায়ে প্রসূতি মায়ের নিশ্চয়তা দিতে হবে ডাক্তার ও চিকিৎসা সেবা বাড়াতে হবে। একজন সুস্থ মা একজন সুস্থ শিশু জন্ম দিতে পারে যা ভবিষ্যতে একটি সুস্থ প্রজন্ম উপহার দিবে। আর এজন্যই সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

শাহরিয়ার কবির

বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রামে বাংলা গান

বাঙালির জীবনে গান আবহমান কাল ধরে আনন্দ-বেদনা ও প্রেম-বিরহের পাশাপাশি প্রতিবাদ ও দ্রোহের এক অনুপম অভিব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত। বাংলার শ্রমজীবী মানুষ আজও গানের ভেতর খুঁজে পায় কর্মের প্রেরণা। জমিদার, রাজা, মহারাজা, নবাব ও বাদশাহরা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন শাস্ত্রীয় সংগীতের, সাধারণ মানুষ চর্চা করেছে অন্য গানের, অঞ্চল ও পেশাভেদে একেক জায়গায় তার একেক রকম নাম।

আঠারো ও উনিশ শতকে বাংলাদেশে অনেক কৃষক আন্দোলন হয়েছিল। কখনো তা ছিল জমিদার ও মহাজনের বিরুদ্ধে, কখনো ছিল বেনিয়া ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। সেই সময় আন্দোলনরত কৃষকরা তাঁদের গানে অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁরা গানের ভেতর দিয়ে বন্দনা করেছেন আন্দোলন ও সংগ্রামের নায়কদের এবং এভাবে গান পরিণত হয়েছে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদানে। এসব গান চারণকবি ও গায়কদের কণ্ঠে এক জনপদ থেকে আরেক জনপদে ছড়িয়ে পড়লেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রচয়িতারা নাম গোপন রেখেছেন। কখনো বা রচয়িতার নাম অজ্ঞাত থেকেছে অনবধানতার কারণে। সেই সময় যে কেউ ইচ্ছা করলেই গান বা কবিতা ছেপে প্রকাশ করতে পারতেন না। দু-একটি ক্ষেত্রে নাম জানা যায় রচয়িতা মধ্যযুগের গীতিকবিদের মতো গানের সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করেছিলেন বলে। সুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' গ্রন্থে এ ধরনের গানের কিছু বিবরণ রয়েছে।

উনিশ শতকের কয়েকজন লেখক তাঁদের দেশপ্রেমমূলক নাটক ও উপন্যাসে কিছু গান অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যার ভেতর মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছে। সুকুমার মিত্র তাঁর '১৮৫৭ ও বাংলাদেশ' গ্রন্থে ভারতের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতিফলন উনিশ শতকের গানে কিভাবে ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের লেখা 'নানাসাহেব' উপন্যাসের একটি গানে বলা হচ্ছেড়'শুন সবে এক মনে ভারত সন্তান/দাও প্রাণ চাও যদি ভারতের মান।' তখনকার উপন্যাস ও নাটকে গান গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হতো।

কলের গান আবিষ্কারের আগে এসব গান গীত হতো শিষ্য বা বংশপরম্পরায়। গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রচলন হয়েছে বিশ শতকের শুরুতে। যে কারণে বাংলা স্বদেশি গান বা দেশাত্মবোধক গানের সূচনা অনেকের মতে ১৯০৫ সাল থেকে, যখন বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ ঠাকুরবাড়ির অনেকে গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন এবং গেয়েছেনও। তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন 'চলরে চল সবে ভারত সন্তান', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন 'মিলে সবে ভারত সন্তান' আর রবীন্দ্রনাথের গদ্য, কবিতা ও গান ছিল সংখ্যায় প্রচুর। আমাদের জাতীয় সংগীত, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' তিনি লিখেছেন বঙ্গভঙ্গের বছরেই। ১৯০৫ সালে লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য স্বদেশি গানের ভেতর রয়েছে 'ও আমার দেশের মাটি', 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক', 'সার্থক জনম আমার', 'যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না', 'ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি', 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে', 'বাজে তোমার বাজে বাঁশি', 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' প্রভৃতি।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনায় সংযোজন করেছিল এক নতুন মাত্রা। এর আগে উনিশ শতকের বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্ম। তখনকার অনেক সাময়িকপত্রে কিংবা গ্রন্থে লেখকরা বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু ধর্মকে সমার্থক বিবেচনা করতেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম সচেতনভাবে বাঙালির ধর্মীয় সত্তার চেয়ে ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে বাঙালি জাতীয়তাবাদের মুখ্য উপাদান হিসেবে গণ্য করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিদের ভেতর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল প্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন এবং মুকুন্দ দাস স্বদেশি গানের জোয়ার বইয়ে দিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অবিস্মরণীয় গান 'ধনধান্য পুষ্প ভরা', অতুলপ্রসাদের 'মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা', রজনীকান্তের 'মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই', মুকুন্দ দাসের 'ভয় কি মরণে থাকিতে সন্তানে' প্রভৃতি গানের ভেতর মূর্ত হয়েছে এই শতকের প্রথম তিন দশকের দেশপ্রেমের চেতনা।

কাজী নজরুল ইসলাম দেশাত্মবোধক গানে যুক্ত করলেন আরেক মাত্রা। 'কারার ঐ লোহ কপাট', 'এই শিকল পরা ছল মোদের', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', 'চল চল চল', 'জাগো অনশন বন্দী' প্রভৃতি গানে সেই সময়ের সংগ্রামী চেতনার পাশাপাশি মানবাধিকারের অঙ্গীকার প্রথমবারের মতো সংযোজিত হয়েছে। নজরুল, ডি এল রায় ও রবীন্দ্রনাথের সেই সময়কার দেশাত্মবোধক গান কালের গণ্ডি অতিক্রম করে সমান আবেদন নিয়ে আজও আমাদের উদ্বেলিত করে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় এসব গান রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ডভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

২৫ বছর আগে 'মুক্তিযুদ্ধের গান' নামের দীর্ঘ প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণের সময় বিষয়টি আমি তিন পর্বে ভাগ করেছিলাম। প্রথম পর্বউব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকাল, দ্বিতীয় পর্ব পাকিস্তানের প্রায় ঔপনিবেশিক শাসনকাল এবং তৃতীয় পর্ব মুক্তির কাল (একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ)। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার যে বিকাশ ঘটেছিল ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের কারণে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল তারই যৌক্তিক পরিণতি। এর প্রতীকী প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত নির্বাচনের মাধ্যমে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রবীন্দ্রসংগীতপ্রীতি অজানা কোনো বিষয় নয়। গত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে রাজনৈতিক সম্মেলনের উদ্বোধনে তিনি সংগীতকে প্রেরণার অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করতেন। সংগীতগুরু সন্‌জীদা খাতুন জানিয়েছেন, ১৯৫৬ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আইনসভার সদস্যরা ঢাকার কার্জন হলে মিলিত হয়েছিলেন এক সম্মেলনে। এই আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন শেখ মুজিব। আয়োজকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সন্‌জীদা খাতুন সম্মেলনে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করবেন। যথাসময়ে তিনি যখন গান গাইবার জন্য তৈরি হয়ে মঞ্চে উঠবেন তখন দলের এক তরুণ কর্মী তাঁকে এসে বললেন, শেখ মুজিব আপনাকে অনুরোধ করেছেন 'আমার সোনার বাংলা' গাইবার জন্য। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানিদের জানিয়ে দিতে চান বাংলার প্রতি আমাদের ভালোবাসা কত গভীর। সন্‌জীদা আপা অন্য গানের কথা ভেবেছিলেন। তিনি বললেন, 'সোনার বাংলা' তো অনেক বড় গান। পুরোটা আমার মনেও নেই। তখন সেই তরুণ কোত্থেকে একটা গীতবিতান এনে তাঁকে দিলেন। মঞ্চে উঠে গীতবিতান দেখে সন্‌জীদা আপা 'আমার সোনার বাংলা...' পুরো গানটা গেয়েছিলেন। (লেখকের সঙ্গে কথোপকথন, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যখন স্বাধীন বাঙালি জাতির পিতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় তখন আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় ১০০ বছর ধরে বাংলার লেখক, গায়ক, সাংবাদিক, কবি, শিল্পী ও রাজনীতিবিদরা কিভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত নির্মাণ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি তিনি যে পদ্ধতিতে গ্রহণ করেছিলেন এবং যেভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে, সেই সব ঘটনা পর্যালোচনা করলে মাস্টারদা ও নেতাজির চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের প্রচুর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হবে। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শিক প্রেরণার উৎস খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে বঙ্গভঙ্গের কালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে প্রস্তুতি বঙ্গবন্ধু ষাটের দশকের শুরুতে গ্রহণ করেছিলেন, একাত্তরে তার যৌক্তিক পরিণতি আমরা দেখেছি। সমগ্র পর্বটি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন একই লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছেড়কখনো গণতান্ত্রিক অধিকার, কখনো স্বায়ত্তশাসন, কখনো স্বাধীনতা।

তারেক ও ক্যাথরিন মাসুদ 'মুক্তির গান' নামে যে ছবিটি বানিয়েছেন সেটি প্রধানত মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন চিত্রগ্রাহক লিয়ার লেভিন কর্তৃক ধারণকৃত 'বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'র একটি অংশের কার্যক্রমের ওপর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গানের কী ভূমিকা ছিল, শিল্পীরা কিভাবে গান গেয়ে শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন তার একমাত্র দৃশ্যগ্রাহ্য প্রামাণ্য দলিল এটি। মুক্তিসংগ্রামী শিল্পীদের ভ্রাম্যমাণ দলগুলো ছাড়াও তাঁদের প্রধান কার্যক্রম ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ঘিরে। এখান থেকেই রচিত, সুরারোপিত ও গীত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণাদায়ক গানগুলো। 'মুক্তিযুদ্ধের গান' ছবিতে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগীত বিভাগের পরিচালক সমর দাস বলেছেন, 'শিল্পীদের তখন এতটুকু বিশ্রাম নেওয়ার অবকাশ ছিল না। যাঁরা কখনো গান লেখেননি তাঁরাও গান লিখেছেন।' সমর দাস এবং তাঁর সহযোদ্ধারা সুর দিয়েছেন, গেয়েছেন।

সিলেটে কারাগারে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন ৯৯ জন!

সিলেট অফিস : সিলেটের কেন্দ্রীয় কারাগারে নীরবে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন ৯৯ জন। তারা মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামি। হাইকোর্টে কারা অধিদপ্তরের দাখিল করা এক প্রতিবেদন থেকে তথ্যটি জানা গেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট রেঞ্জের কারা উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মো. ছগির মিয়া।

সোমবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) হাইকোর্টে দাখিলকৃত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মৃত্যুদণ্ডাদেশ মাথায় নিয়ে দেশের বিভিন্ন কারাগারের কনডেম সেলে বন্দী রয়েছেন মোট ২ হাজার ১৬২ জন আসামি।

এর আগে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৩ কয়েদির এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতের এমন একটি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। সেই আদেশের প্রেক্ষিতেই সোমবার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি আহমেদ সোহেলের হাইকোর্ট বেঞ্চে এ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

গত বছরের ১ নভেম্বর পর্যন্ত পাওয়া তালিকার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে এ প্রতিবেদন। এতে উল্লেখ করা হয়- মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের জন্য দেশে সেলের সংখ্যা মোট ২ হাজার ৬৫৭টি। এর মধ্যে পুরুষের জন্য ২ হাজার ৫১২টি। আর নারীদের জন্য ১৪৫টি। মোট ২ হাজার ৬৫৭টি সেলের মধ্যে বন্দী রয়েছে ২ হাজার ১৬২ জন। মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত পুরুষ বন্দীর সংখ্যা ২ হাজার ৯৯ এবং নারী রয়েছে ৬৩ জন। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে সর্বোচ্চ সেল রয়েছে। ১ হাজার ৭৮৪টি সেলের মধ্যে এ বিভাগে মোট বন্দি রয়েছে ১ হাজার ২৯৫ জন। আর সর্বনিম্ন সেল রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগে। ওই বিভাগে ৫৪টি সেলের মধ্যে মোট বন্দি রয়েছে মাত্র ৫ জন। সেখানে কোনো নারী বন্দি নেই।

এদিকে সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার সূত্র জানায়, এখানে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামিদের জন্য ৩০টি সেলে ৯৫ জন বন্দী রয়েছেন। ১টি সেলে ৩ জন করে বন্দী থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে বিভাগের হবিগঞ্জ জেলা কারাগারে কনডেম সেল নেই। যেখানে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামিকে যে সেলে রাখা হয় সেই সেলটিকেই কনডেম সেলের মতো নিরাপত্তাব্যবস্থায় রাখা হয়। হবিগঞ্জ কারাগারে বর্তমানে ৪ জন মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামি রয়েছেন।

অপরদিকে সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলা কারাগারগুলোতে কনডেম সেল থাকলেও মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত কোনো আসামি বর্তমানে নেই।

শাবিতে দুই ছাত্রলীগ কর্মীকে হল থেকে বহিষ্কার

সিলেট অফিস : শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ দলের কর্মীকে হুমকি দিয়ে হল ছাড়া করার অভিযোগে ছাত্রলীগের অন্য দুই কর্মীকে হল থেকে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

একই ঘটনায় জড়িত থাকায় আরেক ছাত্রলীগ কর্মীকে হলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদেরকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বহিষ্কৃতরা হলেন- শাহপরাণ হলের আবাসিক ছাত্র ও নৃবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৬-১৭ সেশনের শিক্ষার্থী সাদ্দাম হোসেন পিয়াস ও সমাজকর্ম বিভাগের ২০১৭ -১৮ সেশনের শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান।

এছাড়া আবাসিক হলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০১৭-১৮ সেশনের শিক্ষার্থী ইফতেখার আহমেদ রানাকে।

এর মধ্যে ইফতেখার রানা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ভর্তি ছাড়াই অবৈধভাবে থাকতেন।

তারা সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুমন মিয়ার অনুসারী বলে ক্যাম্পাসে পরিচিত।

শিক্ষার্থীরা জানান, গত শুক্রবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) রাতে শাহপরাণ হলে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের জেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুমন মিয়ার

অনুসারী ও গণিত বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. দেলোয়ার হোসেনকে হল থেকে বের করে দেয় একই নেতার আরও ১০ থেকে ১৫ জন অনুসারী।

ওই ঘটনায় গত রোববার (২৬ ফেব্রুয়ারি) ভুক্তভোগী ছাত্রলীগ কর্মী দেলোয়ার হলের প্রভোস্টের কাছে লিখিত অভিযোগ দেন।

এতে ভুক্তভোগী উল্লেখ করেন, তিনি শাহপরাণ হলের ২৩৯ নম্বর কক্ষের বৈধ শিক্ষার্থী। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সুমন মিয়ার অনুসারী সাদ্দাম হোসেন পিয়াসের নেতৃত্বে ইফতেখার আহমেদ রানা, আশিকুরসহ প্রায় ১৫ জন মিলে তাকে হুমকি দিয়ে হল থেকে বের করে দেয়।

এরপর তিনি গত সোমবার প্রশাসনের হস্তক্ষেপে হলে উঠেন বলে জানান শাহপরাণ হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান খান।

এছাড়া তিনি জানিয়েছিলেন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর দুই দিনের মধ্যে প্রশাসন থেকে হুমকি দিয়ে হল থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনায় জড়িত তিনজনের বিরুদ্ধে শাস্তির এ সিদ্ধান্ত এল।

এ ব্যাপারে জানতে ছাত্রলীগ নেতা সুমন মিয়াকে কল দিলে রিসিভ করেননি।

সিলেটে অভিনেত্রী সোনিয়া হত্যার নেপথ্যে

সিলেট অফিস : অবশেষে জানা গেলো- সিলেটি নাটকের অভিনেত্রী ও টিকটকার তরুণী সোনিয়া আক্তারকে (২১) কী কারণে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ বলছে- একমাত্র অভিযুক্ত মো. সজিব (২৯) টাকার জন্যই সোনিয়াকে হত্যা করেছে। সোনিয়াকে হত্যা করে তার কাছে টাকা লুটে নেয়। তবে সে টাকা এখনও উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। তারা বলছে- টাকাগুলো কয়েক হাত হয়ে গেছে। উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি দুপুরে সিলেট মহানগরের শেখঘাট খুলিয়াটুলা আবাসিক এলাকার নীলিমা-১৪ নম্বর বাসা থেকে সোনিয়ার গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার শীতলজুড়া গ্রামের বিল্লাল আহমদের মেয়ে ও দক্ষিণ সুরমার নুরজাহান মেমোরিয়াল মহিলা ডিগ্রি কলেজের ছাত্রী। তিনি মা ও সৎ বাবার সঙ্গে ওই বাসার ৪র্থ তলায় থাকতেন। সোনিয়া সিলেটের আঞ্চলিক ভাষার নাটকে অভিনয় এবং মোবাইলভিত্তিক অ্যাপস টিকটক ও লাইকিতে ভিডিও করতেন।

পারিবারিক ও পুলিশ সূত্র জানায়, হত্যাকাণ্ডের আগে সোনিয়াদের বাসায় রাত্রিযাপন করেন তার মামাতো ভাই সজিব। সজিব হবিগঞ্জ জেলার আজমেরীগঞ্জ উপজেলার শরীফনগর গ্রামের মো. নুরুদ্দিনের ছেলে। ১২ ফেব্রুয়ারি সকালে সোনিয়ার সৎ বাবা সেলিম মিয়ার অসুস্থতার কারণে তাকে নিয়ে পরিবারের অন্য সদস্যরা হাসপাতালে চলে যান। পরে দুপুর ১২টার বাসায় ফিরে সোনিয়ার শয়নকক্ষে গিয়ে তার গলাকাটা লাশ বিছানায় পড়ে থাকতে দেখেন পরিবারের সদস্যরা।

প্রথম থেকেই সোনিয়ার পরিবারের দাবি ছিলো- এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সজিব জড়িত। পুলিশের সন্দেহের তিরও ছিলো সজিবের দিকে। ঘটনার পর থেকে সজিব গা ঢাকা দেওয়ায় সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। সোনিয়ার ঘর থেকে নগদ টাকা ও স্বর্ণলঙ্কারও খোয়া গেছে বলে দাবি করেন পরিবারের সদস্যরা।

এদিকে, চাঞ্চল্যকর এ হত্যাকাণ্ডের পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনীর পাশাপাশি র‍্যাবও তদন্ত শুরু করে। এক পর্যায়ে র‍্যাব প্রযুক্তির সহায়তায় সজিবের অবস্থান সনাক্ত করে এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি রাত পৌনে ৯টার দিকে ঢাকার যাত্রাবাড়ি থানাধীন সায়েদাবাদ বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

র‍্যাব জানায়- প্রায়ই সোনিয়াদের বাসায় আসতেন সজিব। খুনের ঘটনার আগে তিনি তার গর্ভবতী স্ত্রীর চিকিৎসার কথা বলে ৭ দিন যাবৎ সোনিয়াদের বাসায় অবস্থান করেছিলেন। ঘটনার আগের দিন (১১ ফেব্রুয়ারি) সোনিয়া চাকরির সন্ধানে সজিবকে নিয়ে বিয়ানীবাজার যান। ঐদিন বিয়ানীবাজার থেকে ফেরার পথে সিলেট শহরের শেখঘাটে সোনিয়ার অসুস্থ খালাকে দেখে তারা রাত ১২টার দিকে বাসায় ফিরেন। ঘটনার দিন সকালে সোনিয়ার সৎ বাবা অসুস্থ হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে নিয়ে যান তাকে। পরে হাসপাতাল হতে সোনিয়ার মা দুপুর ১২ টার দিকে বাসায় ফিরে সোনিয়ার শয়নকক্ষে ঢুকে বিছানায় তার রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। সোনিয়ার মরদেহের গলার বাম পাশে গভীর এবং ডান হাতের কব্জির রগ কাটা পাওয়া যায়। পুলিশ এসময় তল্লাশি করে সোনিয়ার খাটের তোষকের নিচ থেকে ধারালো রক্তমাখা একটি কাঁচি উদ্ধার করে।

এদিকে, গ্রেফতারকৃত সজিবকে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি আদালতে প্রেরণ করে ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ। পরে অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক আব্দুল মোমেন তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। তদন্তসংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, রিমান্ডের প্রথম দিন (১৬ ফেব্রুয়ারি) সজিবকে নিয়ে সোনিয়াদের বাড়িতে যায় পুলিশ এবং তার দেখিয়ে দেওয়া স্থান থেকে বালতিতে রাখা রক্তমাখা জামা উদ্ধার করে। জামায় দুজনেরই রক্ত আছে কি না তা পরীক্ষার জন্য পুলিশ জামা ফরেনসিক ল্যাবে পাঠিয়েছে।

সূত্রটি আরও জানায়, প্রথম দফা রিমান্ডে নেওয়ার পর পুলিশের কাছে সজিব স্বীকারোক্তি দিলেও ১৮ ফেব্রুয়ারি তাকে আদালতে তুললে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী না দেওয়ায় পুলিশের আবেদনের প্রেক্ষিতে আরও দুই দিনের রিমান্ডে দেন আদালত। ১৯ ফেব্রুয়ারি পুলিশ তাকে দ্বিতীয় দফা রিমান্ডে নেয়। রিমান্ড শেষে ২০ ফেব্রুয়ারি আদালতে তোলা হলে 'টাকা নেওয়ার জন্য সোনিয়াকে' হত্যা করা হয়েছে বলে জানায় সজিব। এরপর তাকে কারাগারে প্রেরণ করেন আদালত।

সিলেট কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আলী মাহমুদ সোমবার জানান- টাকার জন্য সোনিয়াকে হত্যা করেছে বলে সজিব স্বীকার করেছে। তবে টাকা হাতবদল হয়ে গেছে, তাই এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে চেষ্টা চলছে।

নবজাতকের জন্ডিস

ডা. জহুরুল হক সাগর

৪ দিন বয়সের আরফার জন্ডিস হয়েছে। ওর হাত-পা-চোখ সব হলুদ। গত ২ দিন ধরে বাচ্চাটা জন্ডিসে ভুগছে। ও ওর বাবা মায়ের দ্বিতীয় সন্তান। ওর বড় ভাইয়েরও জন্মের পর জন্ডিস হয়েছিল। আরফার জন্ম ওর নানুর বাড়িতে, গ্রামে। নরমাল ডেলিভারিতেই ওর জন্ম। ডাক্তারের দেয়া তারিখের দু'দিন আগেই জন্মেছে। ঢাকায় থাকা ওর বাবা ও অন্য আত্মীয়রা এটা নিয়ে খুবই চিন্তিত। এই বাচ্চার জন্ডিস খারাপ কিছু নাত? পরীক্ষার পর দেখা গেল ফিজিওলজিকাল জন্ডিস। কোন চিকিৎসা ছাড়াই ১০ দিনের আগেই তা ভাল হয়ে গেল।

নবজাতকের জন্ডিস কি?

বাচ্চা জন্মের ২৮ দিনের মধ্যে চোখ, চামড়া হলুদ বা সবুজাভ হলুদ হয়ে গেলেই তাকে নবজাতকের জন্ডিস বলা যায়।

নবজাতকের জন্ডিস হওয়ার কারণ কি?

১। প্রথম ১০ দিনের মধ্যে জন্ডিসঃ

ফিজিওলজিকেল (স্বাভাবিক শরীর বৃত্তিয়), মায়ের আর বাচ্চার রক্তের গ্রুপে গরমিল থাকলে, শরীরে কোন ইনফেকশন হলে, অপুষ্ট অবস্থায় শিশু জন্ম নিলে, জন্ম থেকেই রক্ত ভেঙে যাওয়া রোগ শরীরে থাকলে, জন্মগত এনজাইম সমস্যাগত কারণে ইত্যাদি।

২। ১০ দিনের পরও জন্ডিসঃ ২-১টি বাচ্চার মায়ের বুকের দুধ থেকে একধরনের জন্ডিস হয়। এছাড়া ১০ দিনের পর জন্ডিস হলে একটু চিন্তার বিষয়।

তবে উপায়ের কারণগুলো ছাড়াও লিভারে ইনফেকশন, হরমোন ঘাটতি– বিশেষ করে হাইপোথাইরয়েড এবং লিভারের বাইরে পিত্ত প্রবাহ আটকে গেলেও এমনটি হতে পারে। তাই ১০ দিনের পরের জন্ডিসকে অবহেলা করা যাবে না কখনওই।

তাড়াতাড়ি জন্ডিস পরীক্ষা দরকার যাদেরঃ

প্রথম দিন থেকেই জন্ডিস, যে কোন দিন খুব বেশি জন্ডিস, ১০ দিন পর যে কোন জন্ডিস, তাড়াতাড়ি বেড়ে যাচ্ছে যে জন্ডিস, পিত্ত প্রবাহ আটকে যাওয়াজনিত জন্ডিস ইত্যাদি।

মেনে নিতে হবে ফিজিওলজিকেল জন্ডিস– বড়দের মাত্রায় হিসাব করলে সব নবজাতকই অল্পবিস্তর জন্ডিস আক্রান্ত হয়। বড়দের ২ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটারের বেশি হলেই তাকে জন্ডিস আক্ষা দেয়া যায়। আর নবজাতকদের পূর্ণ বয়সি জন্ম হওয়াদের ৬০% এবং অপূর্ণ বয়সে জন্ম হয়ে যাওয়াদের ৮০% স্বাভাবিক এ জন্ডিসে আক্রান্ত হয়। তবে পূর্ণবয়সিদের ১০ দিনের মধ্যেই তা ভাল হয়ে যায়। তবে এই জন্ডিস ৩ থেকে ৫ দিনের পর আর বাড়ে না। অল্প বাড়লে কোনো কোনো চিকিৎসক বাচ্চাদের সকালের সূর্যের আলোতে দেয়ার উপদেশ দেন। আর একটি নির্দিষ্ট মাত্রার উপরে গেলে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধান লাইট দিয়ে ফটোথেরাপি চিকিৎসা দেয়াটাই নিয়ম।

এই জন্ডিসের কোন পরবর্তী প্রতিক্রিয়া জীবনে আর দেখা যায় না। তাই বলা হয় নবজাতকের এই জন্ডিসে ঘাবড়াবেন না।

কোন জন্ডিস মারাত্মক?

রক্ত কণিকা ভেঙে গিয়ে খুব বেশি মাত্রায় জন্ডিস হলে তা খুবই মারাত্মক। তাই গর্ভবতীদের নিজের এবং তার স্বামীর রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে আগেই তা চিকিৎসককে জানিয়ে রাখতে হবে। বিশেষ করে যে মায়েদের রক্তের গ্রুপ নেগেটিভ বা 'ও' গ্রুপের।

১. হরমোন কমজনিত কারণে জন্ডিস হলে। বিশেষ করে থাইরয়েড হরমোন কমে গেলে, জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম নামক রোগ হয়। যা দ্রুত চিকিৎসা না করালে বাচ্চার মস্তিষ্কের বৃদ্ধি না ঘটার কারণে বাচ্চা চিরকালের জন্য স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে পরিবারের বোঝা হয়ে বেঁচে থাকে।

২. মায়ের গর্ভালীন লিভারের প্রদাহ। বিশেষ করে হেপাটাইটিস বি হলে জন্মের সাথে সাথে বাচ্চাকে টিকা দিয়ে রক্ষা করতে হবে।

৩. পিত্ত প্রবাহ আটকে যাওয়া জন্ডিসও খুব দ্রুত অপারেশনের মাধ্যমে আরোগ্য করতে হবে। অন্যথায় লিভার নষ্ট হয়ে দ্রুতই বাচ্চাটা লিভার নষ্ট হয়ে মারা যায়।

৪. অন্যান্য জন্মগত/বংশগত কারণে হওয়া জন্ডিসের চিকিৎসাও দ্রুত শুরু করতে হবে, যদি চিকিৎসা দেয়া সম্ভবপর হয়। যদিও এরকমের জন্ডিস খুব কম দেখা যায়।

জন্ডিসের পরীক্ষা যাদের করাতেই হবেঃ

অপুষ্ট হয়ে জন্ম নিলে, গর্ভসময়ের চেয়েও ছোট ওজনের বাচ্চা, মাথা ছোট হলে গর্ভকালীন ইনফেকশনের লক্ষণ, ফেকাসে বাচ্চা যার রক্ত কণিকা ভেঙে যাচ্ছে/গিয়েছে, চামড়ার নীচে রক্তক্ষরণ, মাথার চামড়া, থলথলে, চামড়ায় নীল/কাল দাগ, নাভীতে ঘা দেখা গেলে, লিভার, প্লিহা বড় হয়ে গেলে, থাইরয়েড হরমোন কম পাওয়া গেলে।

নবজাতকের জন্ডিস প্রতিরোধঃ

মায়ের পুষ্টি, বিশ্রাম, উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হাঁপানী একলাম্পসিয়া ইত্যাদি ঠিক রোগ অপুষ্টি শিশু জন্মদান রোধ করতে হবে।

বাচ্চাকে পরিষ্কার ও শুষ্ক রাখবেন এবং হাত না ধুয়ে বাচ্চাকে কেউ ধরবেন না। অন্তত প্রথম ১ মাস।

বাচ্চাকে শালদুধ দিন এবং শুধুমাত্র বুকের দুধ দিতে থাকুন।

মাকে হেপাইটিস বি -এর টিকা দিন।

মায়ের রক্তের গ্রুপ নেগেটিভ এবং বাবার পজেটিভ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ মত এন্টি-ডি নিন।

মা এন্টিথাইরয়েড ওষুধ খেলে বা হাইপোথাইরয়েড হলে চিকিৎসককে আগেভাগেই তা জানাবেন।

যৌন রোগে মুখের সমস্যা

ডাঃ মোঃ ফারুক হোসেন

সিফিলিস আমাদের দেশে প্রধান যৌন রোগগুলোর অন্যতম। ট্রিপোনিমা প্যালিডাম নামক ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সিফিলিস সংক্রমিত হয়ে থাকে। এ ব্যাকটেরিয়া গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাস ধরণের ব্যাকটেরিয়া। সিফিলিস সংক্রমনের তিনটি ধাপ বা ডিগ্রী রয়েছে। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে মুখের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। সিফিলিসের প্রথম ডিগ্রী সংক্রমনের ক্ষেত্রে সাধারণত ঠোঁট ও জিহ্বায় আলসারযুক্ত নডিউল দেখা যেতে পারে। ঘাড়ের লসিকা গ্রন্থি বা লিম্ফনোডগুলো বড় হয়ে যেতে পারে। সিফিলিসের প্রথম ডিগ্রী সংক্রমণের দুই থেকে চার মাস পর দ্বিতীয় ডিগ্রী সংক্রমণ শুরু হয়। সাধারণত মুখ ও মুখের অভ্যন্তরে তালু এবং জিহ্বায় পঁচনশীল সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। এমনকি পরবর্তীতে তালু পর্যন্ত ছিদ্র হয়ে যেতে পারে।

সিফিলিসের সামনের দাঁতে অনেক সময় অসামঞ্জস্য দেখা যায়। কনজেনিটাল সিফিলিসের ক্ষেত্রে হাছিসন্স ইনছিসর দাঁত দেখা যায়। এ দাঁতের সামনের অংশে ইনছিজাল এজে খাজ কাটা নচ দেখা যায়। মোলার দাঁতের সমস্যা দেখা যেতে পারে যা মুন মোলার নামে পরিচিত। জন্মগত সিফিলিসের ক্ষেত্রে নাক সাধারণত চ্যাপ্টা আকৃতির হয়ে থাকে। কপালের উপরিভাগ অসমতল হয়ে থাকে। তাই সিফিলিস এবং মুখের আলসার রোগ প্রতিরোধে অবৈধ যৌন মিলন থেকে বিরত থাকুন।

মুখগহ্বরের ওরাল মিউকোসাতে আলসারের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবার লালচে দাগ দেখা যেতে পারে। এ ধরণের আলসার বা ঘাঁ কে স্নেইল ট্র্যাক আলসার বলা হয়। সেরোলজিক্যাল পরীক্ষায় এ সময় সিফিলিস পজেটিভ হয়ে থাকে।

সিফিলিসের তৃতীয় ডিগ্রী সংক্রমণ কয়েক বছর পর হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে মুখে বা জিহ্বায় সিফিলিস জণিত আলসার দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করুণ। সাধারণ আলসার থেকে সিফিলিস জণিত আলসারের চিকিৎসা আলাদা হয়ে থাকে। আপনার মুখে সিফিলিস জণিত আলসার দেখা দিলে কোন অবস্থাতেই আপনার শিশুকে বা আপনার প্রিয়জনকে চুমুর মাধ্যমে আদর করতে যাবেন না।

মাইগ্রেন : কারণ ও প্রতিকার

মোঃ হুমায়ুন কবীর

মাইগ্রেন হলে তীব্র মাথাব্যথা হয় যা সাধারনত মাথার একদিকে বা পিছনের দিকে অনুভূত হয়। তবে চোখের চারপাশে হতে পারে। সাধারণভাবে এটিকে আমরা আধকপালি মাথা ব্যথাও বলি।

মেয়েদের মধ্যে এ রোগ বেশি দেখা দেয়, তবে পুরুষেরও হতে পারে। সাধারণত ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সে এ রোগ শুরু হয়। মাইগ্রেন মাথা ব্যথা হলে স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। এটি একদিকে শুরু হয়ে সারা মাথা ছড়িয়ে পড়ে। নারী ও পুরুষের এই অনুপাত ৫:১।

মাইগ্রেন কী?

মাইগ্রেন হলো এক বিশেষ ধরনের অসহণীর মাথাব্যথা। এটি গ্রীক শব্দ 'হেমোক্রেনিয়া' হতে এসেছে যার অর্থ অর্ধ মাথার খুলি বা করোটি। এটি অর্ধ মাথার হয় বলে বিখ্যাত। শুরু হয় অর্ধমাথা এরপরে সারা মাথা ছড়িয়ে পড়ে। এতে মাথায় স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়। মাথার বহিরাবরণে যে ধমনি গুলো আছে, সেগুলো মাথাব্যথার শুরুতে স্ফীত হয়ে যায়। যাদেরা মাইগ্রেন হওয়ার প্রবনতা বেশি তাদের শব্দ, আলো ও গন্ধ সবই অসহ্য লাগে । মাথাব্যথার সাথে বমি বমি ভাব বা বমিও হতে পারে। কখনো কখনো চোখে ঝাপসাও দেখা যায়।

কেন ও কাদের বেশি হয ?

মাথার ভিতরে রক্ত চলাচলের তারতম্যের কারনে মাইগ্রেন মাথা ব্যথা হয়। রক্ত চলাচল কমে গেলে চোখে অন্ধকার দেখায় তারপর হঠাৎ রক্ত চলাচল বেড়ে গেলে প্রচন্ড মাথা ব্যথা অনুভূত হয়। মাইগ্রেন কেন হয় তা এখনো পুরোপুরি জানা যায়নি । অনেক কারণেই মাইগ্রেন হতে পারে। যেমন:

১) বংশগত বা জেনেটিক
২) অস্থিরতা বা দুশ্চিন্তা
৩) পরিবেশের প্রভাব
৪) জন্মনিয়ন্ত্রন ঔষধ ও হরমোন

এছাড়াও আরো কিছু কারণেও হতে পারে। যেমন–

১. মদ্যপান, ধুমপান। ২. পনির। ৩. চকোলেট, কফি। ৪. কোমলপানীয়। ৫. প্রচন্ড শীত, অতিরিক্ত গরম। ৬. কম বা অতিরিক্ত আলোতে কাজ করা। ৭. বেশী সময় কম্পিউটার মনিটর ও টিভির সামনে থাকা। ৮. মাসিকের সময়। ৯. হঠাৎ বিপজ্জনক খবর বা আবেগ প্রবণ হলে। ১০. মোবাইলে কথা বলা বা বেশি কথা বলা। ১১. অতিরিক্ত ভ্রমন, ব্যায়াম।

আবার মাইগ্রেন রোগী কিন্তু পাশাপাশি সাইনাস প্রদাহে ভুগছে বা সর্দি কাশি বা ঠান্ডার ভূগছেন তাদের ব্যথা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবার শীতকালে কুয়াশা পরিবেষ্টিত অবস্থায় মাইগ্রেন মাথা ব্যথা বেড়ে যায়।

প্রকারভেদ ও লক্ষনাবলী ঃ

মাইগ্রেন কে বেশ কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে সাধারণ ক্ল্যাসিক্যাল, ব্যাসিলার আর্টারি, অপথেলমোপ্লেজিক, হেমিপ্লেজিক ও ফেমিওপ্লেজিক মাইগ্রেন ইত্যাদি। এদের মধ্যে কমন ও ক্ল্যাসিক্যাল মাইগ্রেনই বেশী দেখা যায়।

সাধারণ মাইগ্রেন

সাধারণ মাইগ্রেনই বেশী দেখা যায়। এই ব্যথা ৪–৭২ ঘন্টা ব্যাপী হয়। সাধারণ মাইগ্রেণে নিম্নলিখিত লক্ষণাবলী লক্ষণীয় হতে পারে–

১. অর্ধেক মাথায় ব্যথা
২. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া
৩. দপদপ বা চিনচিন করে মাথা ব্যথা।
৪. শব্দ ও আলো ভীতি।
৫. এ ধরণের মাথা ব্যথায় কানের উপরে চাপ দিলে, কপাল টিপলে ও মাথার চুল টানলে আরাম বোধ হয়।

ক্ল্যাসিক্যাল মাইগ্রেন

এটিও বেশী দেখা যায়। প্রথম পর্যায়ে চোখের সামনে আলো ঝলকানী ও চোখ ঝাপসা হতে পারে। হাত, পা ও মুখের চারপাশে ঝিনঝিনে ব্যথা অনুভূতিসহ শরীরের একপাশে দূর্বলতা ও অবশ হতে পারে এরপর প্রচন্ড ভাবে মাথা ব্যথা শুরু হয়। প্রথমে এক পাশ হতে শুরু হয়ে মাথায় সমস্ত অংশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রচুর দপদপে মাথাব্যথা, শরীরে প্রচুর ঘাম হওয়া, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়ার সাথে সাথে শরীর অত্যন্ত দূর্বল করে ফেলে।

কখনো কখনো চোখের দৃষ্টির সমস্যা নিয়ে এ রোগ দেখা দিতে পারে। তখন অবশ্য মাথা ব্যথা নাও থাকতে পারে। লক্ষ করতে হবে দৃষ্টির সময় ১ ঘন্টার বেশী স্থায়ী হলে ধরে নিতে হবে এটি মাইগ্রেন নয় ব্রেইন বা চোখের অন্যান্য সমস্যা হতে পারে।

ব্যাসিলার আর্টারি মাইগ্রেন

এ ধরণের মাথা ব্যথা মাথার পেছন দিক হতে শুরু হয়। এতে মাথাঘোরা ভাবও থাকতে পারে।

অপথেলমোপ্লেজিক মাইগ্রেন

এ ধরণের মাথা ব্যথায় চোখের উপরিভাগ হতে শুরু করে মাথার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ঝাপসা দেখে। আলোর প্রতি তাকাতে পারে না ফলে অন্ধকার ঘরেই থাকতে ভালবাসে।

হেমিপ্লেজিক মাইগ্রেন

এ মাথা ব্যথায় শরীর অবশ হয়ে যায়। এ ধরণের ব্যথা বেশ কয়েকদিন স্থায়ী হয়।

মাইগ্রেনের মাথা ব্যথার পূর্বের লক্ষণাবলী

মাথা ব্যথা শুরু হওয়ার কয়েক ঘন্টা পূর্ব হতে কয়েক দিন পূর্বে ও অবস্থাতে হতে পারে। এ সময় মানসিক ও স্নায়বিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে। এ সময় রোগী খিটখিটে, অতি উৎসাহী, শান্ত ধীরগতি, বিষন্ন, উল্লসিত, ঝিমুনি, অতি সচেতন ভাব হতে পারে। অনেক সময় বমি বমি ভাব বা বমি হতে পারে। এ লক্ষণ গুলি আমরা হয়ত এড়িয়ে চলি। তবে এগুলো শনাক্ত করে অতিদ্রুত চিকিৎসা নেয়া জরুরি।

মাইগ্রেন মাথা ব্যথার পরে লক্ষণাবলী

মাথা ব্যথা শেষ হওয়ায় পর রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত ও দূর্বলতা বোধ করে। ক্ষুধামান্দা ও মনোরোগের সমস্যা হতে পারে।

"নারীবাদঃ ইকোয়ালিটি, একুইটি এবং হ্যাশট্যাগ"

Dr. Zaki Rezwana Anwar FRSA

নারীবাদ প্রসঙ্গটির ওপর খুব ঝাপসা ধারণা রাখা মানুষদের নিয়ে বার বার বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। বিশ শতকের শুরুর দিকে বিখ্যাত নারীবাদী ভার্জিনিয়া ওলফের 'এ রুম অফ ওয়ানস অওন' বইটির সমালোচনা কোরে আমার এক বন্ধু বল্লেন, কোনো নারীর যদি সত্যিকারের প্রতিভা থাকে তাহলে সমাজ ব্যবস্থা যাই হোক না কেন তার প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ঘটবেই - আসল কথা হল নাচতে না জানলে ওঠোন বাঁকা। নাচতে না জানলে ওঠোন বাঁকার অজুহাত কেউ দিতেই পারেন, তবে ওঠোন যে কখনো বাঁকা থাকে না - সেটাও তো ঠিক না।

গত দু'দশকের কত সফল নারীর নাম শোনা যায়, অথচ গত দু'হাজার বছরের ইতিহাসে খুব কম নারীর নামই শোনা যায়। এর দুটো ব্যাখ্যা আছে, আপনি কোনটি গ্রহণ কোরবেন? (এক) জেনেটিক্যালি এখনকার নারীরা বেশী প্রতিভাবান (দুই) প্রাতিষ্ঠানিক নানান পরিবর্তন নারীদের কিছুটা সমসুযোগ কোরে দিয়েছে।

মেয়েরা কেন সেক্সপীআর হতে পারে না এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নারী

যে জন্ম-মাত্রই প্রতিভাহীন নন, বরং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত, আর্থিক সংগতি থেকে বঞ্চিত, এমন কি নিজের একটি কামরা থেকে বঞ্চিত দশাই যে নারীর প্রতিভা আর যোগ্যতার বিচ্ছুরণ ঘটাতে বাধা দেয়, সেটা ভার্জিনিয়া ওলফ খুব পরিস্কারভাবে দেখিয়েছিলেন তাঁর 'এ রুম অফ ওয়ানস অওন' বইটিতে। তবে নারীমুক্তির ব্যাপারে ওলফের প্রথম-দিককার চিন্তা ভাবনা নির্দিষ্ট একটি বলয়ের বাইরে যেতে পারেনি। তাই ১৯১৩ সালে শ্রমজীবী নারীদের মুখে মজুরী বৃদ্ধি এবং কর্মঘন্টা কমাবার দাবীতে বক্তৃতা শুনতে শুনতে অনেকটা সহানুভূতি নিয়ে ভার্জিনিয়া ওলফ ভেবেছিলেন - "যন্ত্রের চাকা চালু রাখা, সন্তানের জন্ম দেওয়া আর একই সঙ্গে সংসারের ঘানি টানা এই অন্য শ্রেণীর নারীদের দাবী-দাওয়া আর সংগ্রামের সাথে তাঁর জীবনের কত পার্থক্য!

পরবর্তীতে আরেকজন নারীবাদী সিমন দ্য ব্যুভুয়া আবিষ্কার করেন যে একজন নিম্নশ্রেণীর কেরাণী মহিলা সম্পত্তির অধিকারী হন না, পছন্দমত জায়গায় বেড়াতে যেতে পারেন না, পড়াশোনা করার অবসর তার নেই, আর এই ব্যবস্থায় শোষিত নারীটির নারীমুক্তি সংগ্রামে নামার সম্ভাবনা থাকে সবার শেষে। তাই নারীর প্রশ্নের তুলনায় বহুক্ষেত্রে শ্রেণীগত প্রশ্নটিই শ্রমজীবী নারীর কাছে অগ্রাধিকার পায়। ঠিক এ কারণেই 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' বইটি লিখতে গিয়ে ব্যুভুয়া সচেতন হন এই শ্রেণী প্রশ্নটিতে । তিনি খেয়াল কোরে দেখেন এই শ্রেণীব্যবস্থায় তিনিও একজন সুবিধাভোগী। তাঁর জীবনে শিক্ষার সুযোগ, তাঁর নিরাপত্তা আর তাঁর শৈল্পিক ভাবনার অবসর তাঁকে দিয়েছে পুরুষের মত দর্শন, শিল্পকলা ও সাহিত্য বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে আলাপের ক্ষমতা। তাঁর মর্যাদার অনুভূতি তাঁকে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই আটকে রেখেছে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর নিজের জীবনের সাফল্য আর অর্জন তাঁকে এই বিরাট ভ্রান্ত বিশ্বাসটি দিয়েছিল যে, যে কোনো নারী চাইলেই যে কোনও কিছু কোরতে পারে।

নারীমুক্তির বাস্তব কোনো অগ্রগতি কি হয় নি তাহলে? নিশ্চয়ই হয়েছে। তবে ইতিহাসের এক অদ্ভুত দায়! আজ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজ যে অধিকারগুলো ভোগ কোরছে, তার অধিকাংশই এসেছে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের ফসল হিসেবে। নারীদের বেলায় কথাটি আরও সত্য। ইউরোপে নারীদের ভোটাধিকার, সম্পত্তির অধিকার এবং নিজ দেহের উপর অধিকারের সংগ্রামের দাবীর নায্যতা প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সামাজিক ভূমিকাই তারা শুধু রাখেন নি, শক্তি সমাবেশের বড় অংশটিও তাদের কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে।

সিমন দ্য ব্যুভুয়া বলেছিলেন, 'নারীবাদ একই সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামকে ধারণ করে কিন্তু শ্রেণীসংগ্রাম নারীবাদকে নিজে থেকে ধারণ করে না। তাই নারীবাদের মধ্যেও শ্রেণী-বৈষম্যের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। ইউরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও 'নারীবাদ' এবং' নারীর অধিকার' - এ দু'টি ধারণা নিয়ে জনপ্রিয় চিন্তায় একটি পার্থক্য এখন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে আসছে। বিলেতের 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকা বলছে,' ফেমিনিজম হ্যাজ ফেইলড দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস। ' এই ব্যর্থতার কারণ হল' নারীবাদ' নারী-পুরুষ সমতা বিষয়ে ডিসপ্রপোরশনেটলি গুরুত্ব দিচ্ছে সমাজের উঁচু তলার নারীদের ভুমিকা রাখার ব্যাপারে। ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক পলিসি রিসার্চ (আই পি পি আর) এক সমীক্ষায় বলছে, বৃটেনে গত পঞ্চাশ বছরে নারী ও পুরুষের বেতনের বৈষম্য ধীরে ধীরে কমে আসছে, তবে দক্ষ ও অদক্ষ পুরুষ কর্মীদের বেতনের মধ্যে যে বৈষম্য, দক্ষ ও অদক্ষ নারী কর্মীদের বেতনের ব্যবধান তার চাইতে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী।

নারীবাদের সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্কটা ব্যুভুয়া যেভাবে বলেছেন তা কিন্তু বাংলাদেশেও দিনে দিনে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে আমরা দুই ধরণের নারীবাদের বৈপরিত্য একই সাথে দেখি। তৈরী পোষাক শিল্পে বাংলাদেশের নারীদের সব চাইতে বড় অংশটি যুক্ত, কিন্তু সেই নারী শ্রমিকরা মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলনে তাদের পাশে কতটুকু পেয়েছিলেন মুখচেনা নারী নেত্রীদের? তাইতো আমরা দেখি বাংলাদেশে ক্ষণে ক্ষণে শ্রমজীবী নারীদের তাৎক্ষণিক আলোড়ন দেখা গেলেও সেভাবে শ্রমজীবী নারীদের শঙ্খধ্বণী বেজে ওঠেনি এখনও।

খুব বিরল ক্ষেত্রে হলেও কখনো কখনো নারীবাদ আত্মীকৃত পুরুষতান্ত্রিক ছদ্মবেশ হতে পারে। ক্ষমতাহীন নারীরাই মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নারীদের ঘরকন্যা সামলে দিয়ে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি, শিল্পকলা আর বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ করে দেন এবং এদেরই স্কন্ধে ভর করে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নারীদের সফলতা ও ক্ষমতাবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত। বহু মধ্যবিত্ত শিক্ষিতা ও উচ্চবিত্ত নারীরা তৈরী পোষাক কারখানাগুলোর উপর বিরক্ত, কারণ সেগুলো গার্হস্থ্য কর্মীদের আগের চাইতে স্বাধীন ও ক্ষমতাবান করেছে। এখানেই আমরা পাব নারীবাদের মাঝে নিখাদ শ্রেণীসংগ্রাম।

সিমন দ্য ব্যুভুয়ার আলোচনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি নারীবাদের ক্ষেত্রে শুধু ইকোয়ালিটি (Equality) নয় একুইটি-র (Equity) বিষয়টিও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আর এটিই হচ্ছে এ বছরের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য। শুধুমাত্র ইকোয়ালিটি দিয়ে সত্যিকার অর্থে নারীমুক্তির আলোচনা অর্থবহ হয় না যদি না তার সঙ্গে আমরা একুইটি-র (Equity) বিষয়টি যোগ না করি। একুইটি (Equity) এবং ইকোয়ালিটি (Equality) দু'টো বিষয় কাছাকাছি হলেও দু'টো বিষয়কে আমরা যেন গুলিয়ে না ফেলি।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে সড়ক, হাটে বাজারে, গণ পরিবহণে

শুধু নিম্নবিত্ত নন মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত নারীরাও দরিদ্র পুরুষদের দ্বারা লাঞ্ছিতা হচ্ছেন কেন? এঁরা তো ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকার কথা ছিল। আসলে কোনো সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের আচরণ অনেকটাই নির্ভর করে সে সমাজে নারীদের প্রতি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী বা পার্সেপশন কি তার উপর। আর এই পার্সেপশনটি তৈরী হয় সেই সমাজে অধিকাংশ নারীর দশা থেকে। বেশীরভাগ নারীই যেখানে সার্বিকভাবে বঞ্চিত, মর্যাদার দিক থেকে হীনতর - এই বিপুল সংখ্যক নিপীড়িত নারীর উপস্থিতিই সমাজে পুরুষদের ভাব মানস তৈরী করে। কাজেই সুযোগ পেলে একজন দরিদ্র পুরুষও যে কোনো নারীকে উৎপীড়ন করার সামাজিক সুযোগের অধিকারী মনে করে। আর যে পুরুষ একটি সূতি কাপড় ছিঁড়তে পারেন ঠিক সেভাবেই তিনি দামী রেশমী কাপড়ও ছিঁড়তে

পারেন।

কাজেই এই চরম সত্যটা যদি ভুলে যাওয়া হয় যে, আপমর নারীদের অবস্থাই সাধারণভাবে নারীর ভাবমূর্তি ও অবস্থান তৈরী করে তাহলে অধিকাংশ নারীর জীবন সম্পর্কে উদাসীন থেকে নিজের মুক্তির চেষ্টার নারীবাদ শুধু যে খন্ডিত তাই নয়, এর একটি ভয়াবহ পরিণতি হল, এতে বিভাজিত অংশটিরও প্রকৃত অর্থে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। পঁচা আবর্জনা রেখে দিয়ে পাশে অট্টালিকাতে বাস করলেও দুর্গন্ধ আর রোগজীবাণু কোনো না কোনো ভাবে আক্রান্ত করবেই।

সমস্যাটা হচ্ছে আমরা পুরুষদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি - পুরুষতান্ত্রিক মনস্তত্ব আর পুরুষতান্ত্রিক অবকাঠামোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি না। বরং কখনও কখনও নারীর একটি অংশ পুরুষতন্ত্রে আত্মীকৃত হয়ে পুরুষদের সুযোগ সুবিধা ভোগ কোরে সম্ভবতঃ নিজের অজান্তেই নারীমুক্তি আন্দোলনকে পিছিয়ে দেয়। এই সত্যটা যদি এখনো আমরা ভেবে না দেখি তাহলে 'মী-টু' বলুন আর 'টাইমস আপ' বলুন আর 'এমব্রেস ইকুইটি' বলুন - সব কিছুই শুধুমাত্র 'হ্যাশট্যাগ'-ই হয়ে থাকবে।

> "সমস্যাটা হচ্ছে আমরা পুরুষদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি পুরুষতান্ত্রিক মনস্তত্ব আর পুরুষতান্ত্রিক অবকাঠামোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি না"

লেখক একজন চিকিৎসক জনপ্রিয় সংবাদ পাঠক ও কলামিস্ট

খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানি আরও পেছাল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নাইকো দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য আগামী ৯ মার্চ দিন ধার্য করেছেন আদালত।

বুধবার কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত ঢাকার ৯ নম্বর (অস্থায়ী) বিশেষ জজ আদালতের বিচারক শেখ হাফিজুর রহমান এদিন ধার্য করেন।

বুধবার খালেদা জিয়ার আইনজীবী সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এ জে মোহাম্মদ আলী শুনানি করেন। মামলার প্রয়োজনীয় নথি না পাওয়ায় শুনানি পেছানোর জন্য সময়ের আবেদন করেন তিনি। আদালত আবেদন গ্রহণ করে আগামী ৯ মার্চ শুনানির জন্য দিন ধার্য করেন। খালেদা জিয়ার আইনজীবী জিয়া উদ্দিন জিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

২০০৭ সালে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে নাইকো দুর্নীতি মামলাটি দায়ের করে দুদক। দুদকের সহকারী পরিচালক

মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম বাদী হয়ে রাজধানীর তেজগাঁও থানায় মামলাটি করেছিলেন। ২০০৮ সালের ৫ মে খালেদা জিয়াসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে দুদক আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়।

বাকিরা হলেন- বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রয়াত মওদুদ আহমদ, সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী প্রয়াত এ কে এম মোশাররফ হোসেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব সি এম ইউছুফ হোসাইন, বাপেক্সের সাবেক মহাব্যবস্থাপক মীর ময়নুল হক, বাপেক্সের সাবেক সচিব মো. শফিউর রহমান, ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুন, ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সেলিম ভূঁইয়া ও নাইকোর দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট কাশেম শরীফ।

দুদকের অভিযোগপত্রে বলা হয়, ২০০১ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে সরকারে থাকাকালে খালেদা জিয়াসহ বেশ কয়েকজন ক্ষমতার অপব্যবহার করে কানাডার কোম্পানিটিকে অবৈধভাবে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের সুবিধা পাইয়ে দেন। অভিযোগপত্রে আসামিদের বিরুদ্ধে প্রায় ১৩ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় আর্থিক ক্ষতির অভিযোগ আনা হয়।

আসামিদের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন আল মামুন বর্তমানে কারাগারে আছেন। নাইকো রিসোর্সেস (বাংলাদেশ) লিমিটেডের সাবেক প্রেসিডেন্ট কাশেম শরীফ পলাতক রয়েছেন। বাকিরা জামিনে আছেন।

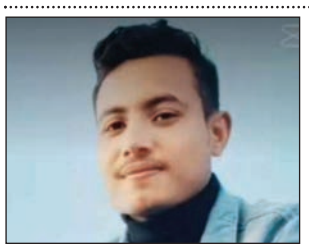

কুয়েতে বাংলাদেশি টিকটকার গ্রেফতার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কুয়েতে ওয়াসিফ শান্ত নামে এক বাংলাদেশি টিকটকারকে গ্রেফতার করেছে স্থানীয় প্রশাসন। স্থানীয় একাধিক গণমাধ্যম আরব টাইম, আল রাই প্রকাশিত সংবাদে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি কুয়েতের জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস আসলে কুয়েতি এবং বিভিন্ন দেশের প্রবাসীদের ছোট ছোট বাচ্চারা রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে পানি পিস্তল,পানি বেলুন ছুড়ে আনন্দ করে থাকে। উদযাপন অনুষ্ঠানে নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশের গাড়িতে পানিভর্তি বেলুন ছুড়ে মারে ভিডিও ধারণ করে সেই ভিডিও টিকটকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে।

ভিডিওটি ভাইরাল হলে স্থানীয় প্রশাসনের নজরে আসে। পরে এই বাংলাদেশি যুবককে গ্রেফতার করা হয়। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানায় স্থানীয় প্রশাসন। এছাড়াও কুয়েতের বিভিন্ন শপিংমল, রাস্তাঘাটসহ জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে অশালীন অঙ্গ-ভঙ্গিতে ভিডিও ধারণ করতে দেখা যায় এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়। যা স্থানীয় আইনে নিষিদ্ধ ও অপরাধ।

আবার অনেক সময় বাংলাদেশি, ভারত, নেপাল ফিলিপাইনি টিকটক গ্রুপের সদস্যরা হোটেলে, পার্কে ডিজে পার্টিসহ বিভিন্ন নামে পার্টির আয়োজন করতে দেখা যায়। কুয়েতের কমিউনিটির নেতার মনে করেন এটা আমাদের জন্মভূমি নয় কর্মভূমি তাই স্থানীয় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত এবং বিদেশে প্রবাসীদের কর্মকাণ্ডে দেশের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয় এমন কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন কমিউনিটি নেতারা।

সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা ও তার ভাইয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাড়ি জব্দের নির্দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা (এসকে সিনহা) ও তার ভাই অনন্ত কুমার সিনহার যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও বাড়ি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় গত

২০১৮ সালের ৫ মার্চ থেকে ২৮ মে পর্যন্ত অনন্ত কুমার সিনহার নিউজার্সির প্যাটারসনে অবস্থিত ভ্যালি ন্যাশনাল ব্যাংকের একটি হিসাবে ৬০ হাজার ডলার জমা হয়।

মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. আছাদুজ্জামান এ নির্দেশ দেন।

দুদকের সহকারী পরিচালক মো. আমিনুল ইসলাম জানান, এসকে সিনহা ও তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় বিদেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও বাড়ি জব্দের আবেদন করা হয়েছিল। আদালত আবেদন মঞ্জুর করে তাদের তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও বাড়ি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

এর আগে গত ২০ ফেব্রুয়ারি এসকে সিনহা ও তার ভাইয়ের যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও বাড়ি জব্দ চেয়ে আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের উপ-পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান। এ আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মোশাররফ হোসেন কাজল। জব্দের আদেশের পর এ আইনজীবী বলেন, আদেশটি কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। এক্ষেত্রে আদেশটি ইংরেজিতে লিখে বিদেশে পাঠানো হবে। সেখানে ইন্টারপোল, এফবিআই বা অন্য কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতা নেয়া হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে তিনতলা বাড়ির সন্ধান পাওয়ায় গত বছরের ৩১ মার্চ এসকে সিনহা ও তার ভাই অনন্ত কুমার সিনহার বিরুদ্ধে মামলা করেন দুদকের উপ-পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান। মামলায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে অভিযোগ আনা হয়।

এজাহারে বলা হয়, ২০১৮ সালের ১২ জুন যুক্তরাষ্ট্রে এসকে সিনহার জন্য তিনতলা একটি বাড়ি কেনেন তার ভাই অনন্ত কুমার। যার দাম দুই লাখ ৮০ হাজার ডলার, ৮৬ টাকা ডলার ধরলে বাংলাদেশি মুদ্রায় যা দাঁড়ায় ২ কোটি ৪০ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

এই বাড়ি কেনার আগে ৩০ বছরের কিস্তিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকে নিজের জন্য ১ লাখ ৮০ হাজার ডলার ব্যাংক ঋণ নিয়ে আরও একটি বাড়ি কিনেছিলেন অনন্ত কুমার সিনহা। পেশায় দন্ত চিকিৎসক অনন্ত প্রথম বাড়িটি কিস্তিতে কিনলেও নিজের ভাইয়ের জন্য নগদ টাকায় বাড়ি কেনেন। ২০১৮ সালের ৫ মার্চ থেকে ২৮ মে পর্যন্ত অনন্ত কুমার সিনহার নিউজার্সির প্যাটারসনে অবস্থিত ভ্যালি ন্যাশনাল ব্যাংকের একটি হিসাবে ৬০ হাজার ডলার জমা হয়। ওই একই হিসাবে অন্য একটি উৎস থেকে একই বছরের ১১ এপ্রিল থেকে ২০ জুন পর্যন্ত ১ লাখ ৯৬ হাজার ৪৫৮ ডলার জমা হয়। এসকে সিনহার বাড়ি কেনার বা বিদেশে অর্থপাচারের বৈধ কোনো উৎসের সন্ধান পায়নি সংস্থাটি।

এর আগে অধুনালুপ্ত ফারমার্স ব্যাংক (বর্তমানে পদ্মা ব্যাংক) থেকে ৪ কোটি টাকা ঋণ জালিয়াতি ও অর্থপাচারের মামলায় আলাদাভাবে এসকে সিনহাকে চার বছর এবং ৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

১০১ টাকা দেনমোহরে বিয়ে!

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দীর্ঘ পাঁচ বছরের প্রতীক্ষার অবসান হলো। পুটুয়াখালীর বাউফলের মো. ইমরান হোসেনের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার নিকি উল ফিয়ার বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে।

বুধবার রাতে সাড়ে ৭টার দিকে ১০১ টাকা দেনমোহরে নিকিকে বিয়ে করেন ইমরান। স্থানীয় মসজিদের ইমাম মাওলানা শহিদুল ইসলাম এই যুগলের বিয়ে পড়ান।

এর আগে দুপুরে সশরীরে উপস্থিত হয়ে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আশিকুর রহমানের সামনে উপস্থিত হয়ে এভিডেভিডের মাধ্যমে বিয়ের সম্মতি দেন নিকি। এরপর আইনজীবীর সহযোগিতায় বিয়ের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করে বাউফলের উদ্দেশ্য রওনা হন।

দুই দেশের ভিন্ন ভাষাভাষীর দুজন মানুষের সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর বিয়ের জন্য ২০১৭ সালে পটুয়াখালীর বাউফলে এসেছিলেন নিকি উল ফিয়া। তখন বিয়ের বয়স না হওয়ায় নিজ দেশ ইন্দোনেশিয়ায় চলে যান তিনি।

পরে গত সোমবার ফ্লাইটে করে বাংলাদেশের শাহজালাল বিমানবন্দরে আসেন ওই তরুণী। ঢাকা থেকে লঞ্চযোগে বুধবার সকালে পটুয়াখালীতে আসেন নিকি।

বাউফলের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে ইমরান ঢাকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। বর্তমানে তার বয়স ২৫ বছর। আর নিকি উল ফিয়ার বয়স ২৩ বছর। নিকি ইন্দোনেশিয়ার সুরাবায়া প্রদেশের জেম্বার এলাকার বাসিন্দা ইউলিয়ানতোর মেয়ে। তার মায়ের নাম শ্রীআনি।

ইমরান হোসেন বলেন, নিকির সঙ্গে আমার সাত বছরের প্রেমের সম্পর্ক। আমরা জজকোর্টে এসে বাংলাদেশি আইনে নিয়ম মেনে বিয়ের সম্মতি দিয়েছে। আমাদের জন্য দোয়া করবেন।

ইন্দোনেশিয়ান তরুণী নিকি উল ফিয়া বলেন, বাংলাদেশ আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। আজকের দিনের জন্য আমি খুব খুশি এবং আমি সারা জীবন বাংলাদেশে থেকে যাব।

ইমরানের মা মোসাম্মাদ বিথী আকতার বলেন, যেহেতু সে অন্য একটি দেশের মেয়ে আমাদের বাংলাদেশে এসেছে। আমার কাছে ভালো লাগছে। আমরা ছোট পরিসরে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিয়ের আয়োজন করেছি।

২ লাখ ২৭ হাজার কোটি টাকার সংশোধিত এডিপি অনুমোদন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চলতি অর্থবছরের সাত মাস পার হলেও উন্নয়ন বাজেটে কাঙ্ক্ষিত গতি নেই। এই সময়ে মন্ত্রণালয়গুলোর উন্নয়নকাজ বাস্তবায়নের হার গত ১২ বছরে সর্বনিম্ন। এখন কাটছাঁট করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপির সাড়ে ১৮ হাজার কোটি টাকা কমানো হয়েছে। এখন ২ লাখ ২৭ হাজার ৫৬৬ কোটি টাকায় নেমেছে সংশোধিত এডিপি।

বুধবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভায় সংশোধিত এডিপি বা আরএডিপি অনুমোদন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সভা শেষে সাংবাদিকদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেন, চলিত অর্থবছরের মূল এডিপির আকার ছিল ২ লাখ ৪৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপির আকার দাঁড়াচ্ছে ২ লাখ ২৭ হাজার ৫৬৬ কোটি ৯ লাখ টাকা। প্রকল্প সাহায্য

অংশ ৯৩ হাজার কোটি টাকা থেকে সাড়ে ১৮ হাজার কোটি টাকা কমে ৭৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা হয়েছে।

তবে দেশীয় অর্থায়নের (জিওবি) অংশ এক লাখ ৫৩ হাজার ৬৬ কোটি টাকাই থাকছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী।

তিনি জানান, এর বাইরে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব অর্থায়নে কিছু প্রকল্প রয়েছে, সেগুলোর অর্থায়ন যোগ করলে এডিপির মোট আকার দাঁড়ায় ২ লাখ ৩৬ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা।

ইমরান খানের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা

পোস্ট ডেস্ক : ইসলামাবাদের একটি সেশন কোর্ট গত মঙ্গলবার তোশাখানা (উপহারের সংগ্রহস্থল) মামলায় অনুপস্থিতির কারণে সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তান তাহরিকে ইনসাফ (পিটিআই) প্রধান ইমরান খানের বিরুদ্ধে অজামিনযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

পিটিআইয়ের চেয়ারম্যানকে তার দোষী সাব্যস্ত করার পরে দু'বার পিছিয়ে যাওয়ার পরে তোশখানা মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। তার আইনজীবী মঙ্গলবার উপস্থিত থেকে ছাড়ের জন্য আদালতকে অনুরোধ করেন এবং আদালত অবকাশের দিকে চলে যায়।

তবে, আদালত শুনানি আবার শুরু করার পর অতিরিক্ত সেশন বিচারক জাফর ইকবাল অনুপস্থিতির কারণে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন এবং ৭ মার্চ পর্যন্ত শুনানি স্থগিত করেন।

ইমরান তখন ইসলামাবাদ হাইকোর্টে যান, যেখানে তিনি আগাম জামিনের আবেদন করেন। মামলাটি বিচারপতি আমের ফারুক শুনবেন।

এর আগে, তিনি সন্ত্রাসবিরোধী আদালত (এটিসি) এবং একটি ব্যাংকিং আদালতে জামিনের আবেদন অনুমোদিত হিসাবে স্বস্তি পেয়েছিলেন। পিটিআই চেয়ারম্যান মঙ্গলবার একাধিক মামলায় আদালতের সামনে হাজির হওয়ার জন্য ইসলামাবাদের বিচারিক কমপ্লেক্সে পৌঁছেন।

এটিসি বিচারক রাজা জাওয়াদ আব্বাস হাসান পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন (ইসিপি) এর পরে যে বিক্ষোভ শুরু হয়, তার বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে একটি মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের জন্য ইমরানের অনুরোধকে অনুমোদন দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, পিটিআই প্রধানের বিরুদ্ধে 'হাস্যকর' সন্ত্রাসের অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি আবেদন ইতোমধ্যে আইএইচসির সামনে মুলতবি রয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীকে হাইকোর্টের সামনে হাজির বলে জানা গেছে এবং গণমাধ্যমগুলি প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

তুরস্কে ৩ লাখ নতুন ভবন নির্মাণের ঘোষণা এরদোগানের

পোস্ট ডেস্ক : গত ৬ ফেব্রুয়ারির ভয়াবহ ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে তুরস্কের ১০ রাজ্যের বহু ভবন। রাজ্যগুলোতে নতুন করে ৩ লাখ ৯ হাজার বাড়ি নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান। এর মধ্যে আদিয়ামান রাজ্যে নির্মিত হবে প্রায় ৫০ হাজার নতুন বাড়ি। এক সংবাদ সম্মেলনে এরদোগান বলেন, ইতোমধ্যে মাটি জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণ শুরু করার জন্য প্রস্তুতি চলছে।

এরদোগান প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, ভবিষ্যৎ দুর্যোগের জন্য শহরগুলোকে প্রস্তুত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে তার সরকার। সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত প্রদেশগুলোর মধ্যে অন্যতম আদিয়ামান সফরে গিয়ে এ প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

এ সময় তুর্কি প্রেসিডেন্ট বলেন, ফল্ট লাইনের কাছাকাছি এলাকায় কিংবা ভূমিকম্পের সময় মাটি তরল হওয়ার ঝুঁকি রয়েছেড় এমন এলাকায় ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হবে না। সেই সঙ্গে পুরনো বসতিগুলোতে বহুতল ভবন (হাইরাইজ বিল্ডিং) নির্মাণের চিন্তাও প্রত্যাখ্যান করেন তিনি।

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত শহরগুলোর কাঠামোগত পরিবর্তন উপেক্ষা করতে পারি না উল্লেখ করে তুর্কি প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের হাজার হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাস রয়েছে। যেখানে আমরা ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে বসবাস করছি। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে এরদোগান বলেন, আপনার শহরকে রক্ষা করুন। কখনই আপনার মাতৃভূমিকে স্থায়ীভাবে পরিত্যাগ করবেন না। যাদের বাড়িঘর ধসে পড়েছে, তাদের জন্য আমরা আরও ভালো, আরও সুন্দর, নিরাপদ ও নতুন বাড়ি সরবরাহ করব।

এ সময় ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি এক বছরের মধ্যে মেরামত করার প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করে তুর্কি নেতা বলেন, গ্রাম ও শহরে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে।

নির্বাচন নিয়ে বাইডেনের পরিকল্পনা জানালেন স্ত্রী

পোস্ট ডেস্ক : ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও জো বাইডেন প্রার্থী হওয়ার পরিকল্পনা করছেন। বয়সের কারণে অনেকেই পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাইডেনের প্রার্থিতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেও স্ত্রী জিল বাইডেনের মনে এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই।

সিএনএন থেকে জিল বাইডেনকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'অবশ্যই, আমি সর্বান্তকরণে এটি (বাইডেন নির্বাচন করবেন) বিশ্বাস করি।'

যদিও বাইডেন এখনও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা দেননি। তিনি এর আগে কয়েকবার বলেছেন, পরবর্তী নির্বাচনের প্রার্থিতা ঘোষণা নিয়ে তিনি কোনও তাড়াহুড়ো করতে চান না। তবে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা রয়েছে।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে বাইডেন এ বিষয়ে তার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন রাজনৈতিক উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা করছেন বলে রয়টার্স জানিয়েছে। তবে কবে নাগাদ তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবেন তা বোঝা যাচ্ছে না।

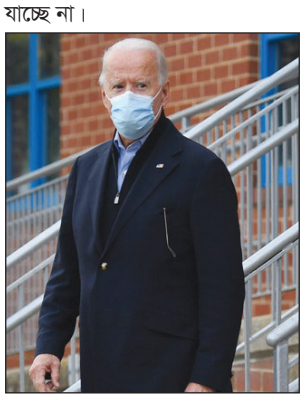

পরবর্তী প্রেসিডন্ট নির্বাচন নিয়ে জনমত জরিপগুলোতেও বাইডেনের বয়স নিয়ে ভোটারদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা গেছে। কারণ, দ্বিতীয় মেয়াদের শেষ দিকে বাইডেনের বয়স ৮৬ বছর হবে। বাইডেনের বয়স এখন ৮০ বছর। তিনিই এখন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট।

মুসলিম নাম বদলের আবেদনে যা বলল ভারতের সুপ্রিমকোর্ট

পোস্ট ডেস্ক : দেশের ইতিহাসবিজড়িত বিভিন্ন জনপদের নাম পরিবর্তন নিয়ে বিজেপি নেতার করা একটি মামলা খারিজ করে দিয়েছেন ভারতের সুপ্রিমকোর্ট।

সোমবার বিচারপতি কে এম জোসেফ ও বিচারপতি এম ভি নাগরত্ন আবেদনকারীকে জানিয়ে দেন যে ভারত এক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

আবেদনকারী বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায়ের উদ্দেশে বিচারপতিরা বলেন, নির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায়কে নিশানা করে সারা দেশকে অগ্নিগর্ভ করে তুলবেন না। অতীত খুঁড়তে যাবেন না। এমন কিছু করবেন না, যা বৈষম্য সৃষ্টি করবে।

ভারতের একাধিক ঐতিহাসিক শহর, নগর, জনপদ ও সড়কের নাম বদলানো শুরু হয়েছে। কেন্দ্রে ও রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ শহরের নাম বদলে 'প্রয়াগরাজ' রাখা হয়েছে। মোগলসরাই জংশনের নাম পাল্টে হয়েছে 'দীনদয়াল উপাধ্যায়'।

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের দুই ঐতিহাসিক শহর ঔরঙ্গাবাদ ও ওসমানাবাদের নাম বদলে যথাক্রমে 'ছত্রপতি শম্ভাজিনগর' ও 'ধারাশিব' করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

এ পরিস্থিতিতে বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি নাম বদল কমিশন গড়ার আবেদন জানিয়ে জনস্বার্থ মামলাটি করেন।

আবেদনে বলা হয়, আক্রমণকারী মোগলদের নামে যা কিছু রয়েছে, তা বদলানো প্রয়োজন। কারণ, বহু জায়গায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে গেছে।

লোধি, গজনি, ঘোরির নামে রাস্তা আছে অথচ পান্ডবদের নামে কোনো রাস্তা নেই। এসব আক্রমণকারীর সঙ্গে ভারতের কোনো সম্পর্ক নেই।

জবাবে বিচারপতিরা বলেন, 'আমাদের দেশে বারবার বিদেশি শক্তি হানা দিয়েছে। এটা সত্যি। কিন্তু সেটাও ইতিহাসের অঙ্গ। সেই ইতিহাস জনপদ, রাস্তা বা সৌধের নাম পাল্টে মুছে ফেলা যায় না।' বিচারপতিদের প্রশ্ন, 'আমাদের দেশে কি আর কোনো সমস্যা নেই?'

বিচারপতি জোসেফ আবেদনকারীকে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের বই পড়ে দেখার পরামর্শ দেন। সেই সঙ্গে জানিয়ে দেন, এ ধরনের উসকানিমূলক মামলায় দেশের সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা হলে শীর্ষ আদালত চুপ করে থাকবেন না।

বিচারপতিরা বলেন, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এ ছাড়া হিন্দু কোনো ধর্মবিশেষ নয়। এটা এক জীবনধারা। এই ধর্মে গোঁড়ামির স্থান নেই। বিচারপতিরা বলেন, দেশের ইতিহাস যেন কোনোভাবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বোঝা না হয়ে ওঠে।

মালিতে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী ইউনিট পরিদর্শনে জাতিসংঘের প্রতিনিধি

পোস্ট ডেস্ক : মালিতে গত ১১ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশ ফর্মড পুলিশ ইউনিট-২ (রোটেশন-৪) পরিদর্শনে আসেন জাতিসংঘ সদরদপ্তরের পিএইটি (পারফরম্যান্স অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ইভলুয়েশন টিম) প্রতিনিধিদল। নিউইয়র্ক সদরদপ্তরের পুলিশ ডিভিশনের চিফ অব সিলেকশন ও রিক্রুটমেন্ট আতা ইয়েনিগুনের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের টিম মালির গুন্দাম ক্যাম্প পরিদর্শনে যান।

ব্যানএফপিইউ ২-এর কমান্ডার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শাহিনুর আলম খান অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করেন। অ্যাডমিন অফিসার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সীমা রানী সরকারের নেতৃত্বে একটি চৌকস নারী দল গার্ড অব অনার প্রদান করে ডেলিগেশন টিমকে ক্যাম্পে স্বাগত জানান।

পরে কনফারেন্স রুমে বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের সার্বিক কার্যক্রম, লজিস্টিকস সক্ষমতা, অপারেশনাল দক্ষতা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সংক্রান্তে একটা পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে মালিতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও মিনুসমা ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষীদের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়।

প্রতিনিধিদল কন্টিনজেন্টের লজিস্টিকস সরঞ্জামাদি, হাসপাতাল, অস্ত্রাগার, যানবাহন, ব্যারাক, কিচেন, মেস, ডাইনিং ও ডিউটি পোস্টসমূহ পরিদর্শন করেন। অতিথিদের সম্মানে একটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। সেখানে তুরস্কে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক সময়ের ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

জাতিসংঘ সদরদপ্তরের ডেলিগেশন টিম বাংলাদেশ শান্তিরক্ষীদের একটা বিশেষ প্রকাশনা 'পিসকিপারস নোট' নামে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। প্রতিনিধিদল মিশনের শতচ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতার মধ্যেও এ রকম একটি ব্যতিক্রমী প্রকাশনা বের করায় অবাক হন। তারা এই প্রকাশনীটি জাতিসংঘ সদরদপ্তরে মডেল হিসেবে পেশ করবেন ও সংরক্ষণ করবেন বলে জানান।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে প্রতিকূল পরিবেশেও অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ শান্তিরক্ষীদের পেশাদারত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি শান্তিরক্ষা মিশনে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও তাদের দক্ষতা ও পেশাদারত্বেরও প্রশংসা করেন।

প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন মালিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের পুলিশপ্রধান পুলিশ কমিশনার জেনারেল বেটিনা প্যাট্রিসিয়া বুগানি, মিনুস্মা হেড কোয়ার্টার্সের এফপিইউ কোঅর্ডিনেটর হাম্মানজাবু স্যামুয়েল, নদিয়া ডিম্বা, তিন্থুক্তো রিজিওয়েনর রিজিওনাল কমান্ডার সানাও দিওফ, জাতিসংঘ সদরদপ্তরের কর্মকর্তা হারিস আহমেদ ও ক্রস্টিনা মারিয়া।

এ ছাড়া আইভরিকোস্ট মিলিটারি কন্টিনজেন্টের কমান্ডার ক্যাপ্টেট কুলিবালি, ইউএনপোল টিম লিডার ক্লিমেন্সসহ অন্যান্য আইপিও, জাতিসংঘের সিভিল সদস্য ও ব্যানএফপিইউ ২-এর কমান্ডিং স্টাফরা সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। অতিথিবৃন্দ মালির গুন্দাম ক্যাম্পে সাহারা মরুভূমির প্রান্তে একটি করে বৃক্ষরোপণ করেন।

বিমানের ভাড়া বৈষম্য

সময় ঘটতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। কমিউনিটির নেতারা প্রতিদিনই এ নিয়ে বিভিন্ন সভা সমাবেশে কড়া বক্তব্য দিয়ে নেতাদের দৃষ্ঠি আকর্ষণ করছেন।

সম্প্রতি বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী লন্ডন সফরে এলে মন্ত্রীর সাথে দেখা করে কমিউনিটির নেতারা বিমানের ভাড়া নৈরাজ্যসহ বিভিন্ন অনিয়ম তুলে ধরে এর প্রতিকার চান। মন্ত্রী সাথে সাথে বিমানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করে এর বিহীত করার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু মন্ত্রীর আদেশ এখনো কার্যকর হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানাগেছে। সূত্রটি জানায়, শুধু বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী নয়; সরকারের উচ্চ পর্যায়ের যে কোন কর্মকর্তা কিংবা মন্ত্রী এলে বিমানের বিষয়টি তাদের সামনে তুলে ধরা হয়। কমিউনিটির শীর্ষ নেতারা এ নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, আমরা আশা নিয়ে নেতাদের কাছে দাবী জানাই। নেতারা আমাদের কথা শুনে সমাধানের আশ্বাস দেন। দেশে গিয়ে আর আমাদের দাবী আলোর মুখ দেখেনি।

গত রোববার পূর্ব লন্ডনের একটি হলে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভায় জড়ো হন সিলেটের শীর্ষ নেতারা। ওই সভায় বিমানের অনিয়ম, দূর্নীতি ও সিলেটিদের সাথে ভাড়া নৈরাজ্যের বিষয়টি উঠে আসে। অনেক প্রবাসী তাদের বিমান ভ্রমনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বাংলাদেশ বিমানকে বয়কট করতে যা যা করণীয় তা করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

এ সময় গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব বলেন, বিমানের সকল কর্মকাণ্ড নিয়ে তিনি অবগত রয়েছেন। সকলকে সাথে নিয়ে তিনি যে কোন ধরণের পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত রয়েছেন।

জালালাবাদ প্রবাসী কল্যাণ সমিতির সভাপতি আশিকুর রহমান বলেন, এ নিয়ে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছেন। বিষয়টি তাঁর নজরেও এনেছেন কিন্তু কোন সুরাহা না হওয়ায় আশিকুর রহমান নিজেই অনেকটা হতাশ বলে জানান। তিনি জানান, এ নিয়ে সকলে মিলে শক্ত অবস্থানে যেতে হবে। প্রয়োজনে বিমান বয়কটসহ কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়ার পক্ষে তিনি মত দিয়েছেন।

বিয়ানীবাজার ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি ও বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা আব্দুল করিম নাজিম বলেন, কে কোন দল করেন সে দিকে না তাকিয়ে প্রবাসীদের ন্যায্য দাবী আদায়ে আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে। শুধু বিমান নয়; যে কোন অনিয়মের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্ছার হয়ে ন্যায্য দাবী আদায় করে নিতে হবে।

এদিকে অপর একটি সূত্র জানায়, কমিউনিটির নেতারা এ নিয়ে ক্যাম্পিং শুরু করেছেন। তাদের এই ক্যাম্পিংয়ে মানুষের স্বত:স্ফূর্ত সমর্থন রয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার সাথে কথা হলে তিনি নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, বিমানের বিষয়টি হাই কমিশনের নজরে এসেছে। তারা সরকারের উচ্চ মহলের নজরে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

অগ্নিঝরা মার্চ শুরু

বহু বছর আগে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ছেষট্টির শিক্ষা আন্দোলন ও উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম তুঙ্গে ওঠে। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকরা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের রায় উপেক্ষা করলে বাঙালি বুঝে নেয়, পরাধীনতার অবসানই একমাত্র সমাধান। স্বাধিকারের দাবি পেরিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির চোখে তখন স্বাধীনতার স্বপ্ন।

একাত্তরের প্রায় পুরো মার্চ মাস দেশ ছিল উত্তাল। নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা দেওয়া ঠেকাতে ১ মার্চ হঠাৎ এক হঠকারী সিদ্ধান্তে পাকিস্তানের তৎকালীন স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে দেশ। অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন আওয়ামী লীগের প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১ মার্চের ঘটনা সম্পর্কে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম তাঁর অনন্য স্মৃতিকথা 'একাত্তরের দিনগুলি'তে লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দুপুর ১টার সময় রেডিওতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে শহরের সব জায়গায় হৈচৈ পড়ে গেছে। লোকেরা দলে দলে অফিস-আদালত ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা বন্ধ হয়ে গেছে।'

জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ২ মার্চ ঢাকা শহরে, ৩ মার্চ সারা পূর্ববাংলায় হরতাল পালন এবং ৭ই মার্চ রাজধানীর রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভার ঘোষণা দেন। পল্টনে সমাবেশ করেন ছাত্রলীগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদড়ডাকসুর নেতারা। প্রতিবাদ মিছিল, সভা-সমাবেশ হয় দেশজুড়েই। ঢাকার রেসকোর্সে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের সমাবেশে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এভাবে সেই ভাষণেই তিনি পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে নামতে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান।

অগ্নিঝরা মার্চকে স্মরণ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গত মঙ্গলবার রাত ১২টা ১ মিনিটে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত শিখা চিরন্তনে মোমবাতি প্রজ্বালন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নতুন বাজেট

বিনির্মানে সহায়তাকারী ক্ষেত্রগুলোতে বিনিয়োগের বিভিন্ন পরিকল্পনা সমেত নতুন অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট কাউন্সিলের পূর্ণাঙ্গ মিটিংয়ে অনুমোদিত হয়েছে।

১ মার্চ বুধবার হোয়াইটচ্যাপেলে নতুন টাউন হলের চেম্বারে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ পূর্ণ কাউন্সিল সভায় ২০২৩/২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত কাউন্সিলের নতুন বাজেট অনুমোদন পায়।

নতুন বাজেটে পরবর্তী অর্থবছরের জন্য কাউন্সিল ট্যাক্সে টাওয়ার হ্যামলেটসের অংশ ফ্রিজ বা স্থগিত করা এবং বয়স্ক ও দুর্বল বাসিন্দাদের জন্য প্রদত্ত সার্ভিস সমূহের তহবিল ২.৫ মিলিয়ন পাউন্ডে উন্নীত করতে অ্যাডাল্ট সোশ্যাল কেয়ার প্রেসেপ্ট ২% নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে বিনামূল্যে হোম কেয়ার প্রদানের জন্য ২.৫ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ প্যাকেজ থেকে বারার অনেক বয়স্ক এবং দুর্বল বাসিন্দা অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা পাবেন।

উচ্চাভিলাষী এই বাজেট সম্পর্কে মন্তব্য কালে নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেছেন, "আমরা আমাদের প্রথম বাজেট পেশ করতে পেরে গর্বিত যা কাউন্সিলের সার্ভিসগুলোতে বিনিয়োগ করার এবং চলমান কঠিন সময়ে আমাদের বাসিন্দাদের সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। আমরা কাউন্সিল ট্যাক্স বাড়াচ্ছি না এবং লন্ডনের সবচেয়ে কম হারের কাউন্সিল ট্যাক্স রয়েছে এমন বারার মধ্যে একটি হওয়ার ধারা আমরা অব্যাহত রেখেছি। আমরা আমাদের সবচেয়ে দুর্বল ও অসহায় বাসিন্দাদের সহায়তা দিচ্ছি এবং আমাদের তরুণদের আরও ভাল জীবনের সুযোগ পেতে সহায়তা করছি।

মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "আমাদের ২০২৩/২৪ অর্থবছরের বাজেটে আবশ্যিক খাতগুলোতেই ব্যয় করা হয়েছে। যেমন, প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি স্কুলের জন্য সার্বজনীন ফ্রি স্কুলের খাবার এবং টাওয়ার হ্যামলেটস হোমস লেজার সেন্টার পরিচালনার মত সার্ভিসগুলোকে সরাসরি কাউন্সিলের অধীনে ফিরিয়ে আনার মত প্রকল্পগুলোতে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, "আমরা বছরে কমপক্ষে ১০০০টি নতুন সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি তৈরি করার এবং ৪ দশমিক ৪ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করে আরো পুলিশ ও এনফোর্সমেন্ট অফিসার নিয়োগের মাধ্যমে টাওয়ার হ্যামলেটসকে একটি নিরাপদ স্থান তৈরি করার জন্য আমাদের অগ্রাধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

মেয়র বলেন, 'এই বাজেটের মূল অর্থনৈতিক দর্শন' হিসেবে "সঞ্চয়ের জন্য বিনিয়োগ" অর্থাৎ সার্ভিসগুলোতে এখনই বিনিয়োগ করা যাতে করে এগুলোর প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হয় এবং দীর্ঘ মেয়াদে অর্থ সাশ্রয় করা যায়। এটাই হচ্ছে সংকোচন নীতির উপযুক্ত বিকল্প।

মেয়র বলেন, আগের প্রশাসন বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসে আর্থিক কর্তন অর্থাৎ বাজেট কাট করে বাসিন্দাদের জীবনযাত্রাকে কঠিন করে তোলার মাধ্যমে কাউন্সিলের কোষাগারে লাখ লাখ পাউন্ড জমা করেছিলো। এর বিপরীতে আমাদের এই বাজেট হচ্ছে গুণমুখি, যেখানে আমাদের অনেক প্রতিশ্রুতির যথার্থ প্রতিফলন ঘটানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে।

বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির মধ্যে রয়েছে বারার তরুণদের জন্য ১৬ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ, যার মধ্যে রয়েছে ইংল্যান্ডের প্রথম স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্কুলের শিশুদের জন্য সর্বজনীন বিনামূল্যে স্কুলে খাবার সরবরাহ করতে ৫.৭ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ। এছাড়া শিক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় বার্সারি পুনঃপ্রবর্তনের জন্য ১.১ মিলিয়ন পাউন্ড সহ আরো বেশি ইয়ুথ সার্ভিস প্রদান করা।

বাজেটের অন্যান্য দিকগুলির মধ্যে রয়েছে, আবর্জনা অপসারণে বৈদ্যুতিক বর্জ্য যানবাহন ব্যবহার, বিদ্যুৎচালিত গাড়ির জন্য পর্যাপ্ত চার্জিং পয়েন্ট স্থাপন, কম কার্বন জ্বালানী সহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সহায়তার জন্য ৭ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ এবং স্বেচ্ছাসেবী ও কমিউনিটি সেক্টরের জন্য চলমান সহায়তা হিসেবে ১ দশমিক ২৫ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ। দেশের সবচেয়ে উদার কাউন্সিল কর হ্রাসকারী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল তার ট্যাক্স রিডাকশন স্কিম অব্যাহত রাখবে। এই স্কিমের আওতায় বারার নিম্ন-আয়ের পরিবারগুলির জন্য ১০০ শতাংশ পর্যন্ত কর হ্রাস পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

বিনিয়োগ এবং মূল নীতি

বাজেট পরিকল্পনা এবং সম্পর্কিত মূল নীতিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

- বছরে ১০০০ টি নতুন সাশ্রয়ী বাড়ি এবং উন্নত অগ্নি নিরাপত্তা এবং মেরামত
- তরুণদের জন্য ১৬ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ, যার মধ্যে রয়েছেঃ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে স্কুল খাবার সরবরাহের জন্য ৫.৭ মিলিয়ন পাউন্ড, ইয়ুথ সার্ভিসগুলোকে রূপান্তর করতে ৮.৫ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ, এডুকেশন মেইনটেনেন্স এলাউন্স (ইএমএ) এবং ইউনিভার্সিটি বার্সারি পুনরায় চালু করতে ১.১ মিলিয়ন পাউন্ড, বিশেষ শিক্ষাগত এবং অতিরিক্ত চাহিদা যুক্ত শিশুদের (এসইএনডি বা সেন্ড) জন্য ৭৩০ হাজার পাউন্ড;
- দুর্বল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বিনামূল্যে হোম কেয়ার সমর্থন করতে ২.৫ মিলিয়ন পাউন্ড
- অপরাধ ও সমাজবিরোধী আচরণ জনিত কার্যকলাপ মোকাবেলায় নতুন পুলিশ অফিসার এবং এনফোর্সমেন্ট অফিসার নিয়োগ করতে ৪.৪ মিলিয়ন পাউন্ড
- কমিউনিটি লেঙ্গুয়েজ অর্থাৎ এখানে বসবাসকারী বিভিন্ন কমিউনিটির ভাষার প্রসারে ৮০০ হাজার পাউন্ড বিনিয়োগ
- বৈদ্যুতিক বর্জ্য যানবাহন, ইভি চার্জিং পয়েন্ট এবং কম কার্বন জ্বালানী সহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য ৭ মিলিয়ন পাউন্ড
- জীবনযাত্রার ব্যয় সহায়তার চলমান কর্মসূচির পাশাপাশি দারিদ্র্য মোকাবেলা কর্মসূচির জন্য অতিরিক্ত ৭০০ হাজার পাউন্ড
- লেজার সার্ভিসগুলো সরাসরি কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনতে ২৭৫ হাজার পাউন্ড বিনিয়োগ
- ভলান্টারি এবং কমিউনিটি সেক্টরের জন্য চলমান সহায়তা খাতে ১.২৫ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ
- রেসিডেন্টস হাবগুলিতে উন্নত গ্রাহক পরিষেবার জন্য ১.১ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ
- ওয়াটনি মার্কেট আইডিয়া স্টোর পুনরায় সম্পূর্ণ রূপে খোলার জন্য ৪৮৭ হাজার পাউন্ড বিনিয়োগ

তিন বছরে সঞ্চয়:

ফ্রন্টলাইন সার্ভিসগুলিতে এই উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে আমাদেরকে আগামী তিন বছরে প্রায় ৩৭ মিলিয়ন পাউন্ড সাশ্রয় করতে হবে। যদিও এটি চ্যালেঞ্জিং হবে, তবে এটি কাউন্সিলের জন্য অস্বাভাবিক নয়। গত চার বছরে লন্ডনের বারাগুলো সম্মিলিতভাবে ১ দশমিক ৩ মিলিয়ন পাউন্ড সাশ্রয় করেছে।

কাউন্সিলের রিসোর্সেস এন্ড কস্ট অব লিভিং বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর সাইদ আহমেদ বলেছেন, "আমরা দেখতে পাচ্ছি সম্পূর্ণ ব্যয়বহুল কর্মসূচি সরবরাহ করার দিকে আমাদের ভিশন পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা আমাদের কাউন্সিলের ফোকাস পরিবর্তন করছি এবং এটি করার জন্য বিনামূল্যে স্কুলের খাবার এবং টাওয়ার হ্যামলেটস হোমস এবং লেজার সেন্টারগুলিকে সরাসরি কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনার মতো পদক্ষেপগুলিতে বিনিয়োগ করতে হবে।

তিনি বলেন, "কিছু কিছু ক্ষেত্রে সঞ্চয় করে অন্যগুলিতে বিনিয়োগ করার জন্য আমাদেরকে অগ্রাধিকার পূণঃনির্ধারণ ও পুনর্গঠন করতে হবে। আমরা সাবধানতা ও বিচক্ষণতার সাথে কাউন্সিল প্রদত্ত সকল সার্ভিস পর্যালোচনা করে এবং যেকোনো অদক্ষতা এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে এই সাশ্রয় নিশ্চিত করবো।

তিনি আরো বলেন, "আমরা সঞ্চয় করার জন্যও অনেক ক্ষেত্রে সঞ্চয় বিনিয়োগ করছি। তাই আগামী বছরগুলিতে পাবলিক পার্সের উপর চাপ কম থাকবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমরা তরুণদের সম্ভাবনার বিকাশে যে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করছি তা আগামীতে তাদের জন্য সুযোগের উন্নতি নিশ্চিত করবে এবং এর মাধ্যমে তারা বঞ্চনা থেকে মুক্তির সুযোগ পাবে।"

'লেটস টক টাওয়ার হ্যামলেটস' এর মাধ্যমে আমরা শুনছি:

কাউন্সিল তার লেটস টক টাওয়ার হ্যামলেটস এনগেজমেন্ট হাব ঃ talk.towerhamlets.gov.uk/budget-conversations নামের ওয়েবসাইট স্থাপন করেছে যাতে বাসিন্দারা এবং যারা এই বারাতে কাজ করে এবং পড়াশোনা করে তারা তাদের অভিমত জানাতে পারেন এবং ভবিষ্যতের বাজেট গঠনে সহায়তা করতে পারেন।

রোহিঙ্গাদের মানবিক সাহায্য কমাচ্ছে

সংস্থাগুলো নতুন করে সহায়তার আবেদন জানাতে পারে। এ ছাড়াও রোহিঙ্গা শিবিরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিসহ নানা ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

রোহিঙ্গাদের খাদ্য সহায়তা বাবদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি পরিবারে প্রত্যেককে ১২ ডলার করে সহায়তা দিচ্ছিল। বুধবার থেকে এই সহায়তার পরিমাণ ১০ ডলারে নামিয়ে এনেছে। জাতিসংঘ খাদ্য সংস্থা ডব্লিউএফপি বুধবার থেকে একই সঙ্গে খাদ্য সহায়তা কাটছাঁট করেছে। মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। এমনিতেই রোহিঙ্গারা ক্যাম্পের বাইরে কাজ করছে। এখন সাহায্য কমে যাওয়ায় ক্যাম্পের বাইরে আসার প্রবণতা আরও বাড়বে।

যুক্তরাজ্যে টমেটোর বাজারে আগুন

বলেছে, তারা টমেটো, মরিচ, শসা, লেটুস, সালাদ ব্যাগ, ব্রকলি ও ফুলকপি কেনার ক্ষেত্রে একটি অস্থায়ী তিন প্যাকের সীমা চালু করেছে। অর্থাৎ কোনো গ্রাহক এগুলো যেকোনো তিনটি আইটেম ক্রয় করতে পারবেন। তিনি আরও বলেন, দেশের অন্যান্য সুপার মার্কেটের মতো আমরাও দক্ষিণ স্পেন ও উত্তর আফ্রিকা থেকে আসা কিছু সবজি সরবরাহের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। আসদার প্রতিদ্বন্দ্বী মরিসনও বুধবার থেকে টমেটো, শসা, লেটুস ও মরিচের ক্ষেত্রে গ্রাহকপ্রতি যেকোনো দুটি আইটেম কেনার শর্ত আরোপ করেছে।

ব্রিটিশ রিটেইল কনসোর্টিয়াম, যারা বাজারের প্রধান সুপার মার্কেট টেসকো ও সেইনসবুরিসহ সব প্রধান সুপার মার্কেটগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে, জানিয়েছে পণ্য সরবরাহের সমস্যাগুলো শিল্পজুড়ে ছিল। তাদের মতে, দক্ষিণ ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার বৈরী আবহাওয়া বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন ব্যাহত করেছে। যা আমদানিতে প্রভাব ফেলেছে এবং এটি কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হতে পারে।

যুক্তরাজ্যের বিআরসির খাদ্য ও স্থায়িত্বের পরিচালক এন্ড্রু অপি বলেছেন, দেশটির সুপার মার্কেটগুলো সরবরাহ জনিত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে এবং গ্রাহকদের পর্যাপ্ত পণ্যপ্রাপ্তি সুবিধা নিশ্চিত করতে যথেষ্ট সক্ষম।

ব্যবসায়ীরা বলেছেন, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ খরচের জন্য যুক্তরাজ্য ও নেদারল্যান্ডসের গ্রিনহাউজগুলোতে শীতকালে কম উৎপাদনের কারণে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে এগিয়েছে। স্থানীয় আরেক সুপার মার্কেট ওয়েটরোসের নির্বাহী পরিচালক জেমস বেইলি বলেছেন, স্পেনে তুষারপাত ও শিলাবৃষ্টি এবং গত সপ্তাহে উত্তর আফ্রিকায় শিলাবৃষ্টির কারণে ফসলের একটি বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পল ক্রেন, লন্ডনের বিখ্যাত বরো মার্কেটের একজন ব্যবসায়ী। দক্ষিণ লন্ডনের বাজারে ৩৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছেন। গার্ডিয়ানকে বলেন, তার শিল্পটি গত ২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে। এই সংকটটি গত ছয় বা সাত সপ্তাহ ধরে হয়েছে। এমনকি সুপারশপগুলোতে প্রায় সব ধরনের সবজির দামও বেড়েছে।

কৃষকরা বলেছেন, গত সপ্তাহে ফল ও সবজিসহ সালাদ আইটেমগুলোর কম সরবরাহের জন্য জলবায়ু সংকট, বিদ্যুতের দাম এবং ব্রেক্সিটসহ বেশ কয়েকটি কারণ জড়িত। যদিও খারাপ আবহাওয়া মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

একজন ব্যবসায়ী জানান, সাধারণত তিনি বছরে ১০ লাখ কেজির মতো শসা উৎপাদন করেন। কিন্তু গত সপ্তাহে তার কাচের ঘরগুলো খালি ছিল। বলেছেন, মাসে পাঁচ লাখ পাউন্ড পর্যন্ত শীতকালীন বিদ্যুৎ বিল এড়াতে এই বছর মার্চ পর্যন্ত তার ফসল ফলাতে বিলম্ব করেছেন। চলতি বছরে তার উৎপাদন অর্ধেকে কমার আশঙ্কা করছেন তিনি। ব্রিটিশ টমেটো গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন গত সপ্তাহে বলেছে যে, তার অনেক সদস্য উচ্চ গরমের বিল এড়াতে তাদের ফসলের মৌসুম দুই বা তিন সপ্তাহ বিলম্বিত করেছে। এপ্রিলের পর থেকে টমেটো সংকট কেটে যাবে।

চ্যানেল এস'র ফাউন্ডার মাহি ফেরদাউস

গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুমার সালাতুল জানাজা বুধবার বাংলাদেশ সময় আছরের নামাজের পর পাহাড় বর্ষিজুড়া ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজার নামাজে পরিবার, আত্মীয় স্বজনছাড়াও বিভিন্ন শ্রেনী ও পেশার বিপুল সংখ্যক লোকজন অংশগ্রহণ করেন । জানাজা শেষে মরহুমাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। মরহুমা ছায়া খানম ওয়েস্ট লন্ডনের মেইডা ভেইল(সধরফধ ধষব) এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি মৌলভীবাজার সদর, ৭নং চাঁদনীঘাট ইউনিয়নের পূর্ব পাহাড় বর্ষিজোড়া গ্রামে। চ্যানেল এসের ফাউন্ডার মাহী ফেরদৌস জলিল পরিবারের পক্ষ থেকে মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে সবাইকে দোয়া করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

ছায়া খানমের মৃত্যুতে চ্যানেল এস পরিবার গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে। এছাড়া বাংলা পোস্ট পরিবারছাড়াও কমিউনিটির বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

সিলেট কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ভাড়ার

সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠার পর বিনামূল্যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে আসছে।

সাম্প্রতিক সময়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কর্তৃক সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার অর্থের বিনিময়ে বরাদ্ধ দেওয়ার বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়েছে।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে শহিদ মিনার বরাদ্ধ দেওয়ার চিন্তা উদ্ভট, রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সংকুচিত করার স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচায়ক ও শহীদ মিনারের চেতনা পরিপন্থী।

তারা আরও বলেন, মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য নির্মিত কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের সাথে রয়েছে এ অঞ্চলের গণতান্ত্রিক-অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের গভীর সম্পর্ক।

গণতান্ত্রিক-অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মসূচি চর্চা ও বিকাশের অনন্য প্রতিষ্ঠান সিলেট কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার মানুষের গভীর আবেগ ও শ্রদ্ধার প্রতীক।

নেতৃবৃন্দ সিলেট কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার সিসিক মেয়র কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে বরাদ্ধ দেওয়ার চক্রান্ত প্রতিহতের জন্য সিলেটের সব গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন, শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের প্রতি আহ্বান জানান।

বিবৃতি দাতারা হচ্ছেন, বাম গণতান্ত্রিক জোট সিলেট জেলা শাখার সমন্বয়ক ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সভাপতি সিরাজ আহমদ, সিপিবি জেলা সভাপতি সৈয়দ ফরহাদ হোসেন, বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা আহ্বসঢ়;বায়ক উজ্জ্বল রায়, বাসদ জেলা আহ্বাবায়ক আবু জাফর, সিপিবি জেলা সাধারণ সম্পাদক খায়রুল হাসান, বাসদ জেলা সদস্য সচিব প্রণব জ্যোতি পাল, বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা সদস্য এডভোকেট হুমায়ুন রশীদ শোয়েব, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সদস্য ডা. হরিধন দাশ।

দেশের এক ইঞ্চি জমিও ফেলে রাখা

ওপরেও জোর দিয়েছেন।

'শেখ হাসিনা সাধারণ মানুষকে সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন সরকারি কাঠামো, প্রতিষ্ঠান এবং সুবিধাসমূহ পুরোমাত্রায় চালু করতে কি পরিমান জনবল প্রয়োজন তার তালিকা তৈরি করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন'-উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে বিভিন্ন দক্ষতা-উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন।

'অর্ডার অব ব্রিটিশ এম্পায়ার' পেলেন

রাখায় তাকে এই সম্মান দেয়া হয়েছে। ২০২২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়।

আলিউর রহমান 'লন্ডন টি এক্সচেঞ্জের' প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি বলেন, রাজা তৃতীয় চার্লসের কাছ থেকে 'অর্ডার অব ব্রিটিশ এম্পায়ার' পেয়ে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি আমার চারপাশে অনেকের কাছে ঋণী যারা আমাকে বছরের পর বছর ধরে সমর্থন দিয়ে এসেছেন। আমার পরিবার এবং আপনারা যারা আমার পাশে ছিলেন, আপনাদের উৎসাহ, বন্ধুত্ব এবং সমর্থনের জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।

তার শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমার মনে আছে বড় হওয়া কতটা কঠিন ছিল এবং এ কারণে আমি প্যাচওয়ার্ক ফাউন্ডেশন, ক্যাপিটাল কিডস ক্রিকেট এবং বৃটিশ বাংলাদেশ ফ্যাশন কাউন্সিল সহ অনেক দাতব্য সংস্থার মাধ্যমে তরুণদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। তিনি আরও বলেন, চা শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন পেতে সাহায্য করার জন্য আমি যে প্রচার চালিয়েছি তা আপনাদের অনেকেই জানেন। চা শিল্পে ১২০ মিলিয়নেরও বেশি লোক কাজ করে যাদের অধিকাংশই নারী। আমি আমার সম্মান তাদেরকে উৎসর্গ করতে চাই।

তারা বিশ্বের সবচেয়ে কঠোর পরিশ্রমী মানুষ অথচ এখনো দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে।

তার ভবিষ্যৎ কাজের রূপরেখা নিয়ে তিনি বলেন, এটা আমাদের প্রজন্মের ওপর নির্ভর করে যারা মানুষের দুর্দশার কথা তুলে ধরতে পারে। আমি আশা করি, আপনারা সবাই এই ন্যায্য বেতনের প্রচারে এবং বিশ্বব্যাপী একটি ন্যায্য সমাজ গড়তে আমার সঙ্গে যোগ দেবেন। তিনি নেলসন ম্যান্ডেলাকে উদ্ধৃত করে বলেন, যতদিন আমাদের পৃথিবীতে দারিদ্র্য, অবিচার এবং বৈষম্য থাকবে, আমরা কেউই বিশ্রাম নিতে পারব না।

শেখ আলিউর রহমান একসময় একটি নেতৃস্থানীয় বিনিয়োগ কোম্পানিতে কাজ করতেন। তারই অংশ হিসেবে তাকে ইউরোপ, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ায় ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করতে হয়েছে। এই ভ্রমণের সময়েই চায়ের প্রতি আকৃষ্ট হন তিনি। এরপর ২০০৩ সালে তিনি লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিশ্বের কিছু দুর্লভ চা সংগ্রহে ব্যাপক সময় বিনিয়োগ করেন। আজ লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ বিশ্বের বিরল এবং প্রিমিয়াম চায়ের বৃহত্তম সংগ্রহগুলির মধ্যে একটি। সারা বিশ্ব থেকে চা অনুরাগী এবং সংগ্রাহকদের মধ্যে এটি বিখ্যাত।বৃটেনে জন্মগ্রহণকারী আলিউর রহমানের পিতা-মাতা বাংলাদেশের সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার উত্তর ধর্মদা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি বিবাহিত এবং তার একটি ছেলে ও দু'টি মেয়ে আছে। তিনি বর্তমানে তার পরিবারের সঙ্গে লন্ডন বরো অব টাওয়ার হ্যামলেটে বসবাস করছেন।

ফেব্রুয়ারিতে দেশে পৌছাল ১৫৬ কোটি

১৫৬ কোটি ১২ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। সে হিসাবে আলোচ্য মাসে প্রতিদিন আসে প্রায় ৫ কোটি ৫৮ লাখ ডলার বা প্রায় ৫৯৬ কোটি টাকার বেশি। আগের মাস জানুয়ারিতে রেমিট্যান্স আসে ১৯৫ কোটি ৮৮ লাখ ডলার। সে হিসাবে জানুয়ারির তুলনায় ফেব্রুয়ারি মাসে ৩৯ কোটি ৭৬ লাখ ডলার কম এসেছে। তবে গত বছরের একই মাসের চেয়ে ৬ কোটি ৬৮ লাখ ডলার বেশি এসেছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৪৯ কোটি ৪৪ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ২৭ কোটি ৫৭ লাখ ১০ হাজার ডলার। বিশেষায়িত দুই ব্যাংকের মধ্যে এক ব্যাংকের মাধ্যমে ৩ কোটি ৮৮ লাখ ৬০ হাজার ডলার, বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে ১২৪ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছে।

পাশাপাশি বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৬ কোটি ১৮ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। আলোচিত সময়ে সাত ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি। এসব ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রীয় বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (বিডিবিএল), বিশেষায়িত রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বা রাকাব, বেসরকারি খাতের বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড, কমিউনিটি ব্যাংক লিমিটেড, বিদেশি হাবিব ব্যাংক লিমিটেড, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান এবং স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলছেন, ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স বাড়াতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একই সঙ্গে হুন্ডি বা অন্য কোনো অবৈধ পথে রেমিট্যান্স না পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা বিএফআইইউ। তবে আগামীতে দু'টি বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা রয়েছে। এ কারণে রেমিট্যান্স বেশি পরিমাণ আসবে।

অন্যদিকে ডলার সংকট কাটাতে রিজার্ভ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের আট মাসে (জুলাই-জানুয়ারি) প্রায় ৯৮০ কোটি ডলারের বেশি বিক্রি করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। দেশের ইতিহাসে পুরো অর্থবছরেও রিজার্ভ থেকে এত পরিমাণ ডলার বিক্রি হয়নি। মূলত জরুরি আমদানির দায় মেটাতে রিজার্ভ থেকে এসব ডলার বিক্রি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

ভূমিকম্পের জন্য সমকামীদের দায়ী

ঘোষণা করেন যে, সমকামীরা কখনও ইহুদি হতে পারে না। তবে তার এমন অবস্থানের কারণে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে রাব্বি আমারকে। ইসরাইলের জনপ্রিয় চ্যানেল ১৩ নিউজের এংকর ওরি কুয়াল ওই ইহুদি ধর্মগুরুকে আক্রমণ করে বলেন, তার এমন অন্ধকার মতাদর্শের জন্য লজ্জিত হওয়া উচিৎ।

একই সঙ্গে ইসরাইলের মত একটি 'পশ্চিমা, গণতান্ত্রিক এবং উদারপন্থী' দেশে এমন রক্ষণশীল ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় বেতন দেয়া বন্ধ করে দিতে হবে বলেও দাবি তোলেন তিনি।

দেশের বিমানবন্দর কর্মীদের জন্য

নেবেন। বিমানবন্দরে যাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি ও যাত্রীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার নিশ্চিত করতে এ কোর্স চালু করেছে বেবিচক।

বেবিচকের আয়োজনে ১ মার্চ হতে বিমানবন্দরে কর্মরত বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থার সদস্যদের জন্য প্যাসেঞ্জার সার্ভিস ও ফ্যাসিলিটেশন ইন সিভিল এভিয়েশন কোর্সের প্রবর্তন করা হয়। সিভিল এভিয়েশন একাডেমির সম্মেলন কক্ষে দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ কোর্সের উদ্বোধন করেন বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মফিদুর রহমান।

কোর্সটিতে প্রথম ধাপে শাহজালাল বিমানবন্দরে কর্মরত কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, এপিবিএন, বিমানবন্দর স্বাস্থ্য, জাতীয় গোয়েন্দা নিরাপত্তা সংস্থা, এভসেক, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সসহ বিদেশি বিমান সংস্থার মোট ৩০ জনকর্মকর্তা অংশগ্রহণ করবেন। এই কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের গর্বের প্রতীক হিসেবে "সম্মানিত যাত্রী সর্বাগ্রে" শিরোনাম সম্বলিত একটি মেডেল এবং সনদ প্রদান করা হবে।

বিমানবন্দরে কর্মরত সকল সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি, যাত্রী সাধারণের আকাশ পথে নির্বিঘ্ন ও স্বাচ্ছন্দ্য ভ্রমণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সিভিল এভিয়েশন একাডেমির পরিচালক প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তী।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম বলেন, আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান সংস্থা তথা আইকাও প্রণীত মানদণ্ড অনুসারে বেবিচকের পৃষ্ঠপোষকতায় অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে এই কোর্সটি সম্পাদিত হলে বিমানবন্দরের যাত্রী সেবায় আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বেবিচকের চেয়ারম্যান বলেন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এবং বিমানবন্দরগুলোর দীর্ঘদিনের যাত্রী হয়রানি প্রতিকারকল্পে এই কোর্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশের সকল বিমানবন্দরে কর্মরত প্রতিটি সংস্থার সদস্যদের জন্য এই কোর্স পরিচালনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বেবিচক অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিমানবন্দরগুলোর যাত্রী সাধারণের যাত্রা নিরাপদ, আনন্দময় ও আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করার জন্য এই কোর্স ক্রমান্বয়ে পরিচালনা করে যাবে।

১২'ই মার্চ থেকে লন্ডনে শুরু হচ্ছে

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের আহ্বায়ক মহিবুর রহমান মুহিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আবুল কালাম আজাদ ছোটন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তিন দিন ব্যাপী উৎসবের প্রথম দিন ১২ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে পূর্ব লন্ডনের ইস্পেশন ভেনুতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ঐ দিন অনুষ্ঠান থাকবে সবার জন্য উন্মুক্ত।

১৩ মার্চ লন্ডনের মেরিয়েট হোটেলে নিবন্ধনকারী অতিথিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে নৈশভোজ ভোজ ও আলোচনা সভা।

১৪ মার্চ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে শুধুমাত্র যুক্তরাজ্যের বাইরে থেকে আসা অতিথিবৃন্দ ও ব্রিটিশ এমপিদের নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ।

মত বিনিময় সভায় উপস্থিত সবাই অনুষ্ঠান সফল করতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মারুফ আহমেদ চৌধুরী, এম এ মুনিম এমবিই, আব্দুল আহাদ চৌধুরী, কাউন্সিলার শেরওয়ান চৌধুরী, আব্দুল করিম নাজিম, মুহিব উদ্দিন চৌধুরী, শামীম আহমেদ, অলি উদ্দিন শামীম, আশিকুর রহমান আশিক, সৈয়দ হাসান আহমেদ, জাহাঙ্গীর খান, আব্দুল ওদুধ দীপকমহ আরো অনেকে।

দেশে ফের ৫ শতাংশ বাড়ল বিদ্যুতের

প্রসঙ্গত, বিইআরসি গত বছরের ২১ নভেম্বর বিদ্যুতের পাইকারি দাম বাড়ায়। তখন ইউনিটপ্রতি ৫.১৭ টাকা থেকে এক লাফে গড়ে ১৯.৯২ শতাংশ বাড়িয়ে ৬.২০ টাকা দাম নির্ধারণ করেছিল।

জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম মঙ্গলবার বলেন, এই দাম বৃদ্ধির ফলে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশেষ করে নিম্নআয়ের মানুষের সক্ষমতা আরও কমবে। তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্তের ফলে সরকারের ভর্তুকি হয়তো কিছুটা কমতে পারে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচ বাড়বে।

এছাড়া বাড়বে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন খরচ। ফলে মূল্যস্ফীতি আরও বাড়বে। মির্জ্জা আজিজ বলেন, এতে আরেকটি সমস্যা হবে। পণ্যের উৎপাদন খরচ যতটা বাড়বে, ব্যবসায়ীরা দাম তার চেয়ে আরও বেশি বাড়িয়ে দেবে। এমনিতেই ক্ষুদ্র আয়ের মানুষ বিপদে রয়েছে। নতুন সিদ্ধান্তে আরও বিপদে পড়বে।

মির্জ্জা আজিজ মনে করেন, বিদ্যুতের দাম না বাড়িয়ে বিকল্প পদক্ষেপ নেওয়া যেত। সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করা এবং দুর্নীতি কমালে দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হতো না। সেটি না করে জনগণের ওপর দায় চাপানো হয়েছে।

এদিকে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত বাস্তবায়নে সরকার একের পর এক পণ্য ও সেবার মূল্য বাড়িয়ে যাচ্ছে। আগে দাম বাড়ানোর এই প্রক্রিয়া থেকে হতদরিদ্র ও কৃষি-সেচকে বাদ রাখা হতো।

এখন সেখানেও হানা দিচ্ছে সরকার। সাত মাসে ৮ বার বাড়ানো হয়েছে গ্যাস, বিদ্যুৎ, তেল ও সারের দাম। এর প্রভাবে সব ধরনের পণ্য ও সেবার দাম বেড়ে যাচ্ছে। এতে একদিকে মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত রয়েছে।

টাকার মান কমে গিয়ে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে মানুষের জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে গিয়ে মান কমে যাচ্ছে। ব্যয় ভারে সংকুচিত হয়ে পড়ছে মানুষের জীবন। একই সঙ্গে সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের চাপের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, আবাসিক গ্রাহকদের মধ্যে শূন্য থেকে ৫০ ইউনিট ব্যবহারকারী লাইফলাইন গ্রাহকদের বিদ্যুতের দাম ইউনিটপ্রতি ৪ টাকা ১৪ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৪ টাকা ৩৫। শূন্য থেকে ৭৫ ইউনিট ব্যবহারকারীর বিদ্যুতের দাম ৪ টাকা ৬২ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৪ টাকা ৮৫ পয়সা এবং ৭৬ থেকে ২০০ ইউনিট ব্যবহারকারীদের ৬ টাকা ৩১ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৬ টাকা ৬৩ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সেই সঙ্গে ২০১ থেকে ৩০০ ইউনিট ব্যবহারকারীদের ৬ টাকা ৬২ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৬ টাকা ৯৫ পয়সা, ৩০১ থেকে ৪০০ ইউনিটের জন্য ৬ টাকা ৯৯ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৭ টাকা ৩৪ পয়সা, ৪০১ থেকে ৬০০ ইউনিটের জন্য ১০ টাকা ৯৬ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১১ টাকা ৫১ পয়সা এবং ৬০০ ইউনিটের ওপর বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী আবাসিক গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল ১২ টাকা ৬৩ পয়সা থেকে বেড়ে ১৩ টাকা ২৬ পয়সা করা হয়েছে।

আবাসিক গ্রাহক ছাড়াও বেড়েছে সব ধরনের বিদ্যুতের দাম। এর মধ্যে কৃষি, ধর্মীয়, দাতব্য, হাসপাতাল, রাস্তার বাতি, পানির পাম্প, ক্ষুদ্র শিল্প, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনের বিদ্যুতের দাম বেড়েছে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্পের গ্রাহকরা এখন থেকে ইউনিটপ্রতি ৪.৮২ টাকা হারে বিল দিতে হবে। আগে এই হার ছিল ৪ টাকা ৪৯ পয়সা। ক্ষুদ্র শিল্পে ৯.৪১ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৯.৮৮ টাকা।

শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতালে ৬.৬৪ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৬.৯৭ টাকা। রাস্তার বাতি ও পানির পাম্প ব্যবহারকারী গ্রাহকদের জন্য ৮.৪৯ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৮.৯১ টাকা।

নির্মাণ শিল্পে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত গ্রাহকদের জন্য বিদ্যুৎ বিল ১৩.২৩ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১৩.৮৯ টাকা। ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহকদের জন্য বিদ্যুতের দাম ৮.৮২ টাকা থেকে বাড়িয়ে (ফ্ল্যাট) ৮.৮৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে পিক আওয়ারে এই বিল দিতে হবে ১১.০৬ টাকা হারে। সুপার অফ-পিকে যারা ব্যবহার করবে তাদের জন্য এই রেট ৭.০৮ টাকা। বাণিজ্যিক অফিসে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহকদের জন্য ১১.৩৬ (ফ্ল্যাট) টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১১.৯৩ টাকা।

এর আগে চলতি বছরের ১২ জানুয়ারি যে ৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল তখন শূন্য থেকে ৫০ ইউনিট পর্যন্ত ব্যবহৃত গ্রাহকরা ইউনিটপ্রতি বিদ্যুতের দাম পরিশোধ করতেন ৩.৯৪ টাকা।

এছাড়া শূন্য থেকে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত ৪.৪০ টাকা। ৭৬ থেকে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত ছিল ৬.০১ টাকা। ২০১ থেকে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত ৬.৩০ টাকা। ৩০১ থেকে ৪০০ ইউনিট পর্যন্ত ৬.৬৬ টাকা।

৪০১ থেকে ৬০০ ইউনিট পর্যন্ত ১০.৪৪ টাকা। ৬০০ ইউনিটের উর্ধ্বে ব্যবহৃত গ্রাহকদের জন্য রেট ছিল ১২.০৩ টাকা। এছাড়া কৃষি ৪.৩৭ টাকা, ক্ষুদ্র শিল্পে ৮.৯৬ টাকা, নির্মাণ শিল্পে ১২.৬০ টাকা। বাণিজ্যিক ও অফিস ১০.৮২ টাকা ও শিল্পে ৮.৮৯ টাকা ছিল ইউনিটপ্রতি।

ইস্ট লন্ডন মসজিদ পরিদর্শনে আপসানা

লন্ডন মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পাশাপাশি হেলথ, যুব সমাজের উন্নয়ন, পাবারিক সমস্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে যে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালিত হয়, আমরা হয়তো তা দুর থেকে দেখিনা। একজন পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে মসজিদ পরিদর্শনে এসে বেশ অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম ।

তিনি গত ২৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সন্ধ্যায় লন্ডন মুসলিম সেন্টারের বোর্ড রুমে মসজিদ কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আয়োজিত এই মতবিনিময় সভায় কথাগুলো বলেন । ব্রিটেনের বাংলাদেশী কমিউনিটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে ধারাবাহিক নেটওয়ার্কিং কর্মসূচির অংশ হিসেবে মসজিদের পক্ষ থেকে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

আপসানা বেগম বলেন, কমিউনিটিতে সহাবস্থান বজায় রাখতে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি মসজিদের কার্যক্রমে তাঁর সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মতবিনিময়কালে ইস্ট লন্ডন মসজিদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মসজিদের ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আইয়ুব খান, ফাইন্যান্স এন্ড এনগেইজমেন্ট ডাইরেক্টর দেলওয়ার খান ও মারিয়াম সেন্টারের ম্যানেজার সুফিয়া আলম।

দেলওয়ার খান ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইতিহাস ও বহুমুখী কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন । তিনি বলেন, ইস্ট লন্ডন মসজিদের কার্যক্রম শুধু নামাজ পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । নামাজের পাশাপাশি বহুমূখী সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে । তিনি বলেন, একজন মানুষের জীবনে যে ধর্মীয় সেবাগুলো প্রয়োজন তার অধিকাংশই ইস্ট লন্ডন মসজিদ প্রদান করে থাকে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান আইয়ুব খান বলেন, স্থানীয় এমপিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বজায় রাখাটা খুবই জরুরী । এখানে কী ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়- তা তাঁদের জানা থাকা প্রয়োজন । শুধু এমপিই নয়, বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথেও আমরা সময় সময় মতবিনিময় করে থাকি । আমরা জানাতে চাই, আমাদের এখানে কী ধরনের কাজ হয়। যাতে আমরা সকলের সহযোগিতা পাই । ইস্ট লন্ডন মসজিদে কমিউনিটির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাদের স্থানীয় এমপিগন নিয়মিত যোগ দেন। এটা যেন অব্যাহত থাকে।

এর আগে আপসানা বেগম এমপি মসজিদে এসে পৌঁছলে মসজিদের কর্মকর্তারা তাঁকে স্বাগত জানান এবং নন-মুসলমি ভিজিং সেন্টারসহ বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখান । নৈশভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে । মসজিদের পক্ষ থেকে আপসানা বেগম এমপি ও তাঁর কর্মকর্তা গাবরিয়ালা সিলভাকে এলএমসিতে উৎপাদিত মধুর বয়াম উপহার দেয়া হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইতালিতে সাগরে ৬৪ অভিবাসীর মৃত্যু

মানুষ বহন করা হচ্ছিল। ফলে রোববার ঝড়ের কবলে পড়ে তা ডুবে যায়। উদ্ধারকর্মীরা টুইটারে বলেছেন, তারা ২৮টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন। তীব্র স্রোতে তিনটি মৃতদেহ ভেসে যেতে দেখেছেন তারা।

এদিকে ৬৪ অভিবাসীর মৃত্যুর ঘটনায় মানবপাচারকারী সন্দেহে অন্তত তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে তুরস্কের একজন ও পাকিস্তানের দুইজন নাগরিক রয়েছেন। মঙ্গলবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

কাঠের নৌকায় প্রায় ২০০ জন অভিবাসী ছিলেন। এদের বেশিরভাগ আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সোমালিয়া, সিরিয়া, ইরাক ও ইরানের নাগরিক ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ব্রিটেন-ইইউ সম্পর্কে নতুন অধ্যায়

বলেন, এটা ছিল একটি ইমার্জেন্সি মেকানিজম। ইউরোপিয়ান কোর্ট অব জাস্টিস একক বাজার ইস্যুতে তার চূড়ান্ত কথা জানাবে। ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন সবুজ লেন বা তাদের জন্য বান্ধব পথ সৃষ্টি করবে এই চুক্তি। ব্রিটেন এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের মধ্যে সব বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা বাতিল হবে। এই চুক্তি উত্তর আয়ারল্যান্ডের জন্য নতুন করে ভ্যাট নির্ধারণ অনুমোদন করবে ওয়েস্টমিনস্টারকে। চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে ব্রিটেনের প্রধান বিরোধী দল লেবার পার্টি, এর নেতা কিয়ের স্টর্মার।

মুক্তির রজনী শবেবরাত

মাওলানা এসএম আনওয়ারুল করীম

শবেবরাত অর্থ মুক্তির রজনী। আরবি শাবান মাসের মধ্য রজনীকে শবেবরাত বলা হয়। হাদিসের পরিভাষায় এ রাতকে বলা হয় 'লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান।' এ রাতে ইবাদত-বন্দেগি করা নির্ভরযোগ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তাই সাহাবি-তাবেয়ীনের যুগ থেকে অদ্যাবধি এ রাতে বিশেষভাবে নফল ইবাদত ধারাবাহিকতার সাথে চলে আসছে। অনেকে বলে থাকে যে, শবেবরাতের কোনো শরয়ি কোনো ভিত্তি নেই। এমনও বলা হচ্ছে যে, এ রাতে ইবাদত করা বিদয়াত। তাদের দাবিমতে, শবেবরাত সহিহ কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। মূলত এমন ধারণা ইসলামের সুপ্রমাণিত বিষয়গুলোকেই জনসাধারণের মাঝে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে।

মূলত শবেবরাত সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আর শবেবরাতকে বিদয়াত ধারণা করাটা হাদিস সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, জেনেশুনে নবিজি (সা.)-এর প্রমাণিত কোনো ইবাদতকে বিদয়াত বা অপ্রমাণিত দাবি করাটা প্রকারান্তরে রাসুল (সা.)-এর হাদিস অস্বীকারেরই নামান্তর। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে এমন ব্যক্তি মারাত্মক অপরাধে অপরাধী। নিম্নে শবেবরাত সম্পর্কে কয়েকটি সহিহ হাদিস উল্লেখ করা হলো–

হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যখন শাবান মাসের অর্ধেকের রজনী আসে [শবে বরাত] তখন তোমরা রাতে নামাজ পড়, আর দিনের বেলা রোজা রাখ। নিশ্চয় আল্লাহ এ রাতে সূর্য ডোবার সাথে সাথে পৃথিবীর আসমানে এসে বলেন, কোনো গোনাহ ক্ষমাপ্রার্থী আছ কি আমার কাছে? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। কোনো রিজিকপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে রিজিক দিব। কোনো বিপদগ্রস্ত মুক্তি পেতে চায় কি? আমি তাকে বিপদমুক্ত করে দিব। আছে কি এমন, আছে কি তেমন? এমন বলতে থাকেন ফজর পর্যন্ত। [সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৩৮৮; বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান, হাদিস নং ৩৮২২]

আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এক রাতে রাসুল (সা.)-কে না পেয়ে খুঁজতে বের হলাম। খুঁজতে খুঁজতে জান্নাতুল বাকীতে (মদিনার কবরস্থান) গিয়ে আমি তাঁকে দেখতে পাই। তিনি বললেন, কী ব্যাপার আয়েশা! তুমি যে তালাশে বের হলে? তোমার কি মনে হয় আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল তোমার ওপর কোনো অবিচার করবেন? জবাবে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আমার ধারণা হয়েছিল আপনি অন্য কোনো বিবির ঘরে গিয়েছেন। রাসুল (সা.) তখন বললেন, যখন শাবান মাসের পনেরোতম রাত আসে অর্থাৎ যখন শবে বরাত হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা এ রাতে প্রথম আসমানে নেমে আসেন। তারপর বনু কালব গোত্রের বকরির পশমের চেয়ে বেশি সংখ্যক বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন। [সুনানুত তিরমিজি, হাদিস নং ৭৩৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২৬০২৮; মুসনাদে আব্দ বিন হুমাইদ, হাদিস নং ১৫০৯]

হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, অর্ধ শাবানের রাতে (শবে বরাতে) আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমস্ত মাখলুকের প্রতি মনোযোগ আরোপ করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ছাড়া সকলকে ক্ষমা করে দেন। [সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৫৬৬৫; মুসনাদুল বাজ্জার, হাদিস নং ২৭৫৪; মুসনাদে ইসহাক বিন রাহওয়াই, হাদিস নং ১৭০২; আল মুজামুল আওসাত, হাদিস নং ৬৭৭৬; আল মুজামুল কাবীর, হাদিস নং ২১৫; সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৩৯০; মুসনাদুশ শামীন, হাদিস নং ২০৩, মুসন্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদিস নং ৩০৪৭৯; শুয়াবুল ঈমান, হাদিস নং ৬২০৪]

এবার ভিন্ন যুক্তিতে শবেবরাতের প্রমাণ উপস্থাপন করব। ইমাম শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী (র) তার সিলসিলাতুস সাহিহাহর ৩য় খ-র ১৩৫নং পৃষ্ঠায় শবেবরাতের হাদিস প্রসঙ্গে বলেন– 'এই হাদিসটি সহিহ।' এটি সাহাবিগণের এক জামাত বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন সূত্রে। যার একটি অন্যটিকে শক্তিশালী করেছে। তাদের মাঝে রয়েছেন– মুয়াজ বিন জাবাল (রা.), আবু সা'লাবা (রা.), আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.), আবু মুসা আশয়ারী (রা.), আবু হোরায়রা (রা.), আবু বকর সিদ্দীক (রা.), আউফ বিন মালিক (রা.), আয়েশা (রা.) প্রমুখ সাহাবিগণ।

উপরে বর্ণিত সবক'টি বর্ণনাকারীর হাদিস শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী (র) তার কিতাবে আনার মাধ্যমে সুদীর্ঘ আলোচনার পর তিনি বলেন, "সারকথা হলো, নিশ্চয় এ হাদিসটি এ সকল সূত্র পরম্পরা দ্বারা সহিহ। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়া সহিহ হওয়া এর থেকে কম সংখ্যক বর্ণনার দ্বারাও প্রমাণিত হয়ে যায়। যতক্ষণ না মারাত্মক কোনো দুর্বলতামুক্ত থাকে। যেমন এই হাদিসটি হয়েছে।"আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে পৃথিবীতে প্রেরণের শত বছর আগে তাদের রিজিক নির্ধারণ করে রাখলেও প্রতি বছর প্রতিটি মানুষের জীবনে যা' ঘটবে, তা' নির্ধারণ করা হয় পবিত্র শবেবরাতে। এ রাতে আল্লাহর রহমতের ফল্গুধারা উন্মুক্ত থাকে বান্দাহর জন্য। তাঁর অবারিত করুণা পুণ্যবান মানুষের ওপর সিঞ্চিত হয়। এমনকি কথিত আছে যে, এ রজনীতে আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতাগণ ইবাদতকারী বান্দাহর সাথে অতিপ্রাকৃতভাবে কোলাকুলি ও মোসাফাহা করেন। আরবি শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে 'লাইলাতুল বারাআত' কিংবা শবেবরাত বলে। 'শব' কিংবা 'লাইলা' শব্দের অর্থ রাত। আর 'বারাআত' অর্থ হচ্ছে মুক্তি। বাংলায় 'বরাত' শব্দটির অর্থ বিমুক্তি, সম্পর্কচ্ছিন্নতা, মুক্ত হওয়া, নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া ইত্যাদি। ফার্সি 'শবেবরাত', আরবি 'লাইলাতুল বারাআত' বা 'বিমুক্তির রজনী' বলতে আরবি শাবান মাসের চতুর্দশীর রজনীকে বোঝানো হয়। সুতরাং মানুষ যদি এ রাতে নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে চক্ষু হতে অশ্রু প্রবাহিত করে, তাহলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। কুরআন ও হাদিসের কোথাও "লাইলাতুল বারাআত" পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়নি। সাহাবি-তাবেয়ীগণের যুগেও এ পরিভাষাটির ব্যবহার সম্পর্কে প্রমাণ মিলেনি; বরং এ রাতকে হাদিসে "লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান" বা "মধ্য শাবানের রজনী" বলা হয়েছে। সাহাবি-তাবিয়ীগণের যুগের অনেক পরে এ রাতকে "লাইলাতুল বারাআত" বা "বিমুক্তির রজনী" বলে আখ্যায়িত করার প্রচলন শুরু হয়। মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, ৪৪৮ হিজরি সনে বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রথম এ রাতে প্রচলিত পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের প্রচলন শুরু হয়। (মিরকাতুল মাফাতীহ ৩/৩৮৮) তবে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ "শবেবরাত" প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন : "আমি তো তা' অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক (বরকতময়) রজনীতে এবং আমি তো সতর্ককারী। এ রজনীতে প্রত্যক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। (সুরা দুখান-৩-৪ আয়াত)। অবশ্য অধিকাংশ মুফাসসির একে শবেকদরের সাথেই সম্পৃক্ত করেছেন। পবিত্র কুরআনের কোথাও এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা না থাকলেও 'শবেবরাত' বা 'লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান' সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বড়পীর খ্যাত আবদুল কাদের জিলানী (র) বলেছেন, দুনিয়াবাসীর জন্যে ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতর নামে মুসলমানদেও যেমন দুটি ঈদ রয়েছে, তেমনি উর্ধ্বাকাশসমূহে ফেরেশতাগণের জন্যেও দুটি ঈদ রজনী রয়েছে। এর একটি হচ্ছে শবেকদর, অপরটি শবেবরাত। মুমিন বান্দাগণের জন্যে ঈদ-উৎসব দিনে থাকে। আর ফেরেশতাগণের ঈদ-উৎসব নির্ধারণ করা হয়েছে রাতে। কেননা মানুষ নিদ্রা যায় পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের কোনো নিদ্রা নেই।

শবেবরাতে করণীয় : হাদিসে শবেবরাতের নিম্নোক্ত পালনীয় আমল উল্লেখ রয়েছে :

১। কোনো বিশেষ ব্যবস্থা বা আয়োজন না করে সাধারণভাবে এ রাতে কবরস্থানে যাওয়া এবং মৃতব্যক্তিদের জন্যে দোয়া করা, দরুদ-ইসতিগফার পাঠ করে দোয়া করা।

২। এ রাতে জাগ্রত থেকে আল্লাহর ইবাদত তথা কুরআন তেলাওয়াত করা, অধিক হারে দরুদ পাঠ করা এবং নফল নামাজ পড়া। তবে নামাজের জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা নেই; বরং সামর্থ্যানুসারে জামাত ব্যতীত অনির্দিষ্টভাবে নামাজ পড়া এবং নিজের জন্য ও সকল মুসলমানের জন্য দোয়া করা।

৩। শবেবরাতের পরদিন অর্থাৎ ১৫ শাবান নফল রোজা রাখা। রাসুলে আকরাম (সা.) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের সামনে শাবান মাসের পঞ্চদশ রাত শবেবরাত উপস্থিত হয়, তখন তোমরা সেই রাতে নামাজ পড়ো আর দিনের বেলায় রোজা রাখো।

শবেবরাতে বর্জনীয় : বরকতময় এ রজনীতে তওবা-ইসতিগফার ও ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে নিমগ্ন থাকাই মুমিনের কর্তব্য। অথচ কিছুসংখ্যক লোক এ রাতে এমন কিছু কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, যেগুলো ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেমন : পটকাবাজি, তারাবাজি, আতশবাজি, অতিরিক্ত আলোকসজ্জা, পোলাও-বিরানি ও হালুয়া-রুটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া ইত্যাদি। এগুলো নিছক কুসংস্কার বৈ কিছু নয়।

শবে বরাত : করণীয়-বর্জনীয়

ডা.মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

আগামী মঙ্গলাবার ০৬ মার্চ দিবাগত রাত হলো-'লাইলাতান নিসফে মিন শাবান'। আর ইসলামি তমুদ্দুন তথা মুসলিম কৃষ্টিতে যেসব দিবস ও রজনী বিখ্যাত, এর মধ্যে একটি হলো শবে বরাত'। শবে বরাত শব্দটি ফারসি। শব মানে রাত, বরাত মানে মুক্তি; শবে বরাত অর্থ মুক্তির রজনী। এর আরবি হলো 'লাইলাতুল বারাআত'। হাদিস শরিফে একে 'নিসফ শাবান' বা শাবান মাসের মধ্যরাত বলা হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশ, পারস্যসহ পৃথিবীর অনেক দেশের ফারসি, উর্দু, বাংলা, হিন্দিসহ নানান ভাষায় যা 'শবে বরাত' নামেই পরিচিত।আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হা মীম! শপথ! স্পষ্ট কিতাবের, নিশ্চয় আমি তা নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে; নিশ্চয় আমি ছিলাম সতর্ককারী। যাতে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়। এই নির্দেশ আমার তরফ থেকে, নিশ্চয় আমিই দূত পাঠিয়ে থাকি। এ হলো আপনার প্রভুর দয়া, নিশ্চয় তিনি সব শোনেন এবং সব জানেন।আর যুগ যুগ ধরে মানুষের কাছে শবে বরাত-খ্যাত রাতটি হাদিসে ঘোষিত 'লাইলাতান নিসফে মিন শাবান' ভাগ্য রজনী হিসেবে ব্যাপক পরিচিত। অথচ হাদিসের বর্ণনায় এটি ক্ষমা কিংবা মুক্তির মাস। কাঙ্ক্ষিত এ রাতটি নিয়ে যেমন বাড়াবাড়ির শেষ নেই। আবার এ রাতটি একেবারেই মর্যাদাহীন বলেও অনেকে মাত্রাতিরিক্ত ছাড়াছাড়িতে লিপ্ত হয়।

আসুন সংক্ষেপে এ রাত সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নিই : শবে বরাতের ফজিলতকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলা ঠিক নয়। কারণ ১০ জন সাহাবি থেকে শবেবরাতের ফজিলত সম্পর্কিত হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং শবেবরাতের ফজিলত ও রাতের ইবাদতকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তথা বিদয়াত বলা কোনোক্রমেই সংগত নয়। বরং বাস্তবতার আলোকে স্বীকার করতেই হবে, এ রাত পূণ্যময় মুক্তির রাত। এ রাতে জেগে থেকে নফল ইবাদত-বন্দেগি করা পুণ্যময় কাজ। তবে ইসলামে এ রাতের ইবাদতের জন্য বিশেষ কোনো নিয়মনীতি নেই। শবে বরাত কী? দুইটি শব্দ। একটি আরবি (লাইলাতুল বারাআত) অন্যটি ফার্সি (শবে বরাত)। আরবিতে 'লাইলাতুল বারাআত' শব্দ দুটির অর্থ হলো- মুক্তির রাত। আর ফার্সিতে 'শবে বরাত' শব্দ দুটির অর্থ দাড়ায়- 'ভাগ্য রজনী'। কিন্তু হাদিসের পরিভাষায় এ রাতটি ব্যবহৃত হয়- 'লাইলাতান নিসফে মিন শাবান' বা মধ্য শাবানের রাত। সুতরাং এ রাতটিকে শবে বরাত কিংবা লাইলাতুল বারাআত না বলে হাদিসে ব্যবহৃত 'লাইলাতান নিসফে মিন শাবান' বললে বা নামকরণ করলেই তা সুন্দর হয়। তাতে আদায় হবে পরিপূর্ণ সুন্নাত এবং সবার কাছেই হবে গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া নামকরণে বিভেদ কিংবা মর্যাদায় অতিরঞ্জন ও ছাড়াছাড়ি না করে হাদিসের ওপর আমল করাই জরুরি বিষয়। এ রাত সম্পর্কে কী বলেছেন বিশ্বনবি? হিজরি সালের অষ্টম মাস শাবানে বেশি বেশি নফল রোজা রাখার ব্যাপারে হাদিসের নির্দেশনা রয়েছে। আর এ মাসের ১৪ তারিখ সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় কাঙ্ক্ষিত 'লাইলাতান নিসফে মিন শাবান' বা শবে বরাত। হাসান হাদিসের বর্ণনায় এটি বিশেষ ক্ষমার রাত হিসেবে পরিচিত। এ রাতের রিজিক চাওয়ার ব্যাপারেও হাদিসের বর্ণনা এসেছে। তবে এ হাদিসকে অনেকে মাওজু বলেছেন। হাদিসের দুর্বল বর্ণনার পাশাপাশি বিশুদ্ধ বর্ণনায় ক্ষমা ও গোনাহ মাফের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ওঠে এসেছে : হজরত আবু মুসা আল-আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতিত তাঁর সৃষ্টির সবাইকে ক্ষমা করেন।' (ইবনে মাজাহ)। হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, এক রাতে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (বিছানায়) না পেয়ে তাঁর খোঁজে বের হলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি জান্নাতুল বাকিতে। তাঁর মাথা আকাশের দিকে তুলে আছেন। তিনি বলেন- 'হে আয়েশা! তুমি কি আশঙ্কা করেছো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তোমার প্রতি অবিচার করবেন?আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তা নয়, বরং আমি ভাবলাম যে, আপনি হয়তো আপনার কোনো স্ত্রীর কাছে গেছেন। তিনি বলেন- 'মহান আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে দুনিয়ার কাছাকাছি আকাশে অবতরণ করেন এবং কালব গোত্রের মেষপালের পশমের চাইতেও অধিক সংখ্যক লোকের গোনাহ মাফ করেন।' (ইবনে মাজাহ)। সুতরাং হাদিসের দিকে লক্ষ্য রেখে বেশি বেশি নফল রোজা রাখার মাস শাবানের মধ্য রাতের ইবাদত ও ক্ষমা পাওয়ার বিষয়ে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি না করাই উত্তম। নিজ নিজ ঘরে কিংবা একাকি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে নিজেদের গোনাহ মাফ করিয়ে নেয়ার সুবর্ণ সুযোগ 'লাইলাতান নিসফে মিন শাবান'।

আইয়ামে বিজের রোজা : সবার মনে রাখতে হবে, শাবান মাসজুড়ে রোজা রাখার বিশেষ ফজিলত রয়েছে। হাদিস শরিফে এ ব্যাপারে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়েশা (রা.) বলেন, 'আমি নবী করিম (সা.)-কে শাবান মাসের মতো এত অধিক (নফল) রোজা আর অন্য কোনো মাসে রাখতে দেখিনি। এ মাসের অল্প কয়েক দিন ছাড়া বলতে গেলে সারা মাসই তিনি রোজা রাখতেন।' (তিরমিজি, হাদিস : ৭৩৭)। এছাড়াও 'আইয়ামে বিজ' বা প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখার ব্যাপারেও হাদিস শরিফে উৎসাহিত করা হয়েছে। এটা রাসুল (সা.)-এর সুন্নত।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
০৩.০৩.২৩ শুক্রবার	5:22	7:39	01:00	3:51	5:47	7:30
০৪.০৩.২৩ শনিবার	5:20	7:37	12:45	3:53	5:49	7:30
০৫.০৩.২৩ রবিবার	5:18	7:35	12:45	3:54	5:50	7:30
০৬.০৩.২৩ সোমবার	5:16	7:33	12:45	3:56	5:52	7:30
০৭.০৩.২৩ মঙ্গলবার	5:13	7:30	12:45	3:57	5:54	7:30
০৮.০৩.২৩ বুধবার	5:11	6:28	12:45	3:59	5:56	7:30
০৯.০৩.২৩ বৃহস্পতিবার	5:09	6:26	12:45	4:00	5:57	7:30

নামায শুপ্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

ফিফা বর্ষসেরা পুরস্কার জিতে যা বললেন মেসি

পোস্ট ডেস্ক : স্বপ্নের মতো কেটেছে বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়ক লিওনেল মেসির জীবন। এবারের ফিফা বর্ষসেরার পুরস্কার পেলেন তিনি। কোনো অঘটন ছাড়াই সোমবার রাতে প্যারিসে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে তার হাতে তুলে দেওয়া হলো ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার।

ফিফা দ্য বেস্ট হিসেবে এ পুরস্কারটি তিনি দ্বিতীয়বারের মতো জিতলেন। আর ব্যালন ডিঅর ও ফিফার সম্মিলিত পুরস্কার হিসাব করলে সংখ্যাটা সাত।

সোমবার দ্য বেস্ট ফিফা ফুটবল অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে আর্জেন্টাইন সুপার স্টার মেসির হাতে 'ফিফা দ্য বেস্ট মেনস ফুটবলার অ্যাওয়ার্ড' তুলে দেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। এ পুরস্কার জেতার পথে তিনি পেছনে ফেলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে ও করিম বেনজেমাকে।

তাই ৩৫ বছর বয়সে এসে ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ জয় করে এখনো বিশ্বকাপ জয়ের ঘোরে রয়েছেন এলএমটেন। সেই স্মৃতি থেকে তিনি এখনো বেরোতে পারছেন না। তা আরেকবার বোঝা গেল প্যারিসের মঞ্চে। ফিফার বর্ষসেরার পুরস্কার হাতে নিয়ে সে স্মৃতি রোমন্থন করে মেসি বলেন, অকল্পনীয়! দুর্দান্ত একটি বছর কাটিয়েছি এবং এখানে থাকতে পারা এবং এই পুরস্কার জেতা আমার জন্য সম্মানের। সতীর্থদের ছাড়া এখানে থাকতে পারতাম না আমি। দীর্ঘদিন ধরে যে স্বপ্নটি দেখেছি, সেটি অবশেষে পূরণ করতে পেরেছি। খুব কম মানুষই এটা পূরণ করতে পারে এবং স্বপ্নটা পূরণ করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।

বিশ্বসেরা গোলকিপার আর্জেন্টিনার মার্টিনেজ

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য ফিফা বর্ষসেরা গোলকিপারের পুরস্কার পেয়েছেন আর্জেন্টিনা ও অ্যাস্টন ভিলার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। বিশ্বের সেরা গোলকিপারের পুরস্কার পেলেন তিনি।

সারাবছর ইংলিশ লিগের খেলায় ব্যস্ত থাকলেও তেমন সামনে আসতে দেখা যায় না তাকে। গত বছর কোপা আমেরিকার শিরোপা ঘরে তুলেছিলেন আলবিসেলেস্তারা। সেখানে দুর্দান্ত সব গোল ঠেকিয়েছেন মার্টিনেজ।

মার্টিনেজ সেখানেই থামেননি। কেননা এর পর আন্তর্জাতিক ফুটবলের আরও বড় আসর বিশ্বকাপ শুরু হয়। এ মঞ্চেও লিওনেল মেসিদের সঙ্গে অনেকটা আলো কেড়ে নেন মার্টিনেজ। এবার তার প্রতিদানও পেয়েছেন।

এ পুরস্কার জয়ের পথে এমিলিয়ানো মার্টিনেজ পেছনে ফেলেছেন বিশ্বকাপে মরক্কোর হয়ে দুর্দান্ত খেলা ইয়াসি বুনো এবং রিয়াল মাদ্রিদের থিবো কোর্তোয়াকে।

এর আগে ক্রীড়াভিত্তিক সংবাদমাধ্যম মার্কা বর্ষসেরার এ মঞ্চে আর্জেন্টাইনদের জয়জয়কারের ইঙ্গিত দিয়েছিল। তাদের প্রতিবেদনে বর্ষসেরা ফুটবলার হিসেবে মেসি, গোলকিপার মার্টিনেজ এবং সেরা কোচের পুরস্কারও লিওনেল স্কালোনিই পাবেন বলে জানানো হয়।

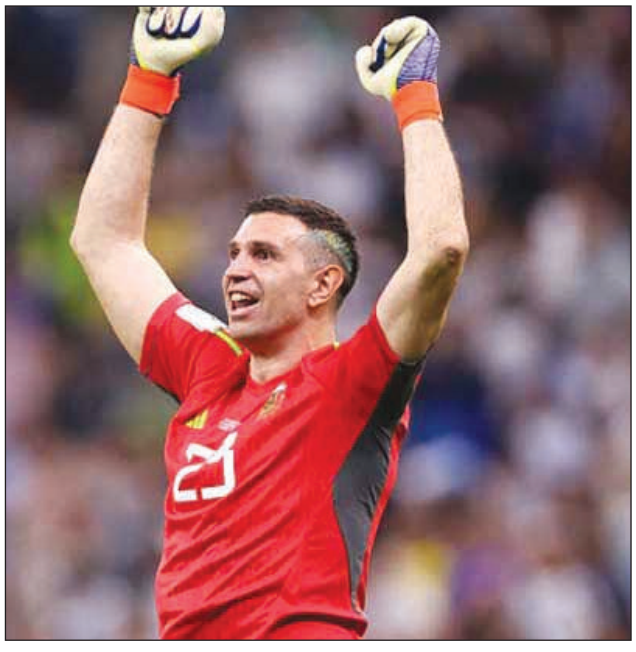

বর্ষসেরা গোলরক্ষকের অ্যাওয়ার্ড জয়ের পর মার্টিনেজ বলেন, সবাই জানতে চায় আমার আদর্শ কারা? মা-বাবাকে দৈনিক ৮-৯ ঘণ্টা কাজ করতে দেখেছি। তারাই আমার আদর্শ।

বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার শেষ মুহূর্তে পা দিয়ে অবিশ্বাস্য একটি সেভও করেছিলেন মার্টিনেজ। গোটা টুর্নামেন্টেই দুর্দান্ত খেলা মার্টিনেজের উত্থান মূলত কোপার আসরে। এর আগেও দলে ছিলেন তিনি। কিন্তু সে সময় তিনি আহামরি কোনো পারফরম্যান্স দেখাতে পারেননি। কোপা আমেরিকায় দলের সাফল্যের পর তিনি হয়ে উঠেছিলেন আস্থার প্রতীক।

মাঠের বাইরে বুনো উদযাপনের জন্য সমালোচিত মার্টিনেজ এবারই প্রথম বিশ্বকাপের ফাইনালে গোল্ডেন গাভস জিতেছেন। মাঠের পারফরম্যান্সে তিনি ভুলিয়ে দেন বিতর্কিত সব কর্মকাণ্ড। তারই প্রতিদান হিসেবে এবার ফিফার সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কারও তিনি দখল করে নিয়েছেন।

ফ্রান্স ফুটবল প্রধানের পদত্যাগ

পোস্ট ডেস্ক : ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনের (এফএফএফ) সভাপতির দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন নোয়েল লে গ্রায়েত। তার পদত্যাগপত্র বোর্ডের নির্বাহী কমিটি গ্রহণ করেছে।

২০১১ সালে এফএফএফ সভাপতির দায়িত্ব নেন তিনি। ২০২৪ সালে নোয়েল লে গ্রায়েতের বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই বিতর্কিত মন্তব্য ও কর্মকাণ্ডের কারণে তাকে সরে দাঁড়াতে হয়।

গত বছর কাতার বিশ্বকাপের পরই ফ্রান্সের কোচ হওয়ার দৌড়ে ছিলেন ফ্রান্সকে '৯৮ বিশ্বকাপ জেতানো কিংবদন্তি ফুটবলার জিনেদিন জিদান কিন্তু জিদানকে নিয়ে যখন আলোচনা চলছিল তখন কোচ দিদিয়ের দেশমের মেয়াদ ২০২৬ সাল পর্যন্ত বাড়িয়ে সমালোচনার মুখে পড়েন নোয়েল লে গ্রায়েত।

শুধু তাই নয়! তখন জিদানকে নিয়েও অসম্মানজনক মন্তব্য করেছিলেন তিনি। আরএমসি স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফ্রান্সের কোচ হওয়ার অন্যতম দাবিদার জিদানকে নিয়ে প্রশ্ন করা হলে গ্রায়েত বলেন, 'জিদান যদি আমাকে ফোন করত, তাহলে কী হতো? কিছুই হতো না। আমি ওর ফোনই তুলতাম না।'

এমন কিছু মন্তব্য করে তোপের মুখে পড়েছিলেন গ্রায়েত। ফ্রান্সের ক্রীড়ামন্ত্রী এমিলি ওদিয়া-কাস্তেরা গ্রায়েতকে জিদানের কাছে ক্ষমা চাইতে বলার পর গ্রায়েত ক্ষমা চেয়ে বিবৃতি দেন।

শুধু তাই নয়! নারীদের প্রতি তার আচরণ যথাযথ ছিল না। ফ্রান্সের ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ) এক বিবৃতিতে জানায়, ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির কাছে নিজের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানিয়েছেন নোয়েল লে গ্রায়েত।

ইংল্যান্ডের পতাকা ব্যবহারে বিসিবির ভুল

পোস্ট ডেস্ক : বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ডের মধ্যকার তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এই সিরিজের প্রথম ম্যাচের টিকিট ছেড়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। যেখানে ধরা পড়েছে বড় ধরনের অসংগতি। ওয়ানডে সিরিজের জন্য যেই টিকিট ছাপা হয়েছে, সেখানে ইংল্যান্ডের পতাকার জায়গায় ছাপা হয়েছে যুক্তরাজ্যের পতাকা।

'বাংলাদেশ' বানানেই ভুল বিসিবির

মূলত যুক্তরাজ্য গঠিত হয় ইংল্যান্ডসহ চারটি দেশ নিয়ে। যেখানে আছে আয়ারল্যান্ড, ওয়েলস ও স্কটল্যান্ডও। যুক্তরাজ্যের অধীনস্থ চারটি দেশেরই রয়েছে আলাদা আলাদা পতাকা। রয়েছে আলাদা আলাদা স্পোর্টস ফেডারেশন।

সাদা রঙের উপর লাল যোগ চিহ্ন সম্বলিত পতকা ইংল্যান্ড ব্যবহার করে থাকে। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা আইসিসির ওয়েবসাইটেও ইংল্যান্ডের মূল ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ বিসিবির টিকিটে যুক্তরাজ্যর পতাকা দিয়ে ছাপানো হয়েছে।

টিকিট ছাপানো বিতরণ ও বিক্রি পুরো প্রক্রিয়াটি হয় বোর্ডের অধীনে। তাই টিকিটে কী লেখা থাকবে না থাকবে সেখানে ভুল হলে সেটি বোর্ডের ওপরই বর্তায়।

আন্তর্জাতিক ম্যাচের টিকিটে বিসিবির এমন ভুল এবারই প্রথম নয়। ২০২১ সালের নভেম্বরে পাকিস্তান সিরিজে যেমন খেলা শুরু সময়ের জায়গায় দিনকে রাত বানিয়ে ফেলা হয়েছিল। এমনকি সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রেরিত খেলোয়াড় তালিকায় বাংলাদেশ বানান ভুল হওয়ার মতো ঘটনাও আছে অতীতে। আর এবার পতাকায় ভুল করে বসলো বোর্ড!

CLASSIFIED

সিলেট শহরে বাসার জায়গা বিক্রয়

সিলেট শহরের ৮নং ওয়ার্ডের, মদিনা মার্কেট সংলগ্ন, কালিবাড়ি রোড, নোয়াপাড়ায় আবাসিক এলাকায় সাড়ে চৌদ্দ শতক নির্ভেজাল জমি বিক্রয় করা হবে।
চারপাশ সীমানা প্রাচীর বেষ্টিত, অনেক বড় মেটালের গেট সম্পন্ন, যেখানে ডিপকল ও বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে।
অত্যন্ত নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশ।
বাসার সামনে ১২ফিট প্রশস্তের একটি বড় রাস্তা রয়েছে।
শুধুমাত্র প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করবেন।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

মোবাইল- 07436796415
শেখ মোঃ মফিজুর রহমান

পাত্রী আবশ্যক

একজন বয়স্ক পুরুষের জন্য সংসার করতে আগ্রহী একজন পাত্রীর প্রয়োজন। পাত্রীকে নামাজী হতে হবে। পাঁচ বছর পূর্বে স্ত্রী মারা যাওয়ায় বর্তমানে একাকী বসবাস করতেছেন।

যোগাযোগ নাম্বারঃ
07421908995

TIJARAH SWEETS LTD

246A BOW ROAD, E3 3AP
Mob: 0774 249 1294

OUR SERVICES:
Money Transfer/Bikash
Cargo / DHL
Air ticket
No visa required
Sweets

আমাদের সেবা সমুহ
মানি ট্রান্সফার / বিকাশ
কারগো / ডি এইচ এল
এয়ার টিকেট/ নো ভিসা
মিষ্টি

Open : Mon - Sun 9am - 8pm

আওয়ামীলীগ অকস্মাৎ বেগম জিয়ার রাজনীতি করার বিষয়টিকে সামনে নিয়ে এলো কেন?

মোবায়েদুর রহমান

সুদীর্ঘ ৫ বছর সম্পূর্ণ নীরবতার পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে বেগম খালেদা জিয়া অকস্মাৎ তুমুল আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠলেন কেন? বিএনপি তো এই ৫ বছরে একবারও বলেনি যে, বেগম জিয়াকে রাজনীতি করতে দিতে হবে। তারা বরং মনে করেছে যে, সরকার যেভাবে বিচার ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করেছে তার ফলে তারা বেগম জিয়ার এই সাজানো মামলায় ইনসাফ বা ন্যায্য বিচার পাবে না। তাহলে কারা হঠাৎ করে এই আলোচনার জন্ম দিলো? কেন তারা এই আলোচনার জন্ম দিলো? অকস্মাৎ এই ধরনের আলোচনার অবতারণার পেছনে কি কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে? এসব প্রশ্নের জবাব খোঁজার জন্য আসুন, আমরা দেখে নেই, কীভাবে কে বা কারা এই আলোচনা শুরু করলো।

এই তো সেদিনের কথা। জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলছিল। সেখানে বেগম জিয়াকে নিয়ে কেউ কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করেননি। সেখানে হঠাৎ করে ফ্লোর নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আপন ফুপাতো ভাই, সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী শেখ ফজলুল করিম সেলিম এমপি। তিনি বলে বসেন, রাজনীতি করবেন না, এই মর্মে মুচলেকা দেওয়ার পর বেগম জিয়ার কারাদন্ডাদেশ স্থগিত করা হয়েছে এবং তাকে নাজিমুদ্দিন রোডের নির্জন কারাবাস থেকে তার গুলশানের বাসভবনে বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শেখ সেলিমের এই বক্তব্যের পরদিনই বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, কোনো রকম মুচলেকা বেগম জিয়া দেননি। শিক্ষিত সচেতন মানুষ ভেবেছিলেন যে, এখানেই হয়তো এই বিষয়টি শেষ হয়ে যাবে। কারণ, বেগম জিয়া যদি মুচলেকা দিয়ে দন্ডাদেশ স্থগিত করাতেন তাহলে শেখ সেলিমের মতো ব্যক্তি সংসদ ভবনে হাত উঁচু করে ঐ মুচলেকার কাগজটি সংসদ সদস্যদের দেখাতেন। হয়তো পরদিন ঐ কথিত মুচলেকার ফটোকপি গণমাধ্যমে ছাপা হতো এবং সম্প্রচারিত হতো।

এরপর ৪/৫ দিনও গেল না। দেখা গেলো, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক নিজেই এক বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছেন, বেগম জিয়া রাজনীতি করবেন না, এই রকম কোনো মুচলেকা দেননি। তার ভাই তার মুক্তির জন্য সরকারের কাছে যে চিঠি লিখেছেন তাতে বলেছেন যে, বেগম জিয়ার অসুখ খুব গুরুতর। তার জীবন বিপন্ন। তাকে বাঁচাতে হলে বিদেশে নিয়ে গিয়ে উন্নত চিকিৎসা করাতে হবে। তখন বিষয়টি সরকার বিবেচনা করে। কিন্তু দেখা যায় যে, তার ১০+৭ সমান ১৭ বছরের কারাদন্ড হয়েছে এবং সেটি উচ্চ আদালতের রায়ে। সুতরাং আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে জেল থেকে বের করা সম্ভব নয়। তবে ফৌজদারি দন্ডবিধি বা ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট (সিআরপিসি) এর ৪০১(১) ধারা অনুযায়ী নির্বাহী আদেশে তার দন্ড স্থগিত করার সুযোগ রয়েছে। তখন সেটিই করা হয়। সিআরপিসির ৪০১(১) ধারা অনুযায়ী তার দন্ডাদেশ ৬ মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে এবং তাকে তার নিজ বাসভবনে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে এই দন্ডাদেশ স্থগিত করার আদেশে দুটি শর্ত দেওয়া হয়েছে। (১) বেগম জিয়াকে বাংলাদেশেই চিকিৎসা নিতে হবে। (২) তিনি দেশের বাইরে যেতে পারবেন না। এসব বিষয় উল্লেখ করে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন যে, তার দন্ডাদেশ স্থগিত করার আদেশে এমন কথা লেখা নাই যে, তিনি রাজনীতি করতে পারবেন না। তবে বাংলাদেশের সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ মোতাবেক তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। পাঠকদের সুবিধার জন্য আমরা সিআরপিসির ৪০১(১) ধারাটি তুলে দিলাম। When aû person has been sentenced to punishment for an offence, the Government maz at aû time without conditions or upon aû conditions which the person sentenced accepts, suspend the execution of his sentence or remit the whole or aû part of the punishment to which he has been sentenced. বাংলা অনুবাদ: যখন কোনো ব্যক্তিকে দন্ড দেওয়া হয় তখন সরকার যেকোনো সময় শর্তসহ অথবা বিনা শর্তে, যেটি দন্ডিত ব্যক্তি গ্রহণ করেন, দন্ডিত ব্যক্তির দন্ড আংশিক স্থগিত করতে পারেন অথবা সম্পূর্ণ মওকুফ করতে পারেন।

॥দুই॥

দন্ডিত ব্যক্তির দন্ড সম্পূর্ণ মওকুফ করার উদাহরণ বাংলাদেশে অনেক রয়েছে। সেগুলো আলোচনার আগে দেখা যাক এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের অন্যান্য বড় নেতা কী বলেন। আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের এই বক্তব্যের ৩/৪ দিন পরেই কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক আনিসুল হকের মতো এত ইনিয়ে বিনিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলার চেয়ে সরাসরি বলেন যে, বেগম জিয়ার রাজনীতি করার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই। তবে সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদ মোতাবেক তিনি নির্বাচন করতে পারবেন না। উল্লেখ্য যে, আব্দুর রাজ্জাক কৃষিমন্ত্রী ছাড়াও আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের সদস্য। এই দুই মন্ত্রীর মধ্যেই খালেদা জিয়া প্রসঙ্গ সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই আলোচনায় যোগ দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি যা বলেন তার সারাংশ হলো এই যে, তার ভাই বেগম জিয়ার কারামুক্তির জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে যে দরখাস্ত করেছেন সেখানে বলা হয়েছে যে, তার বোন গুরুতর অসুস্থ। তার জীবন বাঁচানোর জন্য তাকে উন্নত চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিদেশে পাঠানো হোক। সরকার তার চিকিৎসার জন্য নাজিমুদ্দিন রোডের জেলখানা থেকে গুলশানে তার বাসভবনে পাঠিয়েছেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, এখন যদি তিনি রাজনীতি করেন তাহলে বোঝা যাবে যে, তিনি সুস্থ হয়েছেন। তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে আবার কারাগারে পাঠানো যেতে পারে। চিকিৎসার জন্য যার দন্ডাদেশ স্থগিত হয়েছে তার রাজনীতি করার অধিকার নাই। এই বিতর্কে যোগ দিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদও। তিনিও ওবায়দুল কাদেরের সাথে একমত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, খোদ আওয়ামী লীগের ভেতরেই বেগম জিয়ার রাজনীতি করা বা না করা নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। একদিকে ওবায়দুল কাদের এবং হাসান মাহমুদ। অন্যদিকে আনিসুল হক এবং আব্দুর রাজ্জাক। আর মাথার ওপর শেখ ফজলুল করিম সেলিম। এ ব্যাপারে বিএনপি নির্বিকার। বিএনপি যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে সেটিকে সুধী সমাজ অত্যন্ত বিচক্ষণ বলে মনে করছেন। বিএনপি নেতারা বলছেন যে, বেগম জিয়ার রাজনীতি করা বা না করা প্রসঙ্গ বিগত ৫ বছরে বিএনপি তোলেনি। আজও তুলছে না। বিএনপি বরং বলেছে যে, আন্দোলনের মাধ্যমে বেগম জিয়াকে মুক্ত করা হবে। বিগত ৫ বছর ধরে বেগম জিয়াকে আন্দোলনের মাধ্যমে কেন মুক্ত করা সম্ভব হয়নি, সেটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। তারা বলছেন যে, বেগম জিয়ার রাজনীতি করা সম্পর্কে মন্ত্রীরা যেসব কথা বলছেন সেসব কথায় তারা মোটেই ইন্টারেস্টেড নন। প্রথমে স্ট্যান্ডিং কমিটির একজন নেতা বলেছিলেন যে বিষয়টি নিয়ে দলের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আলোচনা করা হবে। আলোচনা করা হয়েছে। স্ট্যান্ডিং কমিটি বলেছে, এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করবে না এবং এপর্যন্ত অফিসিয়ালি কোনো মন্তব্য কেউ করেননি। তবে রুমিন ফারহানার মতো দুই একজন নেতা বলেছেন যে, আওয়ামী লীগের কথা ও কাজে কোনো মিল নাই। তাদের কথায় বিশ্বাস করা যায় না।

॥তিন॥

এখানে দুইটি বিষয় আলোচনার দাবি রাখে। একটি হলো, হঠাৎ করে সরকারের তরফ থেকে এই বিষয়টি শেখ সেলিমসহ ৫ জন শীর্ষ আওয়ামী নেতা উত্থাপন করলেন কেন? আরেকটি হলো, নির্বাহী আদেশে দন্ড স্থগিত নয়, দন্ড সম্পূর্ণ মওকুফ করা এবং দন্ডিত ব্যক্তিকে রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া- এমন একাধিক নজির রয়েছে। জেএসডি নেতা আ স ম আব্দুর রবের ১৪ বছর কারাদন্ড হয়েছিল। তখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি আব্দুর রবের দন্ডাদেশ স্থগিত করেছিলেন এবং সরকারি খরচে তাকে জার্মানিতে চিকিৎসা করতে পাঠিয়েছিলেন। জার্মানিতে চিকিৎসা করার পর তিনি দেশে ফিরেছিলেন। তাকে আর কারাগারে ঢুকতে হয়নি। দেশে ফিরে তিনি জিয়া বিরোধী রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সাবেক সেনা প্রধান জেনারেল আব্দুল আজিজের দুই ভাইয়ের গুরুদন্ড এই আওয়ামী লীগ আমলেই সম্পূর্ণ মওকুফ করা হয়েছে। আওয়ামী এমপি হাজী সেলিম দুর্নীতির দায়ে উচ্চ আদালত কর্তৃক দন্ডিত হয়েছেন। তাকে এক দিনও জেল খাটতে হয়নি। ২৪ ঘণ্টা পর তিনি পিজি হাসপাতালের ভিআইপি কেবিনে স্থানান্তরিত হন। সেখান থেকে তার দন্ডাদেশ স্থগিত করা হয়। এই রকম আরো আছে। আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক মন্ত্রী মরহুম নাসিমসহ আরো অনেকে। এই পয়েন্টে আজকে আর কোনো কথা বলবো না। এখন মূল প্রশ্নে আসছি।

॥চার॥

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল যে, এই ইস্যুটি নিয়ে বিএনপি কোনো কথা বলেনি। আওয়ামী লীগই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ইস্যুটি উত্থাপন করেছে। ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করলে বিষয়টি সঠিকভাবে বলা ও বোঝা যায়। সেটি হলো, অধিসর খবধমঁব যধং শরপশবফ ড়ভভ ঃযব ফবনধঃব, যদিও এখানে কোনো ডিবেট নাই। তাহলে আওয়ামী লীগ এই ইস্যুটি নির্বাচনের ১০ মাস আগে সামনে নিয়ে এলো কেন? আসলে বিদেশিদের বিশেষ করে পশ্চিমাদের চাপে আওয়ামী লীগ সরকার বেশ কিছুটা মুসিবতে আছে। এখন আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের চাপ হচ্ছে, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। আর সেই নির্বাচন করতে গেলে সকলকে সমান সুযোগ দিতে হবে। আর বিএনপি এবং তাদের যুগপৎ আন্দোলনের সাথীরা শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে যাবে না। বিএনপি আক্ষরিক অর্থে যে অবস্থান গ্রহণ করেছে, সেটিকে বলা যেতে পারে, পয়েন্ট অব নো রিটার্ন।

আর একথা ঠিক যে, বিএনপি এবং সমমনা ৫৪টি দল যদি নির্বাচনে না আসে তাহলে ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে নির্বাচন হবে না। এটি ২০১৪ বা ২০১৮ সাল নয়। এটি ২০২৩ এর ডিসেম্বর অথবা ২০২৪ এর জানুয়ারি। একই অথবা সেই পুরানো কৌশল এবার খাটবে না। তাই বেগম জিয়ার রাজনীতি করার ইস্যুটি আওয়ামী লীগের একটি টোপ। টোপটি গেলার শর্ত হলো, যদি তোমরা বেগম জিয়া রাজনীতি করুক সেটি চাও, তাহলে ইলেকশনে আসো। আর ইলেকশনে এসে বেগম জিয়া যদি জনগণের মধ্যে একটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে তার দন্ডাদেশ বাতিল করে ফের জেলে পাঠানো হবে। অর্থাৎ বেগম জিয়া রাজনীতি করবেন, কিন্তু সেটি হতে হবে নিয়মতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ।

বেগম জিয়ার রাজনীতি করা না করা ছেলের হাতের মোয়া নয়। এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে একটি সংলাপ হতে হবে। সরকার চাচ্ছে সেই সংলাপটি হোক। তাহলে তারা পশ্চিমাদের দেখাতে পারবে যে, তারা তো অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করতে চায়।

কিন্তু বিএনপির এখন পর্যন্ত দাবি হলো এই যে, সংলাপ হতে পারে। তবে সেটি হতে হবে কীভাবে এই সরকার সরে যাবে এবং নির্বাচনকালীন কেয়ারটেকার অথবা নিরপেক্ষ সরকার গঠন করা হবে। এখন পর্যন্ত সরকার এই পয়েন্টে অনঢ় যে, সংবিধানের বাইরে কোনো নির্বাচন হবে না। অর্থাৎ সংবিধান মোতাবেক নির্বাচন হবে এই সরকারের অধীনে, বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে এবং বর্তমান জাতীয় সংসদ বহাল রেখে। এই অবস্থান বিএনপি এবং তার সমমনাদের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং তারা সরাসরি সেই বক্তব্য প্রত্যাখান করছে। নির্বাচনের এখনও ১০ মাস সময় অবশিষ্ট আছে। এই ১০ মাস বুড়িঙ্গা দিয়ে অনেক পানি গড়াবে (যদিও ময়লা ও আবর্জনায় বুড়িঙ্গার পানি দূষিত হয়ে কালো কিসকিসে রং ধারণ করেছে)। বিএনপি এবার মাথা ঠান্ডা রেখে হিসাব করে স্টেপ ফেলছে। এখন দেখা যাক, আগামী দিনের রাজনীতি কীভাবে নিজেকে আনফোল্ড করে। আসুন, আমরা সকলে আগামী দিনগুলোর প্রতীক্ষা করি।

BANGLA POST

www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

UK receives almost 75,000 asylum applications in 2022

Post Desk : As the statistics show, last year saw asylum claims in the UK reach their highest level since 2002. Nearly 75,000 asylum claims were made by main applicants, which amounts to almost 90,000 people in total when including dependants.

The Home Office stated: "There were 74,751 asylum applications (relating to 89,398 people) in the UK in 2022. This is more than twice the number of applications in 2019 and the highest number for almost 2 decades."

While asylum seekers crossing the Channel via small boat made up a large percentage of claimants last year, they were not the majority and accounted for less then half of the overall total.

The Home Office explained: "The increase in applications in 2022 mirrors a substantial increase in small boat arrivals to the UK. In 2022, 90% of small boat arrivals (40,302) claimed asylum or were recorded as a dependant on an asylum application. In total, just under half (45%) of the asylum applications in 2022 were from people who arrived on a small boat."

Notably, Albania was the top country of origin for asylum claims in the UK in 2022, displacing Iran.

"In 2022 the UK received 14,223 asylum applications from Albanian nationals, 9,573 of which originated from small boat arrivals. While there was a rise in Albanian small boat arrivals and asylum applications over the summer months, these have reduced in more recent months, though they remain higher than levels seen in 2021. The majority of Albanian applicants in 2022 (83%) were adult males," the Home Office noted.

The remaining nine of the top ten countries of origin of asylum applicants in the UK in 2022 were, in order, Afghanistan, Iran, Iraq, Syria, Bangladesh, Eritrea, Sudan, India, and Pakistan.

Despite the increase in claims in the UK last year, the Home Office highlighted that the UK still receives fewer asylum seekers than a number of comparable European countries, including France: "In the year ending September 2022, Germany received the highest number of asylum applicants (296,555) in the EU+, followed by France (179,705) and Spain (128,015)."

Over 75% of the initial decisions made by the Home Office in 2022 resulted in grants of refugee status, humanitarian protection or alternative forms of leave. The Home Office noted that this is the highest yearly grant rate in over 30 years. The UK's grant rate is also considerably higher than the average in the EU. Yesterday, the European Union Agency for Asylum (EUAA) reported that the grant rate in EU countries in 2022 was 40%.

The UK's backlog of asylum claims awaiting an initial decision continues to grow to record levels.

The Home Office said: "At the end of December 2022, there were 132,182 cases (relating to 160,919 people) awaiting an initial decision, over 3 times more than the number of applications awaiting an initial decision at the end of 2019 (40,032, relating to 51,228 people). The number of cases awaiting an initial decision has increased in the last 10 years and risen more rapidly since 2018, when there were 27,256 cases awaiting an initial decision at the end of that year."

Only 18,699 initial decisions were made by the Home Office last year: "In 2022, there were 18,699 initial decisions made on asylum applications. Although the number of decisions has increased by 29% in the last year, they remain 10% below numbers in 2019, before the pandemic."

The Migration Observatory at the University of Oxford said the figures showed the scale of the challenge the Government faces in its pledge to eliminate the asylum backlog.

Dr Peter Walsh, Senior Researcher at the Migration Observatory, commented: "While the number of people claiming asylum in the UK has increased over the past couple of years, other countries have routinely received similar or higher numbers of claims. But processing has been particularly slow in the UK. There's no single explanation for this, but reasons include low morale and high turnover among Home Office case workers, the aftermath of the Covid-19 pandemic, and extra steps in the asylum process that the government added in early 2021."

The Migration Observatory at the University of Oxford said the figures showed the scale of the challenge the Government faces in its pledge to eliminate the asylum backlog.

Dr Peter Walsh, Senior Researcher at the Migration Observatory, commented: "While the number of people claiming asylum in the UK has increased over the past couple of years, other countries have routinely received similar or higher numbers of claims. But processing has been particularly slow in the UK. There's no single explanation for this, but reasons include low morale and high turnover among Home Office case workers, the aftermath of the Covid-19 pandemic, and extra steps in the asylum process that the government added in early 2021."

The Migration Observatory has published a comprehensive briefing about the UK's asylum backlog

News media reported that the Government has today started to streamline the processing of asylum claims for people from Afghanistan, Eritrea, Libya, Syria and Yemen, which are countries that have very high grant rates.

According to BBC News, around 12,000 asylum seekers who applied before July 2022 will be given a Home Office questionnaire to fill in rather than requiring face-to-face interviews.

The Guardian reported that the Home Office began sending out the 11-page document today in order to speed up the process by which claims are processed.

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) welcomed the development, saying: "UNHCR, the UN Refugee Agency, welcomes the UK Home Office's announcement today that it will streamline the processing of certain manifestly well-founded claims for asylum.

Harry and Meghan 'requested to vacate' Frogmore Cottage

Post Desk : The Duke and Duchess of Sussex have been asked to vacate their British base of Frogmore Cottage, the couple's spokesperson has confirmed.

It was earlier reported that the home, in the grounds of Windsor Castle, had been offered to the Duke of York.

A spokesperson for Prince Harry and Meghan confirmed the news. Buckingham Palace has not commented.

The duke and duchess now live in California with their two children, Archie and Lilibet.

They quit life as working royals in 2020 and left the UK shortly afterwards.

Frogmore Cottage, a Grade-II listed 10-bedroom property in the grounds of Windsor Castle in Berkshire, was a gift to the royal couple from the late Queen.

Prince Harry and Meghan refurbished the property, owned by the Crown Estate, at an estimated cost of £2.4m in 2018-19. The cost was initially covered by taxpayers through the Sovereign Grant before being repaid in full by the duke.

They were reportedly told to leave the property by Buckingham Palace in January, days after Harry published his explosive memoir, Spare.

The book - which was released in January and became the fastest-selling non-fiction book in the UK since records began in 1998 - included claims Prince Harry was physically attacked by his brother, the Prince of Wales. He also wrote that he and his brother, the Prince of Wales, had begged their father not to marry Camilla, now Queen Consort.

Prince Andrew, the late Queen's second son, lives in the nearby 31-bedroom Royal Lodge, in Windsor Great Park, Berkshire.

He stepped down as a working royal in 2019 after a controversial Newsnight interview about allegations that he had sexually assaulted Virginia Giuffre. He has repeatedly denied the allegations.

In February 2022, he paid an undisclosed sum to settle the civil sexual assault case Ms Giuffre brought against him in the US.

Reports in recent weeks, not confirmed by the BBC, suggested the King is to cut Andrew's annual grant which could leave him unable to afford his home's running costs.

The cottage has a rich and varied history. Queen Charlotte, wife of King George III, had it built in 1792 as a place for her and her daughters to escape the court. At the time it was fashionable for the wealthy to build large homes disguised as idyllic rural cottages.

Surviving relatives of Tsar Nicholas II also lived there after fleeing to the UK, following the murder of other family members by Bolsheviks in 1918.

Since World War Two, the cottage is believed to have been used as a home for members of royal household staff, before Prince Harry and Meghan moved in.

Senior NHS staff encourage South Asians to consider a career in nursing on National Careers Week

This National Careers Week, the 'We Are the NHS' campaign is highlighting the inspiring stories of senior South Asian staff and the exciting and varied nursing roles available across the NHS.

When Asha Day's younger siblings were born prematurely, she knew she had to step up to help her mother. "There were always hospital appointments we needed to take the twins to. Despite only being 10 years old, I knew how important a good healthcare system was to their survival," says Asha. It was this early experience that inspired Asha to join the NHS. She describes how the care, compassion, and kindness shown to her siblings by the NHS nursing team made her want to pursue a career where she could help people too.

Now after 40 years of working as a nurse in the NHS, Asha can't see herself anywhere else. "I'm currently in a senior nursing role that I never imagined reaching at the start of my career," says Asha, who is Head of International Recruitment, Leicestershire Partnership NHS Trust / Head of Nursing, Midwifery & AHPs Inclusion, LLR ICB. In her day to day role, Asha supports internationally recruited nurses start their career with the NHS. "As part of this, I provide them with clinical training, mentoring, and both emotional and pastoral support," she says.

Today, Asha is not only in a job she loves but is helping others pursue their dream job at the NHS too. "When I first went into public health, I did notice disparities but there has been a lot of positive change since," says Asha. "Look at all the fantastic international nurses we now have strengthening our workforce!" she says proudly.

Dr Navina Evans, Chief Workforce Officer at NHS England, agrees. Navina began her career as a psychiatrist within East London Foundation Trust, progressing to consultant psychiatrist, before taking on senior management responsibilities. She worked her way up to clinical director and is now the first Asian woman to lead Health Education England.

Navina sees the task of correcting racial inequality in the NHS as far greater than a mere box-ticking exercise. "Diversifying leadership is a start and repeated studies have shown diverse leaderships often perform better," says Navina. To be successful in the NHS, Navina believes in building a meaningful connection with patients and staff, engaging with staff at all levels of the organisation and keeping patient care at the core of decision making.

"Nurses are the backbone of the NHS and will always be in high demand" says Navina. "The pandemic has highlighted the need for greater versatility and adaptability within healthcare, and we must prioritise senior nursing roles that will help us plan for the long term. Right now, there's a great opportunity for people with the right skill-set and values to join the NHS."

Like Navina, Asha's family have been extremely supportive of her career. "My family had experienced medical emergencies and understood the importance of nursing so they fully supported my decision as they saw the positive impact I could make," says Asha, who thinks nursing is a great career option for those thinking about what to do next.

"Patients often remember the nurse; the encouraging words often spoken, and the daily acts of kindness and compassion shown to them has a lasting impression," says Asha. "The NHS has a range of positions available and plenty of opportunities for you to excel. We are the largest employer in the UK and there is a role here for everybody."

Search 'Nursing Careers' for more information or visit: https://www.healthcareers.nhs.uk/we-are-the-nhs/nursing-careers

UK not asking people to use less energy, minister says

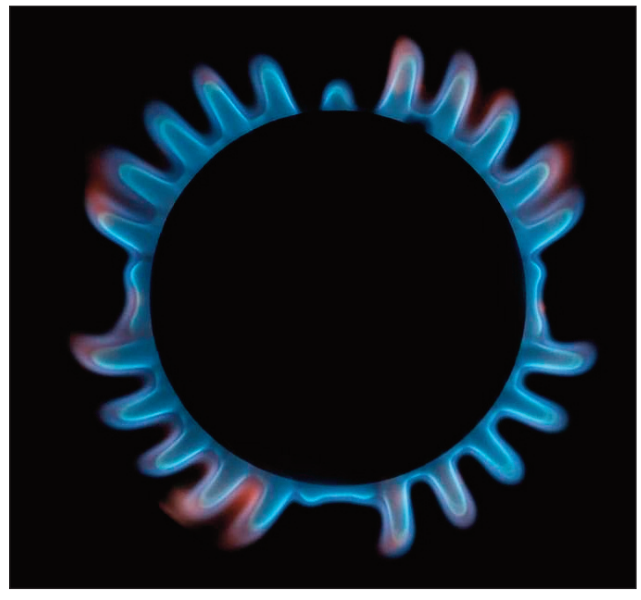

The National Grid's warning on possible power cuts was based on a worst case scenario, if Britain is unable to import electricity from Europe

Britain is not asking people to use less energy, climate minister Graham Stuart said on Friday, despite a warning from the National Grid that homes and businesses could face three-hour planned blackouts this winter.

"We're not in the business of telling people how to live their lives," Stuart said on Times Radio, arguing that any public information campaign would not reduce the risk to Britain's energy supply.

The National Grid's warning on possible power cuts was based on a worst case scenario, if Britain is unable to import electricity from Europe and struggles to attract enough gas imports.

"If there were such a scenario, it would come at a very sharp point, so the fact that somebody had reduced their energy usage a week before or even a day before you get to a peak wouldn't really make any difference to the security of supply," Stuart told Sky News.

"In all the central scenarios, we are going to be fine."

Under new Prime Minister Liz Truss, Britain has been taking steps to bolster its energy security, with a ban on fracking for shale gas in England lifted last month, and a new oil and gas exploration licensing round launched on Friday.

Truss has said that strengthening the country's energy supply is an "absolute priority".

The government, which has stepped in with an energy support package to help people with soaring bills, said on Thursday it was working with energy suppliers and regulator Ofgem on a voluntary service to reward users who cut demand at peak times.

Countries across Europe have been scrambling to shore up supplies ahead of winter as Russia's invasion of Ukraine and the West's sanctions on Moscow in response have sent oil and gas prices surging.

The regulator in Germany, whose main gas supplier is Russia, has sounded the alarm of a "winter crisis" unless significant usage cuts are made.

But when Stuart was asked if people should be using less energy, he said: "We are not sending that out as a message."

"The last thing you want to do is tell someone to switch things off for the national need when it makes no difference to the national (energy) security position," he said.

He added that he did not expect the power cuts to happen.

He dismissed media reports that Truss had blocked a planned public information campaign on energy savings. The Times reported that she was said to be "ideologically opposed" to the campaign due to concerns it would be too interventionist.

Man Utd win Carabao Cup

Manchester United midfielder Bruno Fernandes says "we want more and need more" trophies after the Carabao Cup final win over Newcastle United.

First-half goals by Brazil midfielder Casemiro and an own goal from Dutch defender Sven Botman, which was later credited to Marcus Rashford, secured the Red Devils a first trophy in six years.

"We have been searching for this moment," Fernandes told Sky Sports after the 2-0 win at Wembley.

"I am satisfied now because I get my trophy but I want more."

Portugal international Fernandes added: "It's the first trophy of the season but we want more and need more. This is not enough for this club."

Sunday's victory was the first time the club had lifted a trophy since the 2016-17 season, when they won both the EFL Cup and Europa League under Jose Mourinho.

Manchester United are still chasing more domestic and European honours this season.

Erik ten Hag's side defeated Barcelona to reach the last 16 of the Europa League while they face West Ham United at Old Trafford in the fifth round of the FA Cup on Wednesday (19:45 GMT)

The Red Devils are third in the Premier League table, eight points behind leaders Arsenal with 14 games to play.

'We are still at the start of restoring Manchester United'

The turnaround at Old Trafford since Ten Hag's arrival has been remarkable.

They have gone from being a club in crisis, who lost their first match of the season at home to Brighton and then shipped four goals in a humiliating first half at Brentford the week after, to one still in two cup competitions and placed third in the Premier League with a trophy already accounted for.

Ten Hag, who was met by former boss Sir Alex Ferguson post match, told BBC Radio 5 Live: "It is great he was here to welcome me. He is so happy for the club. It such a big inspiration what he has done with the club and an inspiration how to win trophies.

Watch David De Gea's best Manchester United saves as he sets clean sheet record

"Football is all about winning and he showed that so many times. The mood in the club is positive at the moment. This will bring us confidence, but we have to fight for it, invest in it and sacrifice. If we do that it is possible we will be successful.

"We are still at the start of restoring Manchester United to where they belong, and that is to be winning trophies. This is the first one.

"They [the players] are good and connected and they also challenge each other. It is a good dressing room and in the moment it is difficult, they help each other out. It is the best a manager can get.

"I just want to win. We invest from the start with the staff. They did an incredible good job with the players. The staff and players are together. There was a hunger and desire for trophies because Man Utd stands for trophies."

He went on to add that United must maintain the high standards the cup win has set, saying: "It is work to invest and suffer and sacrifice, and to know you have to give every day your best. It is about glory and honour, and if you want to prove something and win something then you have to do it.

"It [silverware] shows that you are in a good direction, it is one cup and it is February, but it shows we are in the right direction. It has to be the inspiration to keep going and be happy for 24 hours, but not satisfied because satisfaction leads to laziness and then you don't win trophies."

Goalkeeper David de Gea echoed his manager, adding, "It is the start for a new era. The team is ready for everything. We showed today we can win trophies. So let's enjoy the moment but go again."

Luke Shaw, who has looked rejuvenated under Ten Hag's management, is also eyeing more success in the future.

He told Sky Sports: "We want to create our own history with the new manager and today was the start of it. It's a great feeling.

"This is just the beginning for us. We enjoy tonight and then we are back in training. We are still in all the competitions and getting the taste for this, we want more."

Ten Hag also welcomed the presence at Wembley of United co-owner Avram Glazer, but focused on footballing matters rather than the potential sale of the club.

"I don't know, I am not involved. That he is here shows he is committed. What he wants is not for me. I have to lead this dressing room, and others are involved," said the Dutchman.

'The turnaround is transformational - from whiners to winners'

The scale of Ten Hag's impact was also praised by Gary Neville, who told Sky Sports: "It is about one man, how he has transformed one team from whiners into winners.

"Players we have given up on, players we thought should not play for the club again are still out there, and they have a real chance of coming back and winning more trophies. It has been a brilliant last few months.

"At the end of last season, some of those players were labelled a disgrace by people like me, so the turnaround is incredible.

"That squad will be dangerous with a medal around their neck. You like to think Ten Hag will improve them again. I never would have imagined them being at this level six months ago - the turnaround is transformational."

Roy Keane also sees the Carabao Cup win as the start of a new era for his former club.

"The manager was brought in to rebuild a club. I have been really critical, I disliked what they stood for in the last few years but what the manager has done is fantastic," he told Sky.

"He deserves all the credit but there is a lot of hard work ahead. The players need to use this as a springboard."

Stephen Warnock told BBC Radio 5 live that the Dutchman was already a great addition to the roster of managers in the Premier League.

"I think he is quality," said Warnock. "I love his demeanour, his tactical decisions and how he works with the players. It's hugely impressive. I think he's a great addition to the Premier League and he suits Manchester United."

Year: 20 ◆ Issue: 957 ◆ Friday 03 March - Thursday 09 March 2023

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ডা: জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলা পোস্ট-এ নিয়মিত লিখছেন।

এ সাপ্তাহের কলাম পড়ুন ১৩ এর পাতায়।

দেশের এক ইঞ্চি জমিও ফেলে রাখা যাবে না : শেখ হাসিনা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিশ্বব্যাপী উদ্ভূত বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদন ব্যবস্থা এবং পণ্য সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী দেশের এক ইঞ্চি জমিও ফেলে রাখা যাবে না বলে উল্লেখ করেন।

বুধবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভা শেষে ব্রিফিংকালে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। এনইসি সভায় বর্তমান অর্থবছরের (এফওয়াই২৩) সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) অনুমোদন করেছে ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর শেরেবাংলা নগর এলাকায় এনইসি সম্মেলন কক্ষ অনুষ্ঠিত এনইসি সভায় সভাপতিত্ব করেন।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে ড. আলম বলেন, সরকার চাহিদার দিকটা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে, কিন্তু তারপরও উৎপাদনের দিকটা উন্নত করা দরকার।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেছেন, আমন ধানের ফলন ভালো হয়েছে, এখন বোরো উৎপাদনের দিকে নজর দিতে হবে।

দেশের অগ্রযাত্রায় অনেক সমস্যা আসতে পারে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা একাগ্রতার সঙ্গে তা মোকাবিলা করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং সংস্থাগুলোকে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় অর্থ ব্যয়ে কঠোরতা অনুসরণ করার নির্দেশনা পুর্নব্যক্ত করার পাশাপাশি আরও বেশি পরিকল্পিত উপায়ে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন।

প্রধানমন্ত্রী যে প্রকল্পগুলো সমাপ্তির পথে এবং যে প্রকল্পগুলো অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে সেগুলো দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন।

এছাড়া, তিনি যেসব প্রকল্প এই মুহূর্তে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় বা যেসব প্রকল্প বিলম্বিত হলেও এর ব্যয়ের ওপর তেমন কোন প্রভাব পড়বে না সেগুলো ধীরে ধীরে বাস্তবায়নের পরামর্শ দিয়েছেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়নের --১৭ পৃষ্ঠায়

'অর্ডার অব ব্রিটিশ এম্পায়ার' পেলেন শেখ আলিউর রহমান

পোস্ট ডেস্ক : তরুণ এবং প্রতিভাবান বাংলাদেশি উদ্যোক্তা শেখ আলিউর রহমানকে 'অর্ডার অব ব্রিটিশ এম্পায়ার' দিয়েছেন ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস। ব্রিটিশ সরকারের ওয়েবসাইটে ২০২৩ সালের প্রথম 'নিউ ইয়ার অনার্স লিস্টে' তার নাম প্রকাশিত হয়েছে। তরুণ প্রজন্ম ও চা শিল্পে অবদান --১৭ পৃষ্ঠায়

ফেব্রুয়ারিতে দেশে পৌছাল ১৫৬ কোটি ১২ লাখ ডলার

পোস্ট ডেস্ক : সদ্য বিদায়ী মাস ফেব্রুয়ারিতে রেমিট্যান্স এসেছে ১৫৬ কোটি ১২ লাখ ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় (এক ডলার সমান ১০৭ টাকা ধরে) প্রায় ১৬ হাজার ৭০৫ কোটি টাকা। এটি তার আগের মাস জানুয়ারির চেয়ে ৩৯ কোটি ৭৬ লাখ ডলার কম। তবে গত ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি একই সময়ের চেয়ে ৬ কোটি ৬৮ লাখ ডলার বেশি রেমিট্যান্স এসেছে। বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

তথ্য বলছে, চলতি বছরের সদ্য বিদায়ী মাস ফেব্রুয়ারিতে --১৭ পৃষ্ঠায়

দেশের বিমানবন্দর কর্মীদের জন্য 'ভালো ব্যবহার' কোর্স

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ দেশের সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রী সেবার মানোন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য প্যাসেঞ্জার সার্ভিস ও ফ্যাসিলিটেশন ইন সিভিল এভিয়েশন কোর্স চালু হয়েছে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) তত্ত্বাবধানে বিমানবন্দরে কর্মরত ৫৬টি বিভিন্ন সংস্থার ১৫০০ জন সদস্য এ কোর্সটিতে অংশ

ভূমিকম্পের জন্য সমকামীদের দায়ী করলেন ইহুদি ধর্মগুরু

পোস্ট ডেস্ক : জেরুসালেমে সেফার্ডিক ইহুদিদের প্রধান রাব্বি ভূমিকম্পের জন্য সমকামীদের দায়ী করেছেন। তার দাবি, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি যে ছোট বড় ভূমিকম্প হচ্ছে তার আসল কারণ, সমকামীদের স্বাধীনতা দেয়া।

তিনি তার সাপ্তাহিক ভাষণে অনুসারীদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দেন। ইহুদিদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে একটি অনুচ্ছেদও পাঠ করেন রাব্বি আমার। এরপর বলেন, ভূমিকম্পের সঙ্গে ইসরাইলে সমকামী বিয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্পর্ক আছে।

জেরুজালেম পোস্ট জানিয়েছে, এর আগেও সমকামীদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছিলেন আমার। ২০১৬ সালে তিনি সমকামিদের 'জঘন্য দল' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এমনকি ইহুদি আইন অনুযায়ী তাদের মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিৎ বলেও ঘোষণা করেন তিনি। তিনি --১৭ পৃষ্ঠায়

১২'ই মার্চ থেকে লন্ডনে শুরু হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব'

পোস্ট ডেস্ক : আগামী ১২ মার্চ থেকে লন্ডনে শুরু হচ্ছে ৩ দিন ব্যাপী 'আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব লন্ডন ২০২৩। অনুষ্ঠান সফল করার লক্ষ্যে পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে রোববার বিপুল সংখ্যক সিলেটবাসীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হলো এক মত বিনিময় সভা। --১৭ পৃষ্ঠায়

দেশে ফের ৫ শতাংশ বাড়ল বিদ্যুতের দাম

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ফের বাড়ল খুচরা পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম। এবার বাড়ানো হয়েছে ৫ শতাংশ। সব মিলিয়ে চলতি বছরে দুই মাসের ব্যবধানে তিন দফায় ১৫ শতাংশ বিদ্যুতের দাম বাড়াল সরকার।

এভাবে দাম বাড়ানোর ঘটনা নজিরবিহীন বলে মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, সরকারের এমন সিদ্ধান্তে সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বৃহস্পতিবার বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এর আগেও নির্বাহী আদেশে দুই দফা বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছিল। বর্ধিত এই দাম বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হবে।

গত ৩১ জানুয়ারি বিদ্যুৎ বিভাগ পাইকারি ও খুচরা বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রজ্ঞাপন জারি করে। ওই দাম ফেব্রুয়ারি থেকেই কার্যকর হয়। এর আগে ১২ জানুয়ারি নির্বাহী আদেশে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। --১৭ পৃষ্ঠায়

ইস্ট লন্ডন মসজিদ পরিদর্শনে আপসানা বেগম এমপি

ধর্ম নিয়ে বিভ্রান্তি ও ইসলামফোবিয়া মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান

পপলার এন্ড লাইম হাউজ আসনের এমপি আপসানা বেগম ইস্ট লন্ডন মসজিদের বহুমুখী কার্যক্রমের ভুয়শী প্রশংসা করে বলেছেন, ধর্ম নিয়ে বিভ্রান্তি ও ইসলামফোবিয়া মোকাবেলায় আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে । তিনি বলেন, ইস্ট --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk